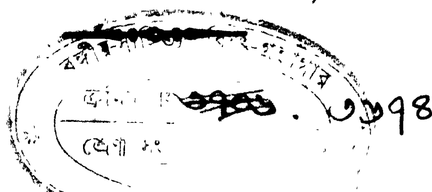
জগত রহস্য।



শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত।

শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

চট্টগ্রাম, চন্দ্রশেখর প্রেসে—
শ্রীগিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

প্রাপ্তি স্থান—পোঃ সদরঘাট, জিলা চট্টগ্রাম।

১৩২২ বাং।

মূল্য—।০ চারি আনা মাত্র।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী যোগানন্দ বিদ্যাবিনোদের অভিপ্রায়।

ভগবান অনন্ত—মানব সান্ত। সান্ত মানব অনন্তকে বুঝিতে ধারণা করিতে জানিতে না পারিলে মানব-জীবনকে ব্যর্থ মনে করে। এই ব্যর্থতা নিবারণের জন্য মানব জীবন উৎসর্গ করিয়া অনন্তের দিকে অগ্রসর হয়। অনন্ত ভগবানকে জানিতে হইলে তাহার স্বরূপ তত্ত্ব জানিতে হয়। ঈশ্বরের—স্বরূপ তত্ত্বই জগৎ-তত্ত্ব। অতএব ঈশ্বরকে জানিতে হইলে জগৎকে জানিতে হইবে। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতির বহির্, অন্তর্, বুদ্ধ ও অধ্যাত্ম সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে হয়, সমস্ত পদার্থেরই সমস্ত ভাবেরই সন্ধান করিতে হয়। বিশ্বময় বিশ্বরূপ যে জগদ্রূপ,—জগৎ না বুঝিলে, তাঁহাকে বুঝিবার উপায়ান্তর কি? প্রধানতঃ জগৎ দুই প্রকার;—অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ। অন্তর্জ্জগৎ কারণ;—বহির্জ্জগৎ কার্য্য। অন্তর্জ্জগৎরূপ কারণের অভাব হইলে বহির্জ্জগতরূপ কার্য্যের অভাব হয়। অন্তর্জ্জগৎ নাইত বহির্জ্জগতও নাই। বীজরূপী অন্তর্জ্জগৎ প্রকৃতির আবর্ত্তন বিবর্ত্তনে বহির্জ্জগতরূপ ধারণ করিয়াছে। এই যে বীজরূপী অন্তর্জ্জগৎ; উহাকে ভাবের প্রস্রবণরূপ জননক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। অসীম ও অবর্ণনীয় ভগবান এই প্রস্রবণের উৎপত্তি স্থল। কল্পনার অসাধ্য ব্যবধানে ব্যবস্থিত ভগ ও ভগবান। ভগ—জনন-ক্ষেত্র। জনন—ভাব। (ভূ+ঘঞ)। এই যে জনন ইহা পদার্থান্তর রহিত সূক্ষ্ম শক্তি মাত্র। এই সূক্ষ্ম শক্তি আবর্ত্তন বিবর্ত্তনরূপ ফলে মলিনীভূতা হইয়া আপনার পরাত্ব অপসারণ করিয়া অপরারূপ ধারণ করে। এই অপরাই জগৎ (বহির্জ্জগৎ)।

এই জগতের রহস্য ভেদ করিয়া, এই জগতের রহস্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া, অনেক মহাত্মা মহৎতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। এই জগৎরূপ অপরার রহস্য অবগত হইয়া এক মহাত্মা বলিয়াছিলেন :— "প্রেমবিহীনা চতুরা রমণীর কুটিল দৃষ্টির ন্যায় জগতের কৃত্রিমতা বুঝিতে পারিয়াছি।" সান্ত মানব জগতের এই কৃত্রিমতা বুঝিতে না পারিলে ; অপরার অপরাত্ব আবরণ উদ্ঘাটন করিতে না পারিলে, অনন্তের উপলব্ধি করিতে পারেন না। "জগত-রহস্য" পুস্তক পাঠ করিয়া জগত-রহস্য লেখক যে অনন্তের দিকে না ঝুঁকিয়াছেন ; এমন কথা বলিতে পারি কি ? জগত-রহস্য পাঠ করিয়া জগত রহস্য চিন্তা করিয়া মানব ! অনন্তের দিকে ধাবিত হও। জগত-রহস্য পুস্তকের ব্রহ্ম-প্রকৃতি-গর্ভ-রহস্য নামক প্রস্তাব ত্রয় পাঠ করিলে স্বতঃই মনে আসে যে জগত রহস্য ভাবিতে ভাবিতে জগত রহস্য লেখক সান্ত হইয়াও অনন্তবারিধিতে সন্তরণ ক্রীড়া করিতেছেন। এই অনন্ত বারিধি-স্পর্শ জগত রহস্য চিন্তাশীলদিগের স্বাভাবিক। এইরূপ অনেকানেক মহাত্মা—কোন না কোনরূপ জগত রহস্যে প্রাণ ভাসাইয়া অনন্তের পাদস্পর্শ, করতঃ সেই পাদচুম্বিত প্রাণকে ধন্য করিয়াছেন। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি ঈশ্বরকে জানিতে হইলে জগতকে জানিতে হইবে।

জগত রহস্য লিখিবার আবশ্যকতা আছে কি না ? এমন প্রশ্ন মুক্তিকামী যিনি— তিনি করিতেই পারেন না। কারণ জগত রহস্য না বুঝিয়া তিনি মুক্তিকামী হইতে পারেন নাই। জগত রহস্য লিখিবার প্রয়োজনীয়তা কি ; মুক্তিকামী ব্যতীত অপরাপর জনের মনে এমন প্রশ্ন হইতে পারে। তাঁহাদের

প্রশ্নের উত্তর এই জগত রহস্য নামক পুস্তক দিতে সমর্থ হইবে। যৎ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা যেমন প্রয়োজন; যে পদার্থকে অভিলাষ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাও তেমন প্রয়োজন। কর্ম্ম মাত্রই যদি সপ্রয়োজন হয়; তাহা হইলে এই গ্রন্থকর্ত্তা বৃদ্ধ মহাশয়ের লিখন কর্ম্মকে প্রয়োজন শূন্য বলিয়া বা খামখেয়ালী বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। সিদ্ধিঃ সাধ্যো সতামস্ত। ইতি—১। ১০। ১৫ইং

জগত রহস্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবারাণসী ধাম হইতে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রেরিত অভিমত—

শুভাশীর্ব্বাদ মিদম্ —

জগত-রহস্য পাঠ করিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম। যিনি জগত-রহস্য পাঠ করিবেন, তিনি জগৎ রহস্য রচয়িতাকে দার্শনিক ও প্রধান ভাবুক না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না। আপনি সাংখ্য দর্শন হইতে উৎপত্তিবাদ ও বেদান্ত দর্শন হইতে ঈশ্বর ভিন্ন যে সমস্ত ভ্রম দেখাইয়াছেন, তাহাতে বেদান্ত ও সাংখ্যের মত যে বিশেষ প্রকারে প্রকটিত হইয়াছে, তাহা বৈদান্তিকেরা স্বীকার করিতেছেন। অনেক প্রাচীন পণ্ডিত আমার মুখে আপনার রচিত এই জগত-রহস্য শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহারা একবাক্যে আপনার প্রশংসা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় আপনার পুস্তক দেখিয়া এবং আমার নিকট আপনার পরিচয় পাইয়া আপনাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছেন। আপনার রচিত মানস-কুসুম তাঁহাদিগকে দিয়াছি।

তাঁহারা তাহা পাঠ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন আপনার বৃদ্ধ বয়সের এই অধ্যবসায় আমাদিগকে জাগরিত করিতেছে। আপনার পুরস্কার অক্ষয় যশঃ। ভগবানের নিকট আপনার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছি।

১। ভূমিকার ভাষায় আপনার সরলতার পরিচয় পাইয়া আপনাকে মহান্ করিয়াছে।

২। ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি ক্রম যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কদাচিৎ কাহারও সঙ্গে অমিল হইলেও এই ভারতবর্ষে শতকরা ৯৫ জনের মত। দীর্ঘকাল বেদান্তপাঠ বা সৎসঙ্গ ব্যতীত এমন ভাবের অভিব্যক্তি অসম্ভব।

৩। গর্ভ রহস্য ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতির সহিত ঠিক মিল আছে।

৪। প্রকৃতি রহস্য পাঠ করিয়া অনেক জ্ঞান লাভ করিলাম। "গরু ছাগলের গাত্রে মক্ষিকাদি বসে" ইত্যাদি দেখিয়া নিজে-দেরও অনেক জ্ঞান হইল। ব্যবহারিক অনেক জ্ঞান আপনার পুস্তক হইতে পাইলাম।

৫। সমাজ রহস্যের বধূ লীলা পাঠ করিবা মাত্র "ঠিক ঠিক" বলিয়া পাঠক ও শ্রোতাগণ আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছেন।

৬। সমাজ রহস্যে গৃহ-বিচ্ছেদ— ব্যভিচার লীলা স্মৃতি জাগায় ও সতর্ক করে।

৭। শ্মশান রহস্য অতিশয় ভাবোদ্দীপক হইয়াছে।

৮। শক্র রহস্য, দ্বিভার্য্যা, ব্রাহ্মণ রহস্য প্রভৃতি অত্যন্ত পাঠোপযোগী ও শিক্ষাপ্রদ। এই সকল প্রবন্ধ নিশ্চয় নিশ্চয়ই

লোকোপকারের জন্যই লিখিত হইয়াছে; ইহা অনেক প্রাচীন পণ্ডিত একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। ভণ্ড সাধুর ও খলের কথাটীতে দেশের অনেক উপকার হইবে।

৯। "হাতুড়ী বৈদ্য ও বর্ত্তমান সমাজ, তীর্থ এবং আত্মতত্ত্ব" অসাধারণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ। এমন অনেক প্রবন্ধ এই পুস্তকে আছে,—যাহা উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকেও তেমন শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধের অভাব।

১০। চড়ক রহস্য পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। কত চড়ক গাছ দেখিয়াছি,— উহার উদ্দেশ্য কি? কোন্ মহাত্মাই বা উহা আবিষ্কার করেন, তাহাত একবারও চিন্তা করি নাই। আপনার বহি পড়িয়া চড়কগাছ যে মানব-গাছ অথবা মানবের ভিতরের মানবসার তাহাই বুঝিলাম। এই যে চড়কগাছ ব্রহ্ম মার্গের ঈঙ্গীত—এই আবরণ আপনিই সর্ব্বপ্রথম উন্মোচন করিয়া মায়ামুগ্ধ জীবকে একটু জানাইলেন। আপনাকে ধন্যবাদ।

১১। অবিদ্যা রহস্যটী সম্পূর্ণ বেদান্তের অনিদার ন্যায় প্রকাশ পাইয়াছে। এই বহিতে আপনি জ্ঞানের যাহা পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। মঙ্গলময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন। ইতি—

আপনার—

শ্রীকমলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

———

মহাশয়,

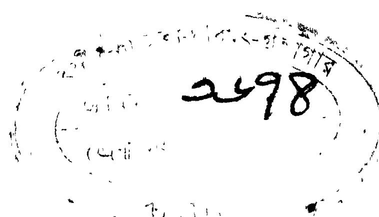
আপনার "খেয়াল" "মানস-কুসুম" গীতাচ্ছায়া পড়িয়াছি, আজ "জগত রহস্য" পড়িলাম। জগত রহস্যের রহস্যগুলি বাস্তবিক রহস্যময়ই হইয়াছে। আপনার লেখা সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। তবে এই মাত্র বলিতে চাহি যে, আপনি বাণপ্রস্থনিষ্ঠ হইয়া মায়ের পূজায় যেরূপ পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও তাহার সৌরভে পুলকিত হইয়াছি। অদ্যাবধি আমরা গুণের সম্যক আদর করিতে শিখি নাই। যদি শিখিতাম, তাহা হইলে আপনাকে ৺ঈশ্বর গুপ্তের অর্দ্ধাসনে বসাইয়া সমধিক মহিমা দর্শনে পরিতৃপ্ত হইতাম। আপনার কবিতা পড়িয়া আর একটী বিষয় স্বতঃই মনে উদিত হয় যে বয়সের গুণে আপনার বুদ্ধি যেমন পাকা হইয়াছে, লিখিতে লিখিতে তেমনই কবিতার নানা রঙে অধ্যাত্মতত্ত্বের জটিল বিষয়গুলিও ফুটাইতে আপনার হাত রবিবর্ম্মার হাতই হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হইয়া মায়ের মুখ উজ্জ্বল করুন। ইতি—২৪।৯।'১৫ইং

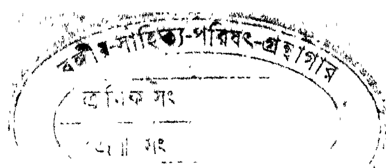
নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীরজনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য।

অধ্যক্ষ সংস্কৃত কলেজ, চট্টগ্রাম,

সম্পাদক চট্টলধর্ম্মমণ্ডলী।





গ্রন্থকারের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান ও স্নেহের চিহ্ন স্বরূপ এই বহিখানি

শ্রী

প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত।

সূচী পত্র ।

ভূমিকা।

বৃদ্ধ বয়সে ইক্ষুচর্ব্বণে ইচ্ছুক হইয়া ইক্ষুখণ্ড হস্তে লইলে যখন দন্তহীন বলিয়া মনে হয়, তখন পূর্ব্ব অভ্যাসগত ও দুর্লোভ জাত ভ্রম বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আমিও তদ্রূপ যখন রচনা কার্য্যে ব্রতী হইব এবম্বিধ দুর্লোভের বশবর্ত্তী হইয়া লেখনী ধারণ করিলাম তখন মনে হইল বিদ্যা জননী বীণাপাণি আমাকে অকৃত ও ত্যজ্য পুত্র জ্ঞানে মধ্য ইংরেজী দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে বর্জ্জন করিয়া চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া কলহপ্রিয়া ও শোক সন্তপ্তা স্ত্রীলোকেরা যেমন মনের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া গলাবাজি করিয়া শোকের ও আবেগের উপশম করিয়া গাত্র ভার লাঘব মনে করে। আমিও তদ্রূপ মনোভাব চাপা দিতে না পারিয়া, ভাষা, বর্ণ বিন্যাস ও ব্যাকরণের বক্ষে ছুরিকাঘাত করতঃ জগত রহস্য নামক প্রবন্ধটী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে হইল কুচিলা ফল বিষ ফল হইলেও সুদক্ষ চিকিৎসকের হস্তগত হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নক্স ভমিকা নামক মহৌষধিরূপ ধারণ করতঃ মহোপকার সাধন করে। তদ্রূপ আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী সুধী মহাত্মার হস্তগত হইলে উপদেশ ছলে আমার মহোপকার সাধিত হইবে ইহাই আমার ভরসা।

পূর্ব্বে আমি আমার খেয়াল, ভগবতী গীতা, গীতাচ্ছায়া ও মানস কুসুম নামক পুস্তক চতুষ্টয় মহাত্মাগণের করকমলে অঞ্জলী দিয়া তাঁহাদের উৎসাহ পূর্ণ সমালোচনাতে উৎসাহিত

হইয়া জগত রহস্য নামক এই পঞ্চম পুস্তক লিখিয়া তাঁহাদের নামে উৎসর্গ করিলাম। যাবতীয় সরস্বতীর সুযোগ্য পুত্র যশস্বী কবিগণ নিজকে হীন দেখাইবার জন্য বিনয় বাহুল্যে গ্রন্থারম্ভ করিয়া থাকেন। আমি বিদ্যা জননীর ত্যজ্য পুত্র ও প্রকৃতি সন্তান বিধায় শুষ্ক হৃদয় বটি। সুতরাং রঞ্জিত ভাবে লিপি করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহা আমার সরল জ্ঞানের সত্য কথা।

জগত রহস্য নামক প্রবন্ধে যেরূপ দুরূহ বিষয় অবতারণা করা হইয়াছে, ইহা আমার মতন জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি হীন ব্যক্তির পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তবে যেমন গৃহ পালিত বিড়াল অত্যন্ত দুগ্ধ প্রিয় হইলেও দুগ্ধ কোথা হইতে এবং কি প্রকারে আইসে তাহা না জানিয়াও গৃহ স্বামীর কৃপায় তাহারাও মধ্যে মধ্যে দুগ্ধাহার করিয়া থাকেন। সেইরূপ সুধি মহোদয়গণের কৃপা কণিকা লাভে মার্জ্জাররূপ আমি তাঁহাদের উপদেশরূপ দুগ্ধলাভে বঞ্চিত হইব না।

অতএব নিবেদন এই চন্দ্রলাভাভিলাষী বামনকে দুর্লোভজনিত পাপ হইতে মুক্তি দিয়া মহত্বের পরিচয় দিবেন। ইতি—

গ্রন্থকার।

- ব্রহ্ম
  - নিরাকার
  - নিরাকার
  - নিরাকার
    - (the three নিরাকার together:) তুরীয়
  - সাকার
    - নিরুপাধিক
      - সৎস্বরূপ
      - চিৎস্বরূপ
      - আনন্দস্বরূপ
    - সোপাধিক
      - ব্রহ্মযুক্ত শক্তি বা মূল প্রকৃতি (সাম্যাবস্থা)
        - ত্রিগুণময়ী মায়া
          - সত্ত্বঃ
            - ঈশ্বর
          - রজঃ
          - তম
            - (রজঃ and তম together:) রজস্তমসংগিনী কৃত সত্ত্ব বা অবিদ্যা
              - বহু জীব

৩৬৭৪

জগত রহস্য।

১। ব্রহ্মের স্বরূপ তত্ত্ব অবগত নাই।
ব্রহ্মের রহস্য তবু লিখিবারে চাই॥
(যেমন) টেলিগ্রাফ কলে আছে কেরাণী সকল।
সঙ্কেতে টিপিয়া দেন মেছেইজ কল॥
কেমনে হইল কল কিন্তু নাহি জানে।
সৃষ্টি কার্য্য দেখে স্রষ্টা চিনিব কেমনে॥
২। সন্তান জন্মায় জীব প্রকৃতির বশে।
জনকে জানে কি সুত কোথা হ'তে আসে॥
৩। শুনিয়াছি ব্রহ্মদেশে আছে ডুরি আম।
না খেয়ে না চেয়ে তারে কিসে চিনিলাম॥
৪। আস্বাদ না করি গুণ করিয়া শ্রবণ।
কেমনে চিনিব বল চিনি কি লবণ॥
৫। গাছে বাঁশে বেতে তৃণে করিলাম ঘর।
কে করিল সরঞ্জাম কে লয় খবর॥
৬। বাহিরের চক্ষে দূরে করি না দর্শন।
দূরবীক্ষণ যন্ত্র তাহে হয় প্রয়োজন॥
নব কোটি ক্রোশ দূরে সূর্য্য অবস্থান।
কৃত্রিম যন্ত্রেতে পাই তাহার সন্ধান॥

প্রকৃত যন্ত্রই যদি করি ব্যবহার।
দেখিব অনন্ত বিশ্ব দেহের মাঝার॥
যোগ বলে খু'লে সুষুম্নার রুদ্ধ দ্বার।
অনায়াসে দেখে যোগী ব্রহ্ম সারাৎসার॥
ব্রহ্ম বটে নিরাকার নির্গুণ বিশেষ।
সাধনা করিয়া ব্রহ্মা না পাইল শেষ॥
অবুদ্ধি পূর্ব্বিক ইচ্ছা হইল তাঁহার।
তাহা হ'তে শক্তিরূপ উদ্ভব সাকার।
অব্যক্ত নিরুপাধিক সাকার হইতে।
সম্যাবস্থা প্রকৃতিও জন্মিল তাহাতে॥
নিরুপাধিক হইতে লভে এই তিন।
সৎ-চিৎ আনন্দ নামে স্বরূপ বিহীন॥
প্রকৃতি বা মায়া হ'তে ত্রিগুণ সঞ্চার।
অবিদ্যা মলিন সত্ত্বঃ রজ তম আর॥
মায়া শুদ্ধ সত্ত্বঃ হ'তে ঈশ্বর উদ্ভব।
অবিদ্যা হইতে ভবে জন্মে জীব সব॥
ত্রিপাদ পরম ব্রহ্ম নিরাকার হয়।
এক পাদ বিন্দু রূপা সাকার নিশ্চয়॥
অক্ষর অব্যক্ত বটে গীতাতে প্রকাশ।
তাহা হ'তে হ'য়ে থাকে প্রাণের বিকাশ॥
প্রাণের চঞ্চলাবস্থা মন ব'লে কয়।
মন হ'তে শুক্র ভাণ্ডে জীব জন্ম হয়॥

সকল ইন্দ্রিয় অধিপতি বটে মন।
ইন্দ্রিয় সংযোগ সুখ দুঃখের কারণ॥
রক্ত পুষ্প সম যেন ইন্দ্রিয়াদিগণ।
স্বচ্ছ দর্পণেতে যেন ছায়ার পতন॥
দর্পণ স্বরূপ মনে প্রতিবিম্ব পড়ে।
সুখ দুঃখ সেইরূপ অনুভব করে॥
একের ঘৃণিত সুখ ভাবেন অপরে।
একে দুঃখ ভাবে কিন্তু অন্যে লয় শিরে॥
কেহ বলে অতি সুখ দারা পুত্র ধনে।
কেহ বলে বৃক্ষ তলে ব্রহ্ম আরাধনে॥
কেহ বলে অতি দুঃখী গৃহ হীন জন।
কেহ বলে অতি সুখ নির্জ্জন কানন॥
কেহ সুখী সুগন্ধ চন্দন অঙ্গে পাই।
কেহ সুখী অঙ্গে মেখে ধুলি ভস্ম ছাই॥
কেহ বলে মৎস্য মাংস সুখাদ্য ভোজন।
কারো বা ঘ্রাণেতে হয় অমনি বমন॥
কাহার অভ্যাস দোষে বিপরীত হয়।
দুগ্ধে ঘৃণা ঘৃতাহারে উদ্গার নিশ্চয়॥
কার দান দ্রব্য নিজে না করি গ্রহণ।
সুখ লাভ হয় অন্যে করি বিতরণ॥
(কার) খাদ্য আছে ঘরে পচে নাহি দিবে কারে।
পরে দিতে কৈলে যেন বজ্র পড়ে শিরে॥

সাত্ত্বিকী ভোজনে তুষ্ট সাত্ত্বিক যে জন।
পুতি মাংস বাসি অন্ন তম নিরুপণ॥
যেইরূপ যার মনে ছায়াপাত হয়।
সেইরূপ সুখ দুঃখ অন্য কিছু নয়॥

গর্ভ রহস্য।

অন্নাদি হইয়া শুক্র পিতার শরীরে।
চঞ্চল হইয়া যায় জননী জঠরে॥
করিল জরায়ু কোষে অতি গুপ্ত স্থান।
তাহাতে যে বীজ দান অপূর্ব্ব সন্ধান॥
রজঃ কালে ডিম্বাধার হ'তে ডিম্ব আসে।
কি কৌশলে শুক্র সহ জরায়ুতে মিশে॥
শুক্র ডিম্ব যেই কালে সংযোগ উভয়।
গর্ভের উৎপত্তি তাতে জীব জন্ম হয়॥
পুরুষ ক্ষরিত শুক্র নারীর শোণিতে।
অন্বিত হইয়া থাকে জরায়ু মধ্যেতে॥
কল্পনা রূপেতে দোহে হয় পরিণত।
বিবরিয়া কহিলাম যথা শাস্ত্র মত॥
বুদ্ বুদ্ আকার হয় পঞ্চম বাসরে।
সে বুদ্ বুদ্ মাংস পেশী সাত দিন পরে॥

পঞ্চবিংশ দিনে হয় অঙ্কুর আকার।
ক্রমেতে জন্মায় স্কন্ধ গ্রীবা শির আর॥
প্রথম মাসেতে পঞ্চ অঙ্গের উৎপত্তি।
গীতা শাস্ত্রে প্রকাশ করিল ভগবতী॥
দ্বিতীয় মাসেতে হস্ত পদ জন্ম হয়।
তৃতীয় মাসেতে অঙ্গ সন্ধি সমুদয়॥
চতুর্থ মাসেতে হয় অঙ্গুলী সঞ্চার।
রক্তের কণিকা জন্মে দেহের মাঝার॥
জরায়ুতে স্থিত শিশু জননী জঠরে।
শিশুর স্পন্দন মাতা অনুভব করে॥
পঞ্চমে নাসিকা নখ কর্ণ চক্ষুদ্বয়।
এই মাসে গুহ্যদেশ সমুৎপন্ন হয়॥
নারী ও পুরুষ চিহ্ন কর্ণ ছিদ্র সব।
নাভি গুহ্যছিদ্র ষষ্ঠ মাসেতে উদ্ভব॥
সপ্তম মাসে ভ্রূণের কেশ লোম হয়।
অষ্টম মাসেতে ভ্রূণ বিভক্ত নিশ্চয়॥
নবম মাসেতে হয় চৈতন্য সঞ্চার।
বৃদ্ধি প্রাপ্তি হয় মাতৃ খাদ্য অনুসার॥
তাতেই সংযোগ হয় জন্মার্জ্জিত ফল।
কর্ম্মক্ষেত্রে পূর্ব্ব কর্ম্ম প্রধান সম্বল॥
পুষ্প হ'তে গন্ধ যথা লয় সমীরণ।
জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম সেই রূপে আগমন॥

ম্যাজিষ্ট্রেট যেইরূপ লিখিয়াছে রায়।
অন্যথা করিতে নারে জেল দারোগায়॥
যে বায়ু বেগেতে বীর্য্য হয়েছে স্খলিত।
সেই বায়ু ভ্রূণ মধ্যে আছে অবস্থিত॥
দশ মাস দশ দিন পুরিয়ে যখন।
নিঃসরে সে শ্বাস বায়ু প্রসব বেদন॥
শিশু পান আয়োজন খুলিল বদন।
নাভি যুত নাড় কাটি অগ্রেতে বন্ধন॥
আপনার দোষ তারতম্য অনুসারে।
ভুগিতে হইবে দণ্ড দোষ দিব কারে॥
পুণ্যে সুখ পাপে দুঃখ হয় সংঘটন।
পাপে পুণ্যে কাটাকাটি যায় না কখন॥
কত অশ্বমেধ কৈল ধর্ম্মের নন্দন।
অশ্বত্থমা হত বৈলে নরক দর্শন॥
নির্দ্দোষীর দণ্ড পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারে।
নতু সক্রেটিশ কেন বিষ পানে মরে॥
গোপনে বধিয়া বালী রাম দয়াময়।
দ্বাপরেতে ব্যাধ হাতে নিজে হত হয়॥
স্বয়ং হরি ভগবান কৃষ্ণ চিন্তামণি।
কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম সূত্র দেখালেন তিনি॥
জানি যোগানলে মাত্র কর্ম্মসূত্র নাশে।
অনলে জ্বালান মাটি মাটিতে না মিশে॥

স্থূল পঞ্চভূত যবে বিশ্লেষণ হয়।
তাকেই ত মৃত্যু বলে আর কিছু নয়॥
চকমকি পাথরে যেন সূর্য্যের কিরণ।
আপনা আপনি তাতে জন্মে হুতাশন॥
শুক্র বিন্দু ব্রহ্মাণ্ডের বীজের আকার;
ব্রহ্মের ঝলকে জীবে জীবন সঞ্চার॥
ভ্রূণ নাভি হ'তে এক নাড়ি সংযোজন।
তাতে করে মাতৃ খাদ্য রস আকর্ষণ॥
সে রসে পোষণ করি ভ্রূণ রক্ষা পায়।
স্রষ্টার কল্পনা বিনা কিবা বলা যায়॥
কল্পনা প্রসূত তাঁর কল সমুদয়।
পলক চিন্তিলে হয় পুলক হৃদয়॥

প্রকৃতি রহস্য।

১। নয়নের মণি দেখি অতি ক্ষুদ্রতর।
ব্রহ্মাণ্ডের ছায়া পড়ে তাহার উপর॥
অনায়াসে সে ব্রহ্মাণ্ড দেখিবারে পাই।
বিধির আশ্চর্য্য কাণ্ড বলিহারা যাই॥
২। নয়নের বালিপাতা নাসিকার কেশ।
বালি প্রতিবন্ধ রূপ কপাট বিশেষ॥

৩। কণ্ঠ মধ্যে দুই পথ সকলেই জানে।
একে অন্ন অপরেতে শ্বাস বায়ু টানে॥
অন্ন কণা কভু যদি শ্বাস পথে যায়।
মস্তকে উঠিয়া যেন বিপদ ঠেকায়॥
এ ভ্রম প্রমাদ নাহি ঘটে কদাচন।
ধন্য ধন্য দয়াময় ব্যবস্থা কেমন॥
৪। মনেতে আসিলে কথা কলমেতে চলে।
কি শক্তি দেখহ বিভুর টেলিগ্রাফ কলে॥
৫। হস্ত পদ সন্ধি গ্রন্থি কিবা কারিগরি।
সম্মুখেতে আনি কিন্তু পিছে নিতে নারি॥
৬। পুরুষের মুখে আছে দাড়ি গোপ যত।
কামিনীর মুখ কেন কমলের মত॥
পুরুষের ভাষা যেন ওজস্বিনী ভাব।
কামিনী কোমল কণ্ঠ সরল স্বভাব॥
৭। সকলের কণ্ঠ নালি একই মতন।
কিন্তু কভু একস্বর নহে কি কারণ॥
৮। মুত্র নালি বিধাতার অপূর্ব্ব কৌশল।
শুক্র মুত্র দুই, এক পথে চলাচল॥
৯। প্রস্রাবের পীড়া যদি হয় কদাচন।
হাতেতে মুত্রের দ্বার খোলে না কখন॥
ইচ্ছাতে আসয়ে মুত্র ইচ্ছাতেই সরে।
মুত্র শেষ হইলেই আপনি সম্বরে॥

১০। গরু ছাগলের গাত্রে মক্ষি যদি বসে।
চর্ম্ম কম্পনেতে দূর করে অনায়াসে॥
হস্ত পদ ব্যবস্থা করিয়া বিশ্বপতি।
মানবে না দিল চর্ম্ম কম্পন শকতি॥
১১। রসনা আছে কি জানা সে কেমন ধন।
অস্থি শূন্য চর্ম্ম মাত্র কোমল কেমন॥
তিক্ত মিষ্ট ঝাল কটু যদি দেওয়া যায়।
পরীক্ষা করিয়া স্বাদ অবাধে জানায়॥
জঠরে যখন ছিল যোগাসনে বসি।
খেচূরি মুদ্রাতে ছিল তালু মূলে পসি॥
ক'রে ছিল সহস্রার সুধা রস পান।
পরের নিন্দায় এবে ঘুরিয়া বেড়ান॥
যে জন করেন তার সাধু ব্যবহার।
ধরাধামে ধন্য গন্য মান্য সবাকার॥
তার নীচে আল 'নামে ছোট জিহ্বা হয়।
দেখিতে সে ছোট বটে গুণে ছোট নয়॥
তাহার সহায়ে খাদ্য গলাধঃ করণ।
তাহার সহায়ে বাক্য হয় উচ্চারণ॥
তাহার অভাব হ'লে বোবা নাম তার।
তাহার অভাব হ'লে বৃথায় সংসার॥
১২। শশু নামে এক জীব আছে হিন্দুস্থান।
ভক্ষণ করিয়া বায়ু রক্ষা করে প্রাণ॥

মার্জ্জনে তাহার তৈল বহু রোগ ক্ষয়।
একি নয় বিধাতার কৌশল বিস্ময়॥
১৩। অনন্ত অনন্ত নর নারী এ ভূতলে।
একজন মত অন্য জন নাহি মিলে॥
সৃষ্টির আরম্ভ হ'তে অনন্ত বৎসর।
রূপে গুণে কোথাও না মিলে পরস্পর॥
১৪। মাতৃ স্তন্য পানে দন্ত নাহি প্রয়োজন।
শৈশবেতে দন্তহীন থাকে শিশুগণ॥
অন্নগত প্রাণ হ'লে শিশু অন্ন খায়।
সামান্য কঠিন দুগ্ধ দন্ত দেখা যায়॥
খাইতে সুদৃঢ় খাদ্য মাংসাদি চর্ব্বণ।
দুগ্ধ দন্ত স্থানে দৃঢ় দন্ত উৎপাদন॥
বৃদ্ধকালে দুর্ব্বল হইবে পক্কাশয়।
মাংসাদি সুদৃঢ় খাদ্য পরিপাক নয়॥
তবু যদি লোভ বশে সুদৃঢ় আহার।
ক্রমেতে স্খলিত দন্ত নাহি থাকে আর॥
সর্ব্ব-শক্তিমান বিভূ মহিমা মহান।
অবস্থা মতন করে ব্যবস্থা বিধান॥
১৫। শৈশবেতে মাতৃ স্তন্য জীবন সম্বল।
কাল ক্রমে সেই স্তন্য ঘৃণ্য কেন বল॥
কলা এরারুট সাগুর পূর্ব্ব স্বাদ পায়।
মাতৃ স্তন্য জঘন্য সে কাহার ইচ্ছায়॥

মাতৃ স্তন্য সুখ যদি বড় হ'লে রয়।
কেমনে বাঁচিবে মার দ্বিতীয় তনয়॥
১৬। প্রসব করিতে জানে বিহঙ্গ কোকিল।
পোষণ করিতে নাহি জানে একতিল॥
কোকিল প্রসব করে পুষে তারে কাকে।
বিধাতার এ রহস্য বুঝাইব কা'কে॥
১৭। এক মত পোকা আছে দেখেছি বাগানে।
তেমন সুন্দর রঙ্ নাই ত্রিভুবনে॥
তপন কিরণ যবে লাগে তার গায়।
সে জ্যোতি উজ্জ্বল অতি বর্ণন না যায়॥
কি খেয়ে এমন জ্যোতি কেন বাস বনে;
ধরম মরম আমি বুঝিব কেমনে॥
১৮। অন্ন জল এক সঙ্গে যায় পক্কাশয়।
মুত্রাশয়ে সেই জল কেবা ছাকি লয়॥
১৯। তাপ হ'তে মস্তিষ্ক শীতল রাখা চাই।
মস্তকেতে কেশ হস্ত তালুকাতে নাই॥
২০। অঙ্গুলী অগ্রেতে নখ দিয়ে বিশ্বপতি।
দেখাইল বিশ্বনাথের বিস্ময় বিভূতি॥
অঙ্গুলির অগ্রভাগে নখ না থাকিলে।
কেমনে বাঁচিবে বল আঘাত লাগিলে॥
২১। কি আশ্চর্য্য বত্রিশ কঠিন দন্ত মাঝে
কোমল রসনা দেখ কেমনে বিরাজে॥

উভয়ের মধ্যে নাই সদ্ভাব কখন।
দশন পাইলে করে রসনা দংশন॥
তখনি একত্র বাস নাই তার ভুল।
একবনে বাস যেন মৃগ ও শার্দ্দুল॥
হিংসুক দশন ব'লে নিত্য তার ক্ষয়।
কোমল রসনা তার নাই অপচয়॥
এ দৃষ্টান্ত দেখে যেন বেশ বুঝা যায়।
দুর্ব্বলের বল বিভু দুর্ব্বল সহায়॥

২২। অর্দ্ধ পক্ক আম আনি ঘরে রাখিলাম।
সুগন্ধ বিহীন অম্ল খেয়ে দেখিলাম॥
সুগন্ধ সুন্দর লাল দেখি পর দিন।
খাইতে সুমিষ্ট অতি অম্লও বিহীন॥
আমার ঘরেতে ছিল গোপনীয় স্থানে।
কে কৈল সুমিষ্ট তারে শর্করা প্রদানে॥

২৩। হৃদয়েতে হয় যবে জল অনটন।
ডাকিয়া খুজিয়া লয় নাই হেন জন॥
তৃষ্ণারূপ শক্তি এক সমুৎপন্নতায়।
জল দেও জল দেও ইঙ্গিতে জানায়॥

২৪। গাছে আছে কত মত ফল পুষ্পচয়।
চিন্তাকর চিন্তামণির অচিন্ত্য বিষয়॥
পুষ্পের কোটর মাঝে গরভ কেশরে।
সংযোগে পুরুষ রেণু ফল তরুবরে॥

বৃক্ষেতে বৃক্ষেতে নাই রতি আলিঙ্গন।
কেমনে পাইবে রেণু চিন্তে নিরঞ্জন॥
রূপকচ্ছলেতে বিভু বলিল ভ্রমরে।
যোগাইবে পুং রেণু গরভ কেশরে॥
ভ্রমর বলিল মম কিবা প্রয়োজন।
ফুলে ফুলে মিছামিছি কেন পর্য্যটন॥
বলে বিধি এই বিধি আছে জগন্ময়।
স্বার্থ বিনা এ জগত ব্যর্থ সমুদয়॥
তাহার আহার মধু রাখিলেন ফুলে।
খাদ্য হেতু বাধ্য হ'য়ে যাবে অলিকুলে॥
অলি বলে যাব চলে তার মধু খাই।
পুং রেণু অন্বেষণে প্রয়োজন নাই॥
পদেতে কণ্টক মত বিভু দিল কল।
লাগি পায় চ'লে যায় রেণুকা সকল॥
উদর পূরিল মধু খাইল প্রচুর।
ফুল রেণু ফুলে দিয়ে কিবা বাহাদুর॥
মানব সমাজে তার সব বিপরীত।
তবু বুদ্ধিমান ব'লে সদর্পে গর্ব্বিত॥
অর্থ বা সামর্থ কভু পরমার্থ দিয়ে।
পুং রেণু প্রদানে নর রিপুবাধ্য হয়ে॥
বিধির এ বিধি দেখে কিবা মনে হয়।
বিচিত্র বিধান বিধির কি চাতুর্য্যময়॥

ভ্রমর চতুর কিবা নর বুদ্ধিমান।
আমি বলি ভ্রমর সে চতুর প্রধান॥
যদিও মানব বটে বুদ্ধির সাগর।
রিপু বশে বুদ্ধিহারা কামের কিঙ্কর॥
জঘন্য নগণ্য ঘৃণ্য যত পশুগণ।
ঋতু বিনা নাহি হয় নারী সংমিলন॥
গর্ভিনী গমন নাহি করে পশুগণ।
বুদ্ধিমান মানবে তা মানেনা কখন॥
চক্ষেতে অঙ্গুলি দিয়ে লিখে শাস্ত্রকার।
ঋতু ব্যর্থ পুত্র কন্যা জন্মে কুলাঙ্গার॥
অকালে প্রসূতি মরে শিশু যায় মরি।
জন্মদাতার কর্ম্ম দেখে যাই বলিহারি॥
অশাস্ত্র ঋতুর ফলে বিষময় ফল।
পিতামাতার প্রতি বর্ষে বাক্য হলাহল॥
দশমাস গুদাম ভাড়া পাইবেন মাতা।
উচিত বিচারে কিছু না পাবেন পিতা॥
শুনিয়া কঠোর বাণী জনক জননী।
কলিকাল ঘাড়ে দোষ চাপেন অমনি॥
ক্ষেমেশে বলেন আমি জানি পূর্ব্বাপরে।
নিজ দোষে মরি কিন্তু দোষ দিব পরে॥
রোপিলা কুচিলা ফল আপনার হাতে।
লভিতে আঙ্গুর ফল চাও কোন্ মতে॥

নিজেতে যাইয়া কোর্টে মামলাটী হারে।
ঘরেতে আসিয়া রাগে গৃহিণী প্রহারে॥
তর্কের ক্রটীতে হারে উকীল মহত।
মক্কেলের ঘাড়ে দোষ চাপে শত শত॥
নাহিক উচিত সাক্ষী দলিল অভাবে।
হারিলা মামলা তোমার মৌখিক জবাবে॥
হাকিম নিতান্ত বোকা বিচারক নয়।
আপীল করহ ফল পাইবে নিশ্চয়॥
দেখানু নজির কত আইন অগণন।
শুনিয়া শুনে না কাণে অরণ্যে রোদন॥
হাইকোর্ট জজ নহে এমন বাতুল।
কাণটিপে ডিক্রি দিবে নাই তার ভুল॥
মক্কেল করিল খোদ দোষ বিচারকে।
জগত রহস্য ইহা বুঝাইব কা'কে॥
নিরপেক্ষ বিচারক ধর্ম্ম অবতার।
একে বলে ধন্য অন্য বলে ঝাড়ু মার॥
বারাঙ্গনা পদ সেবি ক্ষতাঙ্গ যখনে।
ধরম নিন্দিয়া থাকি মরমবেদনে॥
নিজ দোষ নিজে কভু দেখিনা নয়নে।
স্বভাব স্হজিলা বিধি বিচিত্র বিধানে॥
পিতা যেন পুত্রের মঙ্গল নাহি চায়।
পুত্রও পিতাকে বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ দেখায়॥

শ্রাদ্ধাদি করিতে যদি পুরোহিতে কয় ।
বিটলামি কৈরনা হে ঠাকুর মহাশয় ॥
উপবাসে পিত্ত হ'য়ে পড়ি রয় ঘরে ।
ভিজিটের টাকা কেন দিবগো ডাক্তারে ॥
তব হাতে দিলে যদি বাবা পেতে পারে ।
পিণ্ড সহ তোমা পাঠাইব যমপুরে ॥
জলেতে না করি কভু পিতৃ পিণ্ডদান ।
আমি ত তেমন নহি অকৃত সন্তান ॥
হায়রে ভার্গব গর্গ ব্যাস তপোধন ।
পরহিতে রত গত কৈ'ল এ জীবন ॥
অর্থ কি স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন ।
তবু তোমাদের নিন্দা করি দিন দিন ॥
শিবের প্রণীত গ্রন্থ কত তন্ত্রসার ।
তবুও তাঙ্গরা শিব নিন্দি অনিবার ॥
বিজ্ঞান জ্ঞানেতে গুরু যিনি বর্ত্তমান ।
ঋষির কাছেতে নহে কেশাগ্র সমান ॥
গ্রহ আবিষ্কারে যিনি উপাধি ভূষণ ।
লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে তাহা লিখে মুনিগণ ॥
ঋষির প্রণীত বাক্য কে শুনিবে কাণে ।
যতদিন ভিন্ন জাতির মুখে নাহি শুনে ॥
ডার্টি রিভার গঙ্গা কহে কত জন ।
সাহেবে সুখ্যাতি করে বিশ্বাস এমন ॥

মহামূল্য নিধি বিধি রেখেছে ভারতে।
শেষ তার হইতে না পারে কোন মতে ॥
বৈদ্যনাথে শুনিয়াছি গুরু পঞ্চানন।
গুরু মানি মন্ত্র শুনি আসে কত জন।
ঋষির অনন্ত শাস্ত্র রতন ভাণ্ডার।
অলকট্ হইল গুরু একি চমৎকার।
হায়রে সোণার দিন হইয়াছে গত।
অজ্ঞান জলধি জলে ডুবায়ে ভারত ॥
লেখিলাম ক'টী কথা মনের আবেগে
পাঠক করুন ক্ষমা যদি রাগ লাগে ॥
আর এক অপরূপ বিধি বিধাতার।
সহিতে না পারে বিভু দর্প অহঙ্কার ॥
মানবে দেখাতে গেলে দোষ হবে বলে।
কিঞ্চিৎ লিখিতে চাই রূপকের ছলে ॥
সাগরের লোণা জল সাগরেতে রয়।
সূর্য্য আকর্ষণে পুনঃ বাষ্পাকার হয় ॥
উপরে উঠিলে হয় মেঘের সৃজন।
তখন দেখেন ধরা সরার মতন ॥
তপন প্রসাদে উর্দ্ধে গমন যাহার।
ঢাকিয়া সে দিনমণি কত অহঙ্কার ॥
নিরীক্ষণ করি নীচে পৃথিবীর তলে।
হাসিয়া বিদ্রূপ করে বিদ্যুতের ছলে ॥

কালেতে বালিকা বধূ কালেতে শাশুড়ী।
তেনা গায়ে বেনারসী সকলি পাসরি ॥
কালেতে জীবনে করে জীবন প্রদান।
কালে মাথে বজ্রাঘাতে বধ করে প্রাণ ॥
কালেতে চালিতা বিকে কাটায় জীবন।
কালেতে জিজ্ঞাসা করে চালিতা কেমন ॥
পূর্ব্ব শোচনীয় দশা সব ভুলে যায়।
তর্জ্জন গর্জ্জন করি ধরণী কাঁপায় ॥
বিধাতা সহিতে নারে এত অহঙ্কার।
দর্পহারি দয়াময় উপরে সবার ॥
কি চক্র ঘুরাণ করে সেই চক্রধর।
শত্রু মিত্র নহে মাত্র ন্যায়ের ঈশ্বর ॥
বৃষ্টিরূপে বিন্দু বিন্দু ধরণীতে পড়ি।
খিলে বিলে খালে নালে যায় গড়াগড়ি ॥
তখন নদীকে বলে সবিনয় ভাই।
সাগরে জ্ঞাতির সনে দেওগো মিশাই ॥
বিনয়ে হইয়া বশ যত নদীগণ।
ধীরে ধীরে করে নিয়ে সাগরে অর্পণ ॥
সাগরে দেখিল গেছে মান অভিমান।
জলে জলে কোল দিল সাগর প্রধান ॥
সিন্ধু বলে উর্দ্ধে গেলে লবণও ঘুচে।
অহমিকা দোষে কিন্তু প'ড়ে গেলে নীচে ॥

ক্ষেমেশের সকাতরে এই নিবেদন।
সুখে মত্ত আত্মহারা হ'ওনা কখন ॥
দর্শকে নর্ত্তকী দেখাইয়া নানা নাচ।
বিশ্রাম কারণে যেন বসে সভা মাঝ॥
প্রকৃতি সেরূপ নৃত্য করি অবিরাম॥
প্রলয়ের রূপ যেন প্রকৃতি বিশ্রাম।
যে দেখে প্রকৃতি খেলা দু নয়ন ভরি।
প্রত্যেক বস্তুতে দেখি নৃত্যের মাধুরী॥
দেখিনু জন্মিল মশা মল কুপ ধারে।
অঙ্গে বসি রক্ত পান কে শিখাল তারে॥
গায়েতে বসিয়া মশা পায় করি ভর।
চাপিয়া বসায় হুল পুরায় উদর॥
শোণিতে উদর যবে রক্তবর্ণ হয়।
আনন্দে উড়িয়া যান মশা মহাশয়॥
যে হুলে স্থজিল বিধি মাতঙ্গের দল।
সে হুলে সাজাল বিভু মশক সকল॥
শার্দ্দুল রাখিল বিধি গহন কাননে।
ভীষণ মুরতি সদা বধে মৃগগণে॥
বিড়াল করয়ে বাস গৃহীদের ঘরে।
নিতান্ত নিরীহ সদা মিউ মিউ করে॥
শার্দ্দুলের মুখে আর বিড়ালের মুখ।
একই মতন বিধির কেমন কৌতুক॥

শুক্র হ'তে জন্ম হয় সন্তান সন্ততি।
ঘর্ম্ম হ'তে জন্ম হয় ছার পোকা জাতি ॥
শুক্রজাত সন্তানেরে কেন কোলে করি।
ঘর্ম্মজাত ছারপোকা কেন পেলে মারি ॥
আমার অঙ্গেতে হ'ল জনম উভয়।
এক হ'ল মিত্র অন্য কেন শত্রু হয় ॥
শুক্রজাত সুতে যদি না পায় আহার।
জীবন সঙ্কটাপন্ন রক্ষা নাই আর ॥
ঘর্ম্মজাত কীটে যেন দয়া বিধাতার।
মরে না ছয় মাস যদি থাকে অনাহার ॥
মস্তকে উকুন পেটে কৃমি রূপ হয়ে।
আছেন তমাদি কাল পরিবার লয়ে।
চসি পোকা বাস করে চর্ম্মেতে আমার।
শ্বাস পথে কত কীট ঘুরে অনিবার ॥
না জানি কতই প্রাণি আমার শরীরে।
কি জানি কোথায় কিবা বিশ্ব চরাচরে ॥
হইল সুষুম্না বন্ধ প্রসবের কালে।
আবৃত বাহির চক্ষু অবিদ্যার জালে ॥
নয়নে সকল দেখি না দেখি নয়ন।
এমন নয়নে মম কিবা প্রয়োজন ॥
মুদিত অন্তর চক্ষু ফুরাইল আশা।
বাজিকরে বাজি দেখে মিটে কি পিপাসা ॥

অসুরের হাড় দিয়ে যেন বাজিকর।
ডিম্ব আদি সোণা রূপা দেখায় তার পর॥
সেমত জড়িত নিত্য অবিদ্যার ফাঁদ।
যেমনে তেতুল দেখি অষ্টমীর চাঁদ॥
যে অর্থ জগতে মাত্র অনর্থ কারণ।
যেই পুত্র কন্যা হ'তে ভবের বন্ধন॥
মৃত্যুকালে ইষ্ট চিন্তা না করিয়া মনে।
পুত্র কন্যা প্রতি চাই সজল নয়নে॥
নাহিক কিনারা কুল কোথা যাই ভেসে।
এ রহস্য দেখে হাস্য সম্বরিব কিসে॥
দেখহ অনল শিখা কেমন সুন্দর।
আলোকে পুলক মন অতি মনোহর॥
ফুৎকার মাত্রেতে দীপ অমনি নির্ব্বাণ।
কোথা গেল সে আলোক পাইনা সন্ধান॥
সমীরণ সূক্ষ্ম বটে ধরা অতি দায়।
তাহা হ'তে ব্যোম সূক্ষ্ম ধরা নাহি যায়॥
তাহা হ'তে কোটী গুণ সূক্ষ্ম এই মন।
দয়ালের দয়া বিনা হয় কি বন্ধন॥
তাহা হ'তে আর সূক্ষ্ম এই আত্মা খানি।
কোথা গেল কি হইল কিসে অনুমানি॥
অনেকে লিখেছে মাত্র অনুমান করি।
ব্রহ্মের স্বরূপ তত্ত্ব অনন্ত লহরী॥

তিনি বুঝিবেন যিনি পেয়েছে নির্ব্বাণ।
সাগর তরিলে তরী কে করে সন্ধান॥
দেহ অভ্যন্তরে আছে কি কৌশল তাঁর।
যোগীর অগম্য তাহা বুঝে সাধ্য কার॥
বৃহস্পতি সুত ছিল চার্ব্বাক সুধীর।
সৃষ্টি কার্য্যে স্রষ্টা শূন্য করিলেন স্থির।
আপনা আপনি সৃষ্টি এই ত্রিভুবন।
অণুর সংযোগ আর বিয়োগ কারণ॥
আমি বলি এককথা বলিলেই সারে।
ব্রহ্ম নিরূপণ শক্তি নাহি দিল কারে॥
মার্কণ্ড লোমশ ছিল আয়ু অগণন।
আর ছিল দিবা রাত্র ধ্যানেতে মগন॥
তথাপি অসক্ত হ'ল ব্রহ্ম নিরূপণে।
ব্রহ্মের সাধনা সাধ্য বুঝিব কেমনে॥
অসাধ্য জানিয়া কিন্তু নাস্তিক হইতে।
সুবুদ্ধি বলিয়া কিন্তু নাহি লয় চিতে॥
দূরে থাকি শুনি যদি বীণা যন্ত্র ধ্বনি।
বাদকের রূপ আমি কিসে অনুমানি॥
অপূর্ব্ব সৃষ্টির কার্য্য দেখিয়া নয়নে।
স্রষ্টার স্বরূপ আমি জানিব কেমনে॥
বায়ুকে দেখিতে নারি আপন নয়নে।
নির্ব্বাত পৃথিবী ব'লে ভাবিব কি মনে॥

ভূমিষ্ট হইয়া শিশুর রোদন আমনি।
ওঁ কারের অপভ্রংশ ওঁয়া ওঁয়া ধ্বনি॥
জরায়ু মধ্যেতে ছিনু সোহং হইয়া।
অহং হইনু এবে ধরা পরশিয়া॥
অন্তর চক্ষেতে ছিনু ব্রহ্ম নিরীক্ষণে॥
বাহির চক্ষেতে হেরি ধন পরিজনে।
ঊর্দ্ধ পাদ অধোমুখে পিনু ব্রহ্ম রস।
অধোপাদ ঊর্দ্ধমুখে বৈভবের বশ॥
জঠরেতে ছিনু পরমার্থ আকিঞ্চনে।
ভবেতে ভুলিয়া থাকি কামিনী কাঞ্চনে॥
শ্লেষ্মাতে জড়িত যবে নাসিকা বদন।
অজপা জপিতেছিনু মুদিয়া নয়ন॥
শ্লেষ্মা বিদূরিত প্রকাশিত মুখ খান।
ভূলিনু অজপা এবে ভোজন প্রধান॥
চোখে চাই মুখে খাই হাতে বলি ধরি।
খেপা কুকুরের মত ঘুরে ঘুরে মরি॥

সমাজ রহস্য।

বধূ-লীলা।

অন্য বংশে জন্ম দূরদেশে বাস যার।
আসি হাসি বসে বধূ গৃহের মাঝার॥
আজন্ম প্রাণের তুল্য জনক জননী।
অপর স্নেহের ভ্রাতা স্নেহের ভগিনী॥
সকল করিয়া দূর পতি রঙ্গ সার।
ধিক্‌রে গৃহস্থাশ্রম ধিক্ শতবার॥
সুশীল সুধীর পুত্র যদি গুণাধার।
ছয়মাসে করে ভেড়া বধূ মা আমার॥
মোহিনী মন্ত্রেতে বধূ মোহ করে হিয়া।
ভালুক নাচায় যেন নাকে রশি দিয়া॥
মাকড় জালেতে বান্ধে হস্তী বলবান।
সমাজ রহস্যে এই রহস্য প্রধান॥

সমাজ-রহস্য।

সমাজের দ্বন্দ্ব হ'লে মন্দ গালা গালি।
কার ভাগ্যে লুচি মণ্ডা কারে দেন তুলি॥
এক পিতৃ জাত ভাই এক অন্ন খাই।
সমাজেতে দুটী পাতা চক্ষু লজ্জা নাই॥
সমাজেতে নেতা বাবু বস্ত্র বাঁধি মাথে।

কাণে কাণে ফুসাফুসি যেয়ে পাতে পাতে ॥
ভাবে বুঝি এই কুঁজী কেকৈয়ী মন্ত্রণা।
কাহারে উঠাইয়ে দিবে নাহি যায় জানা ॥
আমরা নিলজ্জ জাতি অতি নীচাশয়।
সমাজের রঙ্গে পরি মনভঙ্গ হয় ॥
এ অনর্থ সর্ব্বস্বান্ত হয় কত জন।
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ক্রমে খাণ্ডব দাহন ॥
পাতা নিয়ে হাতাহাতি হিংসারূপ বিষে।
সমাজ রহস্য হেরি হাস্য রাখি কিসে ॥

গৃহ-বিচ্ছেদ।

দুই ভ্রাতা দ্বন্দ্ব যদি লাগে কোন কালে।
গন্ধ পেয়ে মন্দ লোক জুটে পালে পালে ॥
আপনা আপনি কভু না হইবে ভিন।
যে না বুঝে এই কথা সেই অর্ব্বাচীন ॥
মিত্রতার ছলে করে শক্রতা সাধন।
বুঝিতে পারে না ভাই অজ্ঞানী যে জন ॥
যেন কংসে উপদেশ দিলেন নারদ।
দৈবকীর সর্ব্ব পুত্র করে তুমি বধ ॥
না হলে পাপের ভার না ডুবে তরণী।
মিত্র ছলে শত্রু কার্য্য সাধে মহামুনি ॥
ঘরেতে নাহিক অন্ন তাও বরং সুখ।
দুই ভ্রাতার বিরোধেতে দেখিব কৌতুক ॥

এমন জঘন্য ঘৃণ্য আছয়ে ধরায়।
সমাজ রহস্য আর কারে বলা যায়॥

ব্যভিচার-লীলা।

নিজ নারী ব্যভিচার যদি বুঝা যায়।
কোটী বজ্রাঘাত পড়ে আপন মাথায়॥
নিজে পরদার কিন্তু করি বার বার।
নারী হৃদে কি বেদনা বুঝ একবার॥
এমন পাষণ্ড ষণ্ডা আছে যেইজন।
সমাজ রহস্য মাঝে সেও একজন॥
মনের আগুনে মন পুড়ে ভস্ম ছাই।
নীরবে সহেন মুখে টু শব্দটী নাই॥

শ্মশান-রহস্য।

বহন করিয়া শব নিয়েছে শ্মশানে।
জ্বালাইনু দেহ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে॥
যার লাগি চুরি ধারি করিনু সকল।
সে মুখে জ্বালিয়া দিল জ্বলন্ত অনল॥
কলিকা ফেলিয়া দিল মূল্য অতি কম।
হুকাটী ফেলিতে হয় সঙ্কট বিষম॥
কোদালীর ডাঁট গোটা ফেল দিল খুলে।
দাও ডাঁট কাটা কষ্ট না ফেলিলে চলে॥
পুরাতন ভাঙ্গা পীড়ি করেন তালাস।

যে গাছে না ফলে আম কাট সেই গাছ॥
ঘরে আসি নিম খায় লৌহ দেন দাঁতে।
যেন কভু নাহি যায় শমনের হাতে॥
ঘরকোণে দিল ছাই কাঁটা দিল দ্বারে।
ঝাড়ু মার পিছা মার বলে বারে বারে॥
যার লাগি চুরি করি সেই বলে চোর;
তবুও জ্ঞানের আঁখি না খুলিল মোর॥
অনন্ত অনন্ত মৃত দেখি এ নয়নে।
আপন মরণ চিন্তা নাহি আসে মনে॥
কত কাল বাঁচিব নাচিব রঙ্গ রসে।
সমাজ রহস্য হাস্য সম্বরিব কিসে॥

মিথ্যা সাক্ষী-রহস্য।

মিথ্যা সাক্ষী দিয়া টাকা করিব রোজগার;
দধি মৎস্য হংস ডিম্ কিনি একভার॥
ঘরে আসি দেখি নাই তণ্ডুলের কণা।
সমাজ রহস্য মাঝে সেও একজনা॥

দুর্লোভ।

পাঁঠাকে করিব খাসী দুর্লোভ এমন।
জীবনের তরে রতি সুখ বিসর্জ্জন।
কোমল হইবে মাংস খেতে হবে সুখ।
সমাজ রহস্য লোভ অদ্ভুত কৌতুক॥

স্বার্থপরতা।

নিজে রোগে শয্যাগত হই কোন কালে।
দেখিতে না আসে যদি আত্মীয় সকলে॥
রাগে গর গর জর জর কলেবর।
দেখিতে না এল মোরে অসভ্য বর্ব্বর॥
তাদের বিপদ বার্ত্তা যদি আমি পাই।
লেপে মুড়া দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাই॥
এমন মানব আমি দেখেছি বিস্তর।
একি নয় সমাজে রহস্য মনোহর॥

দলাদলী।

দেশে যদি কভু কার মাতা পিতা মরে।
উত্তরী বসন যদি পড়ে তার ঘাড়ে॥
সকলে বুঝিল বেটা পরিয়াছে দায়।
খাবনা তাহার বাড়ী না ধরিলে পায়॥
কেহবা লণ্ঠণ নিয়ে ঘুরে ঠাঁই ঠাঁই।
সমাজের জ্বালাতনে ক্ষিধা নিদ্রা নাই॥
ছ মাসে ন মাসে কোথা ধুইয়ে থাকি পাত।
মনের মালিন্য কত, কতই উৎপাত॥
দারুণ সমাজ জ্বালা জ্বালাইল দেশ।
সমাজ রহস্যে ইহা অঙ্গই বিশেষ॥

ভণ্ড ধার্ম্মিক।

যখন দেখিব ভেক ভুজঙ্গের গ্রাসে।
পরহিংসা দেখি মনে ধর্ম্মভাব আসে॥

সাপেরে বধিয়া এবে ভেকেরে বাঁচাই।
নিজের বেলায় কিন্তু সে বিচার নাই॥
যবে আমি দেখি মৎস্য সহ পোনা ঝাঁক।
মৎস্য ধর পোনা মার ঘন ছাড়ি ডাক॥
সাপের বেলায় আমার ধর্ম্ম বলবান।
নিজের বেলায় আমি নিষ্ঠুর প্রধান॥
যেমন পাষণ্ড আমি ভণ্ড দুরাচার।
সমাজ রহস্য ভিন্ন কি বলিব আর॥

রাক্ষসী মায়া।

পুকুরেতে বড় জাল যদি দেওয়া যায়।
ছোট রকমের মৎস্য যদি পড়ে তায়॥
না মার না মার বলি কর্ত্তা ডাকি কয়।
ছোট মাছ মারিতে যে মনে কষ্ট হয়॥
না হবে প্রচুর খণ্ড না হইবে স্বাদ।
তাতেই মায়ার ঢেউ মনের বিষাদ॥
কেমন রাক্ষসী মায়া বলিহারি যাই।
সমাজ রহস্য ভিন্ন কি বলিব ছাই॥

নিষ্ঠুরতা।

হংসটী কাটিয়া যবে জল মধ্যে ফেলি।
আনন্দ বিভোরে নাচি দিয়া করতালি॥
প্রাণের জ্বালায় জ্বলে করে ধর ফড়।

আমি বুঝি খেলিতেছে কেমন সুন্দর॥
হংস বাণবিদ্ধ দেখে বুদ্ধ তপোধন।
ত্যজিল প্রাণের গোপা রত্ন সিংহাসন॥
বুদ্ধেতে আমাতে দেখ নাহি কিছু ভেদ।
দেহ একমত বটে মনের প্রভেদ॥
দেখিয়া বুঝিতে নারি পরের বেদন।
সমাজ রহস্যে আমি নিঠুর কেমন॥

দুর্দ্দান্ত ভৃত্য।

কল্য একাদশী হবে অন্ন না পাইয়া।
অদ্য নিমন্ত্রণ দিব আমোদ করিয়া॥
বাজারের পয়সা চুরি বাসার চাকরি।
নারীর পৈরণে শোভে পাছা পাইর সারি॥
এমন দুরন্ত ভৃত্য আছে বর্ত্তমান।
সমাজ রহস্য মাঝে সেও পায় স্থান॥

পরনিন্দা।

দল বল লয়ে যবে বৈঠকেতে রৈ।
আলাপে প্রলাপে যেন মুখে ফুটে খৈ॥
কার বধু ব্বিচারিণী কেবা ব্যভিচার।
পর কুৎসা পর নিন্দা বাক্য নাহি আর॥
দুই জনেতে মোকদ্দমা বাঁধাই কেমনে।
ইষ্ট চিন্তা পরিহরি সেই চিন্তা মনে॥

শিয়রে শমন আছে যমদণ্ড হাতে।
সমাজ রহস্য তাহা বুঝিব কি মতে॥

কৃতঘ্নতা।

যদিবা সুমিষ্ট ক্ষীর দিব বিষধরে।
ক্ষীর বিনিময়ে সাপ গরল উগরে॥
দুর্ম্মতি পাষণ্ড ষণ্ড সর্প ব্যবহার।
উপকার বিনিময়ে অশনি প্রহার॥
এমন দুর্ম্মতি দুষ্ট পাপী দুরাচার।
সমাজ রহস্য বিনা কি বলিব আর॥

পরশ্রী কাতরতা।

সোণার থালাতে আমি পরমান্ন খাই।
অপরে খাইলে শুনি শিরে উঠে বাই॥
যার সঙ্গে বাদ হয় তার পরাজয়।
হিংসুকের ইচ্ছা বাদী বিবাদীর ক্ষয়॥
শুনি যদি অপরের হয়েছে চাকরি।
মুখেতে কৃত্রিম হাসি মনে কষ্ট ভারি॥
দেখিয়া পরের স্ত্রী সদাই কাতর।
হিংসারূপ চিন্তানলে দহে কলেবর॥
নিজে মনকষ্টে মরি তাহে দুঃখ নাই।
সমাজ রহস্য বিনা কি বলিব ভাই॥

নিন্দাবাদ।

কাতাল রোহিত নামে ত মৎস্য দ্বিপ্রকার।
রোহিত বাঁচাতে জানে প্রাণ আপনার॥

কাতাল সরল বটে বোকা অতিশয়।
ধরিতে মারিতে তারে কষ্ট নাহি হয়॥
রোহিত বলিষ্ঠ অতি আর বুদ্ধিমান।
কাঁদায় লুকায়ে থাকে বাঁচাইতে প্রাণ॥
রোহিত মাছ দুষ্ট বলি নিন্দা সর্ব্বক্ষণ।
কাতাল সহজে ধরি প্রশংসা ভাজন॥
এই নিন্দা প্রশংসার মূল্য কিহে বল।
ইহাও যে সমাজের রহস্য কেবল॥

চাটুকার।

একমত লোক আছে অতি চাটুকার।
সভাতে বসিয়া আছে নিকটে কর্ত্তার॥
মাহেন্দ্র ক্ষণেতে জন্ম নামে সুপ্রভাত।
কলিকাতা জুড়ি নাম গিয়াছে বিলাত॥
শুনি তব নামের বহুল জয়ধ্বনি।
সভা মজলিসে মাত্র তব জয়ধ্বনি॥
কর্ত্তার থাকেন যদি বিপক্ষেয় দল।
তারে নিন্দা কৈলে কর্ত্তার বাড়ে কৌতুহল॥
প্রস্রাবের পীড়া কভু হইলে কর্ত্তার।
প্রস্রাবের কার্য্য সারে স্বয়ং চাটুকার॥
যবে দেখেন কর্ত্তা বাবু ভাবে গেছেন গলে।
কাণ ভরে শুনে হাতের পাশা দেন ফেলে॥
অর্থ পেয়ে স্বার্থসিদ্ধি যবে তার হয়।
মনে মনে বোকা বলে কি রহস্য ময়।

বর্ত্তমান অবক্কিত রহস্য।

হিন্দুর হিতৈষী পুরোহিত অবক্কিত।
অবক্কিতে করা চাই সর্ব্বমতে হিত॥
বিষ্ণু পূজা করা চাই সাক্ষী দিবে আর।
শিশুরে পারাবে ঘুম করিবে বাজার॥
মাথায় করিয়া বোঝা ঘরে দিবে আনি।
পাচক দরকারে পাক করিবেন তিনি॥
কভুও কলহ হলে যাবে মম সাথে।
দাঙ্গাও করিতে হবে লাঠি নিয়ে হাতে॥
কোন খানে যেতে খেতে মম আজ্ঞা চাই।
নতুবা এমন দ্বিজে কোন কাজ নাই॥
বেতনের ভৃত্য বটে পূজক ঠাকুর।
মন মত না হইলে করিব হে দূর॥
যারে রাখি শালেগ্রামে শিরে দিতে জল।
তারে দিয়া মিথ্যা সাক্ষী হায় কর্ম্ম ফল॥
যেন নিজ ভার্য্যা নিজে করে দ্বিচারিণী।
এমন অদ্ভুত কথা কোথাও না শুনি॥
যে জাতি মারিল লাথি শ্রীপতির গায়।
সে জাতি লাঞ্ছিত অতি কলি তাড়নায়॥
হায়রে কালের ধর্ম্ম কালে যাহা করে।
কালের কাল মহাকালে নিবারিতে নারে॥
দয়া ধর্ম্ম চক্ষু লজ্জা সৌজন্যতা আর।

কালের প্রভাবে ক্রমে অভাব সবার॥
ভ্রাতা ভ্রাতা পাশা খেলা রঙ্গ পরিহাস।
মধ্যে মধ্যে ইয়ার্কিও একি সর্ব্বনাশ॥
মাকে ডাকে হারামজাদি সহোদরে শালা।
মাগি যদি হাগি দেন, তবু কণ্ঠমালা॥
স্বচক্ষে না দেখি কভু না লেখি কলমে।
প্রকাশ করিনু ব্যথা পাইয়া মরমে॥
আমি সমাজের যেন ঘুর্ণ কীট প্রায়।
তিরস্কার কণ্ঠহার পড়িনু গলায়॥

বলি রহস্য।

পুত্রের মঙ্গল আর স্বর্গের কামনা।
বলিদান করি থাকি আনি ছাগ ছানা॥
আমার পাঁঠার বটে একই জননী।
মায়েতে সন্তান খায় কোথাও না শুনি।
মাংসের দুর্লোভ যদি হয়ে থাকে মার।
হাটে ঘাটে মাঠে পাঁঠা সকলি তাঁহার॥
তনয় শোণিত পান মার অভিলাষ।
কবে বিদূরিত হবে এ ভ্রম বিশ্বাস॥
বুঝিয়া পাঁঠার সংখ্যা ঝাল বাটা সারি।
নাহতে মায়ের পূজা নিমন্ত্রণ করি॥
মাকে দিব শৃঙ্গদন্ত অস্থি পূর্ণ শির।

নিজেতে খাইব মাংস কলিজা রুধির ॥
পাঠা বলি হতে পারে শাস্ত্রের বিধান।
তামস পূজাতে রত লোভ বলিদান।
এই কি নির্ম্মল ভক্তি শক্তি আঁরাধন।
সমাজ রহস্য মাত্র উদর পোষণ ॥

জামাতা রহস্য।

প্রকৃত যাহায় কোন সন্ধ্যা মন্ত্র নাই।
শ্বাশুরের বাড়ী যদি গেলেন জামাই ॥
কোশাকুশী চায় আর তাম্রকুণ্ডে জল।
কুশীর ঠনঠনি যেন শুনেন সকল ॥
গুরুতে দেনাই মন্ত্র কোম্ মন্ত্র পড়ি।
টপ্ টপ্ টপ্ টপ্ করে কর ধরি ॥
তন্ত্র মন্ত্র নাই কিন্তু হাতে বেল পাত।
ববম্ ববম্ বম্ গাল বাদ্য ঠাট্ ॥
কোন নারী উকি মারি চাহে জামাই পানে।
কৃত্রিম আহ্নিকে রত মুদিত নয়নে ॥
ঈশ্বরে নাহিক ভয় যে ভয় মানবে।
সমাজ রহস্য দূর হইবেক কবে ॥

বাল্য বিবাহ পরিণাম।

স্ত্রী পুরুষের দুই জনে হতেছে বিবাদ।
পুত্রের শিরের মুকুট দেখিবারে সাধ ॥

বিবাহের কাল কিনা কে করে বিচার।
বধূর শ্বাশুড়ী হব দুঃখ কিসে আর ॥
আনিলেক পাত্রী এক দিল পুত্র হাতে।
মাতা আনি দিল বিষ পুত্র হাতে হাতে ॥
বালকে না জানে কিন্তু অস্ত্র ব্যবহার।
আপনি কুঠার মারে পদে আপনার ॥
অগ্নির নিকটে যদি ঘৃত ভাণ্ড রয়।
আপনি গলয়ে ঘৃত নাহিক সংশয় ॥
পৌত্রাদি জন্মিলে মার পূরে অভিলাষ।
ক্ষীণ শুক্র হৈল পুত্র চিতার পিতাস্ ॥
বেঙ্গাচির মত হৈল মাথা গোটা বড়।
রশি মত হস্তপদ ক্ষীণ কলেবর ॥
বিবাহ হইল নাই অন্নের সংস্থান।
কভু জন্মে এক কভু যমজ সন্তান ॥
হাঁসের বাচ্চার মত পূর্ণ হৈল ঘর।
জানেনা কি দিয়া তাদের পুরাবে উদর ॥
অন্ন দে মা অন্ন দে মা কাঁদিয়া বিকল।
কভু অন্ন কভু দে মা পান্থা ভাতের জল ॥
প্রায় দরিদ্রের ঘরে এই ব্যবহার।
কবে আঁখি খুলিবেক বঙ্গ মহিলার ॥
আপনি ফুটিলে ফুল গন্ধ মনোহর।
বলেতে কলিক ফুটে দুগন্ধ বিস্তর ॥

বন্দুকে বারুদ পুর আর পুর গুলি।
ছুড়িলে বারুদ নষ্ট নতু নষ্ট নলি।
তাতেই জন্মিল মেহ বিংশতি প্রকার।
বাঁশেতে ধরিল ঘুণ রক্ষা নাহি আর॥
জাগ্রতে করেন কেলি দেখেন স্বপনে।
শত শত বাধা যাহা দিয়াছে নিদানে॥
তাকেওত স্বপ্নদোষ আয়ুর্ব্বেদে কয়।
জীবিত হলেও তবু মৃত বৈ নয়॥
আপত্তি নাহিক মম বাল্য পরিণয়।
যৌবনের পূর্ব্বে যেন সংযোগ না হয়॥
অদ্যাপিও রীতি নীতি আছে হিন্দুস্থানে।
সংস্কার পরে আসে পতির ভবনে॥
মাতা পিতার ভ্রমজাত দোষ সমুদয়।
সমাজ রহস্য হেরি বিদরে হৃদয়॥

কালধর্ম্ম মাহাত্ম্য।

স্থির ধীর সরল সে কমল আসন।
সরল তাহার কার্য্য সৃষ্টি উৎপাদন॥
সরল গরল কণ্ঠ সদা শিব হর।
সংহার কার্য্যেতে রত ভোলা মহেশ্বর॥
শাসন পালন কার্য্য আছে যে জনার।
কেবল সরল হলে চলে না সংসার॥

তাতেইতো ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম নটবর ।
দেখ অভিমন্যু বধ কৌরব সমর ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া মোহ-স্বরূপিনী ।
তিনিও ত্রিভঙ্গ বাঁকা অবিদ্যা জননী ॥
রাবণ পূজিত দুর্গা জানে জগজ্জনে ।
তারে ছাড়ি কোলে করে কমল লোচনে ॥
ব্রহ্মার সৃজন কার্য্য অভাব সরল ।
তাতেই তাঁহার হস্ত নিরস্ত্র কেবল ॥
শিবের সংহার কার্য্য নাই তার ভুল ।
শিবের হাতেতে তাই ভীষণ ত্রিশূল ॥
শাসনে পালনে চক্র ঘুড়াইতে হয় ।
তাই চক্রধারী বিষ্ণু স্বয়ং বিশ্বময় ॥
দেখ আমাদের এই বৃটীশ ভূপতি ।
কৌশলে শাসন করে কত শত জাতি ॥
দেখিল কোথায় জ্বলে অশান্তির অনল ।
সম্রাট স্বয়ং আসি ঢালে শান্তি জল ॥
দেখে কোথা হইতেছে বল প্রয়োজন ।
পাঠায় বহুল গুর্খা শিখ সেনাগণ ॥
দেখিলে প্রজার কোথা বেড়েছে সাহস ।
দেখায়ে অগণ্য সৈন্য ভয়ে করে বশ ॥
কালধর্ম্মে সরল সারল্য ব্যবহার ।
জন্মাতে না পারে কভু সন্তোষ কাহার ॥

কপট কুহক বাক্য মিষ্ট আলাপন।
ধন্যবাদ লাভ কত, কত আলিঙ্গন॥
সরল হইলে তারে বোকা বলে জানি।
মর্ত্ত্য লোকে ধূর্ত্তলোক চতুর বাখানি॥
মুখের মাধুর্য্য আর রসনার বল।
হাতের ভঙ্গিমা আর কথার কৌশল॥
ফেলিতে পারিলে চক্ষের দুটী ফোটা জল।
মিথ্যারে করিতে সত্য প্রধান সম্বল॥
উকীল সরল হলে নাহি মিলে ভাত।
কপটী কৌশলী হ'লে নামে সুপ্রভাত॥
সরল অপেক্ষা দেখি কপটীর সুখ।
সমাজ রহস্য মাঝে ইহাও কৌতুক।
বিশেষতঃ কলিকাল বিষম ভীষণ।
ক্ষীরপান করাইলে বিষ উদ্গীরণ॥
হায়রে কালের ধর্ম্ম বুঝে উঠা ভার।
কোলে বসি দাড়ি টানে কাণ টানে আর॥
সুজনে সোহাগ করে সৌজন্যতা বাড়ে।
কুজনেতে কোলাকুলী হাড়ে প্রাণে মরে॥
এক সঙ্গে রঙ্গ করি এক পাতে খাই।
ক্ষণ পরে মিথ্যা সাক্ষী আদালতে যাই॥
কোথায় চক্ষুর লজ্জা কোথা ধর্ম্ম ভয়।
বল এই মাটী ফাটি দ্বিধা কেন নয়॥

প্রজাগণে দ্বন্দ্ব হ'লে প্রজা যদি হারে।
পিতা পুত্রে নাই দ্বন্দ্ব আসি পায়ে পরে ॥
প্রজা যদি জয় হয় আর কিরে ভয়।
খাজানাটী ডাক যোগে পাঠাইলে হয়।
খরচের জন্য যদি ক্রোক নিতে পারি।
তবে ত দেখিব তাঁর কেমন জমিদারী ॥
মোহরীর উচ্চ শির ঘার বাঁকি চায়।
বাহু লাড়ি তর্ক করি অঙ্গুষ্ঠ দেখায় ॥
বিশ্বাস করিয়া দিলে সর্ব্ব কার্য্য ভার ?
চুরির সুযোগ খোঁজে বেকা জমিদার ॥
দেখি বিদ্যা চড়াচড়ি বিদ্ব নেব দল।
বিশ্বাসী খুজিলে বিশ্বে কত মিলে বল ॥
চাকরের কভু যদি ব্যাখ্যা করা যায়।
বুঝে বাবু ঠিক যেন ঠেকিয়াছে দায় ॥
না হ'লে বেতন বৃদ্ধি না করিব কাজ।
বুঝিয়া উচিত আজ্ঞা দেয় মহারাজ ॥
সত্যযুগে ছিল বহু সত্যের আদর।
কলিকালে দেখি মিথ্যার জয় বরাবর ॥
বাস্তবিক মিথ্যার চাকচিক্য ক্ষণস্থায়ী।
বরফের মত গলে পরে কিছু নাই ॥
খেমটা নর্ত্তকীর যেন পোষাক বাহার।
রূপের মতন কিছু মুল্য নাই তার ॥

বাক্য কথনেতে চাই বুদ্ধি বিচক্ষণ।
অযথা কহিলে কথা হত মানী হন॥
বৃদ্ধ সনে বেশী কথা অমান্য লক্ষণ।
নীচ সনে মিশামিশি সমকক্ষ হন॥
উপরিস্থ জন সনে বহু আলাপনে।
খোশামুদি করি ব'লে বুঝিবেক মনে।
সমান বয়সে যদি বহু কথা কয়।
বৃথা কাল নষ্ট মনে ঘৃণা বোধ হয়॥
সত্য আর স্বল্প কথা নিত্য ব্যবহার।
কথায় ওজন বৃদ্ধি প্রাণায়াম আর॥
দেখেছি শিখেছি আমি ঠেকিয়াছি কত।
কবির কল্পনা নহে নহে শাস্ত্র মত॥
বৃদ্ধ হইলে বুদ্ধিহীন জরা আক্রমণে।
ক্ষেমেশে করুণ ক্ষমা দোষ দরশনে॥

শত্রু রহস্য।

পাঁচ মত শত্রু লোকের দেখি বিদ্যমান।
প্রথম প্রধান শত্রু আপন সন্তান॥
গান্ধারীর শত পুত্র কুন্তী পুত্র এক।
পুত্র শোক শেলে যার হৃদি বিদ্ধিলেক॥
দ্বিতীয় নরের শত্রু মোহ কাম আদি।
তৃতীয় অরাতি বটে দেহজাত ব্যাধি॥

নরের চতুর্থ শত্রু হিংস্র জন্তুগণ।
বিষয়ের বিঘ্নকারী অরাতি পঞ্চম ॥
দমিতে বিষয় শত্রু অনেকেই জানে।
হিংস্র জন্তু হাতে রক্ষা হয় সাবধানে ॥
তৃতীয় ব্যাধির ধ্বংশ ঔষধেতে হয়।
ষড়রিপু দমে যদি ধৈর্য্য আচরয় ॥
দমন হইবে শত্রু এ চারি প্রকার।
পুত্র রূপী মহা শত্রু নাই প্রতিকার ॥
সুপুত্র হইলে তার মরণে মরণ।
কুপুত্র হইলে তার জীবিতে মরণ ॥
এমন শত্রুকে তবু মিত্র মনে হয়।
অপূর্ব্ব মোহিনী মায়া কি রহস্যময় ॥

দ্বি-ভার্য্যা।

রসের বশেতে যার দ্বিভার্য্যা গ্রহণ।
কেহ কাঁচা কেহ পাকা কেশ উৎপাটন ॥
একজন ধনী ছিল অতি বুদ্ধিমান।
সিংহের বিক্রম সম সর্ব্বত্র সম্মান ॥
একের ঘরেতে যদি দেখেন অপর।
গর্জ্জন করিয়া উঠে যেন বিষধর ॥
ওঝারে দেখিয়া সাপে অবনত হন।
মেজেষ্ট্রেট্ দেখি খুনীর আসামী যেমন ॥

আন্দরে পশিবা মাত্র নাহি মুখে হাসি।
কভু ভাগ্যে পান্থা ভাত কভু একাদশী॥
চালিতা গিলিয়া ফেলি না বুঝি ওজন।
একেরে পুষিতে নারি পুষিব দুইজন॥
একেত চটক পক্ষী ক্ষুদ্র অতিশয়।
তাহারে করিলে ভাগ ভাগে কত হয়॥
কলা গাছে হাতী বাঁচে জানে সর্ব্বজন।
দুর্ব্বাঘাসে হাতী পোষে শুনেছ কখন?
হাজারের মধ্যে সুখ হতে পারে কার।
পূর্ব্ব জন্ম পুণ্যফলে শশী ভাগ্য যার॥
বয়সের দোষে ডুবে রসের সাগরে।
খেজুরের রসে যেন বোল্‌তা ডুবে মরে॥
শয়নে ভোজনে আলাপনে নাহি সুখ।
সমাজ রহস্য মাঝে অদ্ভুত কৌতুক॥

শেষ বয়সে পরিণয়।

দারপরিগ্রহ যদি পরিণত কালে।
মৎস্যটী পড়িল যেন ধীবরের জালে॥
সর্ব্বস্ব অর্পণ যদি কর তার হাতে।
তবু বলে কি সুখ পড়িয়া তব হাতে॥
শাড়ি দিলে ফাড়ি ফেলে মুখে ফুটে খৈ।
ধান বেচি পান খায় চুপ করে রৈ॥

কথায় কথায় যদি কভু বাড়াবাড়ি।
তবে বলে ছাড়ি দেও যাব বাপের বাড়ী।।
কপালে নাহিক সুখ ইচ্ছা বিধাতার।
শঙ্খ সিন্দুরেতে সুখ হবে কি আমার ॥
মৎস্য মাংস না খাইব না পড়িব সাড়ি।
এই যে পরম দুঃখ মরম বিদরি ॥
শ্লেষ্মা ও প্রস্রাবে সদা পূর্ণ পিক্‌দান।
দুই বেলা ধুইতে হয় এ সুখ সম্মান।।
মা বাপে বিবাহ নাহি দিল অন্য বরে।
জোঁকের মত ফেলি দিল এ সুখের তরে ॥
চিবাতে সুপারী শুষ্ক নাহি পারে দাঁতে।
পান গুড়া করি মোর কড়া পরে হাতে ॥
বাপে না দেখিল ঘর না দেখিল বর।
রূপার তীরেতে বুঝি ছেদিল পাথর ॥
হাত নাড়া নাক ঝাড়া নাকে কান্না আর।
শুনে অনুতাপে দহে হৃদয় আমার ॥
উভয়েতে হয় যদি সমান বয়স।
হাসির ফোয়ারা ছুটে ভাসি উঠে রস ॥
মনেতে মনেতে যদি নাহি হয় মিল।
আকাশের চন্দ্র দিলে নাহি সুখ তিল ॥
কৃত্রিম ভালবাসা আশা করা যায়।
অকৃত্রিম ভালবাসা দুর্ল্লভ ধরায় ॥

না বুঝি আপন শক্তি পরের কথায়।
সমাজ রহস্যে তাঁরে বোকা বলা যায়॥
দেখিয়াছি এক বৃদ্ধ অতি বুদ্ধিহীন।
জীর্ণ শীর্ণ দেহখানি বসন মলিন॥
কিন্তু তার শেষ পত্নী সোণার ললনা।
আহার হয় না পতির পদোদক বিনা॥
বিভুর অনন্ত শক্তি অক্ষয় ভাণ্ডার।
কভু কার বহু সুখ বহু ভাগ্য যার॥

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ রহস্য।

হায়রে গৌতম গর্গ ব্যাস তপোধন।
রাখিয়া গিয়াছ মাত্র শাস্ত্র অগণন॥
বর্ত্তমানে তোমাদের সন্তান সন্ততি।
কালক্রমে, ক্রমে ক্রমে হয় অবনতি॥
পেটে পিঠে নাই দেখি আমরা সকল।
তাহারাও কাল ধর্ম্মে যায় রসাতল॥
এখন তোমার পূর্ব্ব নিদর্শন ভারি।
উচ্চ পদে বরিত সে সন্তান তোমারি॥
মুন্সেফ ডেপুটী রাজপদ সবজজ।
বর্ত্তমানে মাননীয় হাইকোর্ট জজ॥
প্রায় দেখা যায় তব সুযোগ্য সন্তান।
একি নয় তব পূর্ব্ব গৌরব নিশান?

বর্ত্তমানে তোমার সম্মানে দিয়া ছাই ।
ডুবায়ে গৌরব ধ্বজা দুঃখে মরে যাই ॥
গ্রামে গ্রামে শালেগ্রাম পূজা নাই ভুল ।
কোথাওবা ধৌত কোথা অধৌত তণ্ডুল ॥
বারাঙ্গনা বাড়ী হতে হইয়া বাহির ।
দেখিয়াছি শালেগ্রাম শিরে দিতে নীর ॥
পাথর শামুক কভু শালেগ্রাম করি ।
অর্চ্চনা করেন নিয়ে ইতরের বাড়ী ॥
মৃত্তিকার গোল ঢিল জ্বালায়ে আগুণে ।
শালেগ্রাম বলিয়া পূজিছে কোন জনে ॥
কোথা মন্ত্র কোথা তন্ত্র কোথা জল ফুল ।
পূজায় বসিলে যেন মহা হুলস্থূল ॥
গামছাটা বিছান মাত্র শঙ্খটা ফুকারে ।
তণ্ডুল ধুইল কিনা জানেন ঈশ্বরে ॥
দ্বিজে পূজা করা চেয়ে নিজে পূজা ভাল ।
হৃদয় দ্রবিয়ে যদি দেও নেত্র জল ॥
না লাগিবে শঙ্খ ঘণ্টা না লাগে তণ্ডুল ।
না লাগিবে কোশা কোশি না লাগিবে ফুল ॥
সকল অভাব যেন নাশে গঙ্গাজলে ।
ততোধিক তুষ্ট হরি ভক্ত নেত্র জলে ॥
যারে প্রতিনিধি করি বিধি বিড়ম্বনে ।
খুঁজিতে পূজিতে তাঁরে কিছু নাহি জানে ॥

দ্রৌপদীর শাক খায় বিদুরের খুদ।
ডাকিতে জানিলে খাটী আসে নন্দসুত॥
নয়নের জলে যদি ডাকি নরহরি।
সে হরি মুছায়ে দিবে নয়নের বারি॥
ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ ধর্ম্ম পরায়ণ।
খেলা পেলে ভুলে ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ॥
ধূপদীপ নাই আবাহন বিসর্জ্জন।
শঙ্খের ফুকারে বিষ্ণুপূজা সমাপন॥
অহোরাত্র হরিনাম দেখেছি লইতে।
মুখে হরি হাতে হুকা পাশা অন্য হাতে॥
একবার শ্রীমধুসূদনে দেন ডাক।
একবার ডাকিতেছে সে পাঞ্জা দোছাক॥
নারদ বীণার মত হুকা বাম করে।
ফেলিতেছে পাশা নর সিংহের হুঙ্কারে॥
তামাকের গন্ধ ধূমে অন্ধকার ঘর।
গুটী দিয়া গুটী মারে শব্দ ভয়ঙ্কর॥
ভয়ে ভীত সে পাঞ্জা আসিল ত্বরা করি।
ভক্ত বাধ্য ভগবান না আসিল হরি॥
বসনের গিরা মাঝে দুই জানু রাখি।
মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসিছে পাকের বাকী কি?
দ্বিজ মুখে হরি হরি হুকা মুখে হর।
গৃহস্থ ঘুমেতে ঘোর গলা ঘর ঘর॥

তিন শব্দ একত্রেতে হৈল সমাবেশ।
কলির কার্য্য বলির ভোগ শাস্ত্র উপদেশ ॥
গৃহস্থ আছেন ঘরে ঘুমে অচেতন।
এ কিরে হরিরে ডাকা একি স্বস্ত্যয়ন ॥
একিরে শাস্ত্রের দোষ দোষী ঋষিগণ।
একিরে হরির দোষ ভক্তি নিদর্শন?
হবি আছে ভক্তি মাঝে মুক্তা সৃক্তি প্রায়।
ভক্তিতে গলিলে মন মিলে যদুরায় ॥
কৃষ্ণার ডাকেতে আসে কৃষ্ণ দয়াময়।
নিজে অবিশ্বাসী হৈলে বিশ্বাস না হয় ॥
ব্রহ্মার বদন জাত যেই জাতি হয়।
গীতাতে বর্ণনা যারে করে বিশ্বময় ॥
যার পদ চিহ্ন বক্ষে করিয়া ধারণ।
গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ গৌরবিত হন ॥
ব্রহ্ম পদরজ দামোদরে ধরি মাথে।
কৃষ্ণের কিরিটী নাম শুনি ভাগবতে ॥
সে জাতির অবনতি দেখি ফাটে হিয়া।
লিখিলাম কয়টী কথা অশ্রুজল দিয়া ॥
সকলের প্রতি নহে এ উক্তি আমার।
কেবল স্খলিত পদ হইয়াছে যার।
ক্ষেমেশে করুণ ক্ষমা মাগি বার বার।
সত্য হলে সংশোধিবে বিনয় আমার ॥

ঘর কথা পরে কৈলে জাতি নাশ হয়।
লিখনী করিনু বন্ধ বিষাদ হৃদয় ॥
সোণার ভারত হায় সোণার ভারত !
কিবা ছিল কি হইল হায় বুদ্ধি হত ॥
পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যা দেখেছি ভাই।
বর্ত্তমানে শত ভাগের এক ভাগ নাই ॥
সীতা প্রতি লক্ষ্মণের মাতৃ ব্যবহার।
ভরতের ভ্রাতৃ ভক্তি অপূর্ব্ব বাহার ॥
সাবিত্রী সতীত্ব রক্ষা করে শাস্ত্রমতে।
বাঁচাইল মৃত পতি শমনের হাতে ॥
হংসবাণ বিদ্ধ দেখি বুদ্ধ মহাশয়।
ত্যজিল প্রাণের ভার্য্যা রাজ্য সমুদয় ॥
যীশুখ্রীষ্টের এক গণ্ডে দিয়ে ছিল চড়।
অন্য গণ্ড পাতি দিল ধৈর্য্য মনোহর !
যদিবা পার্থক্য হয় বৎসর পঞ্চাশে।
পাঁচ হাজার বর্ষ পূর্ব্বে অবিশ্বাস কিসে ॥

বিমাতা রহস্য।

বিধাতা কি দিয়ে কৈল বিমাতা ধরায়।
মাতা নাম কেন হৈল সংযোজিত তায় ॥
সতিনী সুতের প্রতি বিমাতার দ্বেষ।
সৃষ্টি কাল হ'তে দেখি এ ব্যাধি বিশেষ ॥

আপন পুত্রের দোষ না দেখে নয়নে।
সতিনী পুত্রের সুখে জ্বলে হাড়ে প্রাণে॥
গোবধাদি পরদার আর সুরাপানে।
নাই তাহে বিন্দু পাপ করিলে সন্তানে॥
সতীনের সুতে যদি গুথে পুষ্পহার।
গীতা পাঠ করিলেও মহাপাপ তার॥
নিজ পুত্র ঘরে যেন পুত্র জন্ম হয়।
সতীনের সুতে যেন কন্যা জনময়॥
এক কন্যা নহে যেন কন্যা ছড়াছড়ি।
বিধবা হইয়া যেন আসে পিতৃ বাড়ী॥
কেহ নষ্টা কেহ ভ্রষ্টা কেহ পতিহীন।
দেখিয়া বিমাতার সুখ বাড়ে দিন দিন॥
একেত নাতিনী বটে রঙ্গের কলসী।
রঙ্গের তরঙ্গ ঢালে বিদ্রূপের হাসি॥
শিরপীড়া হয় কিবা কভু দন্তশূল।
ধরম দেখা'য়া বলে হইবে নির্ম্মূল॥
সতীন সুতের বধূ মধুর সম্ভাসে।
কর্ণে যেন বর্ণে বর্ণে তীক্ষবান পশে॥
নিজ সুত বধু যদি ঝাড়ু মারি যায়।
কোমল কুসুম মালা যেন লাগে গায়॥
সতিনী সুতের শত দোষ হ'তে পারে।
নির্দ্দোষী রামের বন কেমন বিচারে?

মাতা নাম সুদুর্লভ জানে জগজ্জনে।
বিমাতা সে মাতা নাম পেল কোন গুণে ?
সে নামে কলঙ্ক কেন দিল শাস্ত্রকার।
করমে মরম ব্যথ্যা এই অভাগার॥
বয়স ইন্দ্রিয় বেগ ভাবিয়া উভয়।
পুত্র শান্ত মুখ হেরি ক্ষান্ত পরিণয়॥
মঙ্গলময়ের যবে ইচ্ছায় মঙ্গল।
অমঙ্গল বিনিময়ে ঘটিবে মঙ্গল॥
জন্মার্জ্জিত বহু পুণ্য সঞ্চিত যাহার।
পূর্ব্ব সুতে বিমাতাকে মাতৃ ব্যবহার॥
শাক অন্ন খায় যদি ভূমিতে শয়ন।
তথাপি স্বর্গের সুখ শান্তি নিকেতন॥
কুহকিনী মায়াবিনী রাক্ষসী মায়ায়।
পিতাকে বিপথে নেয় কর্ণ মন্ত্রণায়॥
তনয় থাকিতে পিতা পুনঃ পরিণয়।
বাঘিনী বিমাতা করে অর্পেণ তনয়॥
সে পিতা প্রকৃত পিতা বলাই দুষ্কর।
পুত্রের পরম শত্রু কামের কিঙ্কর॥
পুত্র ভাগ্যে পিতা যদি নহে জ্ঞানবান।
বাঘিনী নাগিনী মত সংহারে সন্তান॥
সতানের কন্যা যদি ধন্যা হয়ে রয়।
বিমাতা কলঙ্ক করে কুলটা নিশ্চয়॥

নিজ কন্যা ভ্রূণ হত্যা গুণ মধ্যে বলে।
কোন্ নারী সতী সাধ্যা এই কলিকালে ?
দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি তবু ভাসুর মাগে।
কুন্তি রাণীর কর্ণ পুত্র বিবাহের আগে॥
তবুও সতীর মাঝে তাহাদের স্থান।
কোন্ মাগি করে আমার মেয়ের বদনাম॥
এক পদে ধরি চুল টানি অন্য পায়।
যে মাগি মেয়ের নামে কলঙ্ক রটায়॥
যদি আমি বাপের ঝি করি পদাঘাত।
ভাঙ্গিব তাহার সাত পুরুষের দাঁত॥
ধ্রুবের জননী ছিল রাজ পাঠেশ্বরী।
বিমাতার ষড়যন্ত্রে ভূমে গড়াগড়ি॥
বিজয় বসন্ত নাম কেবা নাই জানে।
দুর্ল্লভা বিমাতার দোষে ভীষণ মশানে॥
আবাল বণিতা বৃদ্ধ জানে জগজ্জনে।
কৈকেয়ীর কর্ণ মন্ত্রে রাম গেল বনে॥
বিমাতা ভুজঙ্গ রূপ সর্ব্বশাস্ত্রে সার।
ভেকরূপ পুত্রে কেন ভুজঙ্গে আহার॥
কামের তাড়নে পিতা বিমাতার দাস।
রক্ষক ভক্ষক হয় পুত্র সর্ব্বনাশ॥
আপন কর্ত্তব্য ভুলি জনক যখন।
পুত্র কন্যা পিতৃ ভক্তি দিবে বিসর্জ্জন॥

নবম বয়সে যদি বিধবা রমণী।
তবে পুনঃ পরিণয় কভু নাহি শুনি॥
অশীতি বৎসরে পুরুষের পরিণয়।
একিরে শাস্ত্রের বিধি কি রহস্যময়॥
জানকী করিল যবে প্রবেশ পাতাল।
স্বর্ণ সীতা লয়ে রাম কাটিলেন কাল॥
আদর্শ পুরুষ রাম আদর্শ জানকী।
আদর্শ দাম্পত্য প্রেম বুঝার বাকী কি?
নির্ম্মল দাম্পত্য প্রেম দেবের দুর্ল্লভ।
রিপু চরিতার্থ মাত্র অবশিষ্ট সব॥
বিমাতা পেয়েছে আমার প্রাণের তনয়।
মঙ্গল করুণ বিভু! হে মঙ্গলময়॥

বিবাহ পণ রহস্য।

শুক্র বিক্রী সুতা সুত বিবাহের পণ।
মনু মতে মহা পাতকেতে নিরূপণ॥
ভণ্ড সাধু কাণ্ড দেখি লাজে মরে যাই।
গোপনেতে শুক্র বিক্রী লাজ মাথা খাই॥
প্রকাশ্যেতে পণ লৈতে চাহে কুল মান।
কেমনে এমন পশু কৈল ভগবান?
কত মেয়ে অগ্নি দিয়ে হয় জ্বালাতন।
মেয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লে বিধি বিড়ম্বন॥

পুত্র সংখ্যা বৃদ্ধি যদি থাকে কুল মান।
নিজেতে প্রস্তুত করে নরক সোপান॥
তাতে যদি আর পুত্র এম এ বি এ হয়।
মেয়ের বাপের বাস্তু ভিটী বিকে পণ লয়॥
কুলোভী জনক যদি লয় পুত্র পণ।
নারকীগণের মধ্যে তিনি একজন॥
জাতি শিরে লাথি মারি ধর্ম্মের ছাতি।
রক্ষা কর কুল কন্যা ধন্যা কর ক্ষিতি॥
দিনে দিনে কেরাচিনে মরে কত মেয়ে।
ধর্ম্ম মর্ম্ম জলাঞ্জলী চক্ষুর মাথা খেয়ে॥
হায় লাজ সমাজ এখন অচেতন।
ক্রমে বিশ বর্ষ পরে বিপদ ভীষণ॥
ভবিষ্যত ভাবিতে ভয়েতে কাঁপে হিয়ে।
বিবাহে বঞ্চিত বুঝি হবে কত মেয়ে॥
ভ্রূণ দোষে এই দেশ যাবে রসাতল।
কে জানে বঙ্গের ভাগ্যে কত অমঙ্গল॥
একাদশী করি ডুব দিয়ে খাই জল।
কেবল আমরা ভিন্ন কোন্ জাতি বল॥
বঙ্গ হ'তে পণ প্রথা কবে যাবে ছাড়ি।
বাঙ্গালী কাঙ্গালী আমি এই ভিক্ষা করি॥
পণ দিয়া বিবাহ সে দাসী মধ্যে গণি।
কেন পাবে দাসী পুত্রের তর্পণের পানি ?

পুত্র প্রয়োজনে ভার্য্যা হিন্দু শাস্ত্রে কয়।
এমন পুত্র পিণ্ড আশা দুরাশা নিশ্চয়॥
মন দুঃখে লিখিলাম কালী খর্চ্চা সার।
অন্ধ কাছে ক্ষেপা নাচে কিবা লজ্জা তার॥
সভা করি বাহু লাড়ি বহু আড়ম্বর।
ভিতরেতে পূরে ছাই কে লয় খবর॥
বক্তা ভাড়ি দাড়ি লারি করতালী পাই।
আন্দর বাড়া ঢুকিলে আর সারা শব্দ নাই॥
শ্রোতাগণ উত্তেজন সভা আশে পাশে।
ঘরে এলে স্নিগ্ধ হই অঞ্চল বাতাসে॥
অঞ্চল শীতল বায়ু যবে লাগে গায়।
সম্পূর্ণ ভুলেছি যাহা শুনেছি সভায়॥
বক্তৃতা তো মাত্র বাক্যের বায়ুই বিশেষ।
বায়ু সঙ্গে বায়ু মিশে শূন্য থাকে শেষ॥
কাল ধর্ম্মে ধর্ম্ম শাস্ত্র গেল রসাতলে।
বক্তৃতা তো কথার কথা হাটে ঘাটে মিলে॥
একে বৃদ্ধ বুদ্ধিহীন দুর্ব্বুদ্ধি আবার।
লিপা করি টিটিকারী পাব উপহার॥
ঋষি বাক্য মহাবাক্য ব্যর্থ যেইখানে।
কাট বিড়ালের সাধ সাগর বন্ধনে॥
দেহজাত প্রাণ সুতা প্রাণের তনয়।
তারে বিক্রী মূল্য লয় নির্ম্মম হৃদয়॥

মেয়েটী বিদায় দিতে চক্ষে ঝড়ে জল।
রাক্ষসী মায়াটী ভাই কারে বলে বল॥
লইয়া আপন প্রাপ্য থলি পুরাইয়া।
কতক্ষণ রোদন নয়নে বস্ত্র দিয়া॥
দুর্ল্লভ জননী হয়ে বেচিল তনয়া।
পাপিষ্ঠ রাক্ষসী এই কুহলিকা মায়া॥
কপট কুহক কন্না যদি কাঁদে মায়।
সরল মধুর স্নেহ মিলিবে কোথায়॥
দশমাস গর্ভবাস রাখিলেন যারে।
সামান্য অর্থের লোভে বেচিলেন তারে॥
বাঘিনী নাগিনী খায় আপন সন্তান।
তুমি বিক্রী করি খাও এই ব্যবধান॥
নাগিনী খাইলে আর দেখা নাহি পায়।
বেচিয়া খাইলে তারে দেখ পুনরায়॥
এই যে পার্থক্য মাত্র এই ব্যবধান।
মৃত্যু পরে যম ঘরে উভয় সমান॥
ঋষিবাক্য বেশী নহে জিজ্ঞাসহ মনে।
এ পাপের প্রতিকার আছে কি কখনে॥
এ বুড়া পাগলের যদি দোষ দৃষ্ট হয়।
ক্ষেমহ ক্ষেমেশে দিয়ে ক্ষমা পরিচয়॥
বল্লাল কুলীন প্রথা তীক্ষ্ণ হলাহল।
দুরীভূত হইয়াছে প্রভূত মঙ্গল॥
বঙ্গ হ'তে পণ প্রথা কবে দূর হবে।
দীননাথ সে সুদিন কবে দিবে ভবে॥

বর্ত্তমানে দেশের দুর্দ্দশা।

ধার্ম্মিক চাকর খোঁজ বুদ্ধি নাই লেশ।
চতুর খুঁজিলে কিন্তু দুষ্ট একশেষ॥
রাজস্বের টাকা দেও মোহরীর হাতে।
ক্রয় করে টীন নিজ ঘর ছানি দিতে॥
ডিক্রী করালে করে রসিদ দাখিল।
উল্টা চোরে গৃহস্থ বান্দিয়া মারে কিল॥
বাজারের টাকা দেও চাকরের ঠাঁই।
মধ্য ভাগে অর্দ্ধাঅর্দ্ধি ভুল চুক নাই॥
দেশে ধন্য গণ্য মান্য আছে কুল শীল।
কিন্তু মনে মনে মিল নাই একতিল॥
একেরে প্রাধান্য দিতে অন্যে অপমান।
ঘরে ঘরে বড় হই সকল সমান॥
তন্ন তন্ন করিয়া দেখিনু ঠাঁই ঠাঁই।
মন মুখে ভালবাসা কোনখানে নাই॥
একের বিপদে দেখি অন্যের সন্তোষ।
লোকাচার আহা উহু কৃত্রিম আপশোষ॥
দেশেতে দুর্দ্দান্ত যিনি প্রতাপ প্রবল।
গৌরবেতে গদগদ শ্রীপদ অচল॥
দুর্ব্বল নির্ব্বোধ কিবা যদি অর্থ হীন।
আদর দূরের কথা দেখে লাগে ঘীন॥

যে দৃষ্টান্তে জয়চাঁদ রেখেছে ভারতে।
তাহার নিবৃত্তি নাই হয় কোনমতে॥
ভারত গৌরবচাঁদ অস্ত্র যার করে।
তাহাকে জয়চাঁদ নাম দিল কোন্ নরে॥
পরদলে পরদার যদি শুনি কাণে।
কাণে কাণে ফুসাফুসী বলি জনে জনে॥
নিজ দল বলে আনে পরের রমণী।
নাই দোষ শ্রীকৃষ্ণের সহস্র গোপিনী॥
বারাঙ্গানা বলে নিন্দা করিতাম যারে।
সমাজ বন্ধনে পরিণত কণ্ঠহারে॥
খুলিয়া বলিতে গেলে আছে নানা ভয়।
মানহানি দণ্ড কিবা গৃহ দাহ হয়॥
ছোট বড় দোষ গুণ ভেদাভেদ নাই।
কার কথা কেবা শুনে বানর লড়াই॥
বিসূচিকা রোগ যদি গ্রামে দেখা যায়:
বহু আড়ম্বরে পূজি রক্ষা কালী মায়॥
কিছু দিন পরে আর সেই ভাব নাই।
উলী ধরে প্রতিমারে ফিরে নাহি চাই
হৃদয় অশুদ্ধ যথা হিংসা পরস্পার।
মুর্খামী সে গুরুতর কাজে অগ্রসর॥
যদি করে গলে ধরে কলঙ্কের ঢাক।
পরিণামে কাটা যায় চুল কাণ নাক॥

বাঙ্গালীরই ষ্টিমার দৃষ্টান্তের স্থল।
বাঙ্গালীর বীমা যাতে দেশ রসাতল॥
তুবুরা বাজীর মত প্রথম হুঙ্কারে।
কুম্ভকর্ণ মত নিদ্রা কিছু কাল পরে॥.
এমন অভ্যাস দাস হয়েছি এখন।
অযথা ও মিথ্যা কথা নিত্য আলাপন॥
পর নিন্দা পর কুৎসা যত রুচি হয়।
পলান্ন ও মিস্ট অন্ন শতাংশও নয়॥
যতদিন হৃদি মাঝে না আসিবে বল।
যতদিন হিংসা রিপু না হবে দুর্ব্বল॥
যতদিন সত্যেরে না আদরিবে নরে।
বঙ্গলক্ষ্মী বঙ্গদেশে না আসিবে ফিরে॥
সাধিতে আপন কাজ সময় যখন।
বিনয়েতে বলি যেন গলি যায় মন॥
আপন কার্য্যটী যবে হইবে উদ্ধার।
কৃতজ্ঞতা স্থলে করি লগুড় প্রহার॥
উদ্ধার করেছি আমি নিজ বুদ্ধি বলে।
সে কি দিতে পারে যদি না থাকে কপালে॥
ধুপীতে বসন কাঁচে ময়লা দূর হয়।
কুৎসাকারী ধুপী মত পাপ করে ক্ষয়॥
জাতি ধুপী বস্ত্র ধোয় হাতে পয়সা দিলে।
কুৎসাকারী বহুতর ধুপী দেশে মিলে॥

দেশে থেকে দশে দেখে পাই উপদেশ।
রহস্য লিখিতে তাহে নহে কষ্ট লেশ॥
লিখক ঈঙ্গিত নহে সকল উপর।
সাধু ও চারিত্রবান আছে বহুতর॥
একে নষ্ট করে অন্যে মুখে চুণ কালী।
কি ছিলেম কি হলেম হায়রে বাঙ্গালী॥
বাঙ্গালী সমাজ মাঝে আমি একজন।
ভাণ্ডে থাকি ভাণ্ড নিন্দি আমিই লবণ॥
সত্যের আদর যদি পাঠকের হৃদে।
ক্ষেমেশে করুন ক্ষমা সত্য অনুরোধে॥

অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা।

সত্যময় হয় যদি এই ধরাতল।
সত্যের সংযোগে ধরা হয় স্বর্গস্থল॥
মিথ্যা প্রবঞ্চনা বৃদ্ধি হইবে যখন।
কেবল সরল হলে সংশয় জীবন॥
যেন মিষ্ট দধি বটে উৎকৃষ্ট আহার।
শর্করা সংযোগে দধি আর চমৎকার॥
সেই দধি অম্ল যদি হয় কদাচন।
অবশ্য করিতে হবে সংযোগ লবণ॥
নতুবা সে দধি কভু খাওয়া নাহি যায়।
খাইলে ভুগিবে রোগ সংশয় কি তায়॥

১। যেমন সরলা বালা জানকী সুন্দরী।
ভিক্ষা দিতে আসিল রাবণ নিল হরি ॥
লম্পট কপট শঠ করিয়া বিশ্বাস।
কত কষ্ট জানকী ভুগিল দশমাস ॥
২। দস্যুকে বলিয়া সত্য এক তপোধন।
পলাতক বধকারী অধোগামী হন ॥
৩। দুষ্ট জয়দ্রথ বধে শ্রীমধুসূদন।
সুদর্শনকে করিলেন সূর্য্য আচ্ছাদন ॥
৪। অস্ত্র না ধরিবে বলি কুরুক্ষেত্র রণে।
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল দৈবকী নন্দনে ॥
অভিমন্যু বধ আদি পাপ কার্য্য হেরি।
প্রতিজ্ঞা করিল ভঙ্গ রথচক্র মারি ॥
দুর্য্যোধন দুষ্ট বুদ্ধি বুঝিয়া বিদুরে।
গৃহদাহে আজ্ঞা দেন ধর্ম্ম নৃপবরে ॥
৬। বলিকে ছলেতে হরি কংস নিসূদন।
ধরিল বামনরূপ ভিখারী ব্রাহ্মণ ॥
৭। আপন কর্ত্তব্য কাজ করিতে উদ্ধার।
বরাহরূপেতে হরি ধরণী বিদার ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কিন্তু অস্ত্র নাই হাতে।
তে কারণে তাঁর পূজা নাহি ত্রিজগতে ॥
সরল গরলকণ্ঠ কিন্তু হাতে শূল।
মধ্যে মধ্যে পূজা পান নাহি তার ভূল ॥

শঙ্খ বজ্র আর চক্র গদা নিয়ে করে।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা হরির নিত্য পূজা ঘরে॥
শনিপূজা কত মজা কত আয়োজন।
গুরু শুক্র চন্দ্র বুধের ভাগ্য বিড়ম্বন॥
অবস্থা মতন হয় ব্যবস্থা ধরার।
সত্যে পাপ হতে পারে পুণ্যও মিথ্যার॥
(যেমন) ঝাড়ু ঝাড়ি দিতে কৈলে রাগে অন্ধ হয়।
গয়াধামে ঝাড়ু ঝাড়ি পয়সা দিয়া লয়॥
সধবার পুত্র হলে হুলু হুলু ধ্বনি।
বিধবার জাতি নাশ পুলিশ টানাটানি॥
মাতাইত এক বটে পিতা মাত্র ভিন।
অবস্থা মতন তার ব্যবস্থা কঠিন॥
সধবারে পুত্রবরে পুলকিত মন।
বিধবার পুত্রবরে গালি বরিষণ॥
নরহত্যা করি কভু ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলে।
নরহত্যা করি কভু পুরস্কার মিলে।
গৃহ দাহে কত লোক সর্ব্ব অর্থ ক্ষয়।
বিমা গৃহ দাহে কত বড় লোক হয়॥
এক গণ্ডে দিলে চড় অপর গণ্ডে দি।
সেইরূপ দিন কাল এখন আছে কি॥
দুষ্টদের প্রতি যদি শিষ্ঠ ব্যবহার।
খুনের আসামী হলে দণ্ড নাহি তার॥

নন্দ ঘোষের না হইলে চির নির্ব্বাসন।
জগত ঘোষের মত হ'ত কত জন ॥*
সতের সঙ্গেতে সৎ অসতে অসৎ।
শঠে শাঠ্য সমাচর চাণক্যের মত ॥
দেখিলাম শিখিলাম লিখিলাম কত।
দেখিতে শিখিতে মম পরমায়ু গত ॥
সুতরাং মম পক্ষে নিষ্ফল কেবল।
ভাবি সাংসারিক পক্ষে শিক্ষার সম্বল ॥
বিশেষ কলির ধর্ম্ম হিমানী ভাস্কর।
কলি ভয় শীত ভয় ভীত জড়সড় ॥

তস্কর রহস্য।

গৃহস্থ ঘরেতে চোর এ'ল কত জন।
সিঁদ কাটি দিয়া সিঁদ কাটে বহুক্ষণ ॥
কাটিতে কাটিতে সিঁদ কাটা হল শেষ।
বহু পরিশ্রমে করে ভিতরে প্রবেশ ॥
তালাটি ভাঙ্গলি স্বর্ণে পড়িয়াছে হাত।
নিদ্রিত শিশুর ঘুম ভাঙ্গিল হঠাৎ ॥

---

* হাসিমপুর নিবাসী নন্দ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি পাটনা মুন্সেফী আদালতের প্রসিদ্ধ উকিল জগচ্চন্দ্র ঘোষকে আহারের সময় গুলী করিয়া হত্যা করায় তাহার চিরনির্ব্বাসন হয়।

গৃহস্থ জাগিল পরে পলায় তস্কর।
সুযোগে দুর্য্যোগ দেখি রাগে গরগর॥
লোভ হিংসা রাগ হল একত্রে প্রবল।
রাগবশে দিল শেষে ঘরেতে অনল॥
ধাইতে ধমক কত মন্দ তিরস্কার।
গৃহস্থ জাগিল কেন এই দোষ তার॥
নিজ সার্থসিদ্ধি পক্ষে ব্যাঘাত যখন।
অবিচারে করে পরে দোষ আরোপণ॥
এমন দৃষ্টান্ত কিন্তু দেখি বহু স্থানে।
জগতের এ রহস্য বুঝাই কেমনে॥
যেইরূপ দিন কাল হ'ল উপস্থিত।
কচু ও কূর্ম্মের মত থাকাই উচিত॥
কচুর নাহিক ভয় ঝাঞ্ঝা সমীরণে।
কূর্ম্মের নাহিক ভয় শীলা বরিষণে॥
স্বার্থপর ব্যর্থ গালি কিবা আসে যায়।
সন্তুষ্ট হইওনা পুনঃ সুমিষ্ট কথায়॥

ভণ্ড সাধু রহস্য।

বর্ত্তমানে দেখি সাধু যুবকের দল।
বুঝিয়া বুঝিতে নারি রহস্য সকল॥
গীতা অনুবাদ কৈলে সাধু নাহি হয়।
গীতা সার হৃদে যার তারে সাধু কয়॥

গীতা পাঠ আর করে হরি গুণ গান।
ভাবের অভাবে মম উভয় সমান॥
পাচক করিল পাক খাইল অপর।
পাচক সুখ্যাতি মাত্র যদি রুচিকর॥
ক্ষেমেশ অশুচি গীতা অনুবাদ শুচি।
পাচক কুৎসিত হলে পাকে কি অরুচি॥
বর্ণিক সুন্দর কিনা কে করে বিচার।
সুন্দর গঠিত যদি হয় অলঙ্কার॥
হরিও মোহিত হন হরিনাম শুনে।
শ্রীচৈতন্য অচৈতন্য হরি নাম গুণে॥
হরি নাম মহামুল্য অমূল্য ধরায়।
সে নামে কর্ণিক দিবে বর্ণিক কোথায়॥
গীতা পড়ি সন্ধ্যা করি জপমালা ধরি।
মনে কয় মহাশয় আন টাকা কড়ি॥
(যেন) বারাঙ্গনা নর্ত্তকীর হরি গুণ গান।
মম মুখে ধর্ম্ম কথা উভয় সমান॥
হরি কথা শুনে শ্রোতার চক্ষে বহে ধার।
গায়িকার ভক্তি নাই গান মাত্র সার॥
বিরহে ব্যাকুলা হয়ে কেঁদে ছিল রাই।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাই॥
শুনিয়া সভার লোক কাঁদিয়া বিকল।
ভক্তি হীনা গায়িকার নাই নেত্র জল॥

সেইরূপ মরুভূমি হৃদয় আমার।
বিভুর বিভূতি কত দেখি অনিবার॥
খাণ্ডব দাহনে যেন কুশাগ্রের জল।
পরশে আমার হৃদি সকল নিষ্ফল॥
আশা হরি নাম বীজ অমর অক্ষয়।
কালেতে পাষাণ ভেদি জন্মিবে নিশ্চয়॥
জানি জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম মানি না কখন।
দুর্ভেদ্য মোহিনী মায়া জালে আচ্ছাদন॥
শ্রীহট্টের কাঠুয়া দেখিনু ভারেভার।
সিদ্ধ তৈলে দেখি কৈ মৎস্যের সম্ভার॥
রাস্তা ধারে অন্ধ খঞ্জ দেখি অগণন।
ইহাই তো জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম নিদর্শন॥
কর্ম্মদোষে কত জন্ম করেছি ভ্রমণ।
কত জনে করিলাম মাতৃ সম্বোধন॥
অর্দ্ধ পথে কোথা হতে দিয়াছে তাড়াই।
পুনঃ কারে মা ডাকিব স্থিরতর নাই।
এমন কর্ম্মের সূত্র নিগূঢ় বন্ধন।
প্রলয় পর্য্যন্ত করি ত্রিলোক ভ্রমণ॥
আমি বলি ডাক হরি সে ত্রিভঙ্গ বাঁকা।
মন বলে দেও মোরে জমি আর টাকা॥
আমার মনের মত মন আছে যার।
উন্মাদিনী বিবসনা বনিতা তাহার॥

সে বলিল শাড়ী পরি থাক গৃহ কোণে।
শিরে শাড়ী বাঁধি নাচে উলঙ্গ প্রাঙ্গনে ॥
নাম পূর্ব্বে বাবু শব্দ না পাইলে স্থান।
রাগেতে গর্জ্জিয়া উঠে বাঘের সমান ॥
অবৈধ আমোদে বসি বৈঠকখানায় ॥
আহ্নিকে বসিলে কিন্তু বসা নাহি যায় ॥
যেমন চড়কা করে ঘড় ঘড় ধ্বনি।
সুতাটী পড়িলে হয় নীরব অমনি ॥
কোন ধনী ব্বিচারিণী কেবা ব্যভিচার।
এই যে আমের চাটনী চাটি বার বার ॥
কাহাকে কহিব এই দুঃখের কাহিনী।
অনুতাপে হৃদি দহে বিদরে পরাণি ॥
আমি বলি দৈনিক যতেক কাজ কর।
পরকালে ইহাই ত সম্বল তোমার ॥
থাকিতে অমৃত ফল পানীয় অমৃত।
সংগ্রহ করিছ কেন বিষফল যত ॥
বশেতে এলনা মন শমন নিকটে।
কি করি কি করি হরি উভয় সঙ্কটে।
মন কথা চাপা দিলে সাধু তারে কয়।
মন কথা ব্যক্ত কৈলে উন্মাদ নিশ্চয় ॥
সকল সহানুভূতি উন্মাদের প্রতি।
ভ্রুকুটি ভঙ্গিতে নাহি চাহেন ভূপতি ॥

অনেকে গোপন রাখে আমি দিনু খুলে।
স্বীকারেতে বিচারক দয়া করে ভুলে।।
আমি চালনীর মত শত ছিদ্র গায়।
সূচীকে রহস্য করি রহস্য কথায়।।
সমাজ রহস্যে আমি রহস্য মহৎ।
অন্ধ হয়ে আঁধাকে দেখাতে চাই পথ।।
অশৌচেতে নিরামিষ সকলেই জানি।
প্রসাদের জন্য কভু গুরু ডাকি আনি।।
কপালেতে কভু আমি মাটী ফোটা দিয়া।
সাধু সাজি শমনের দায় এড়াইয়া।।
এক কথা অন্যে ব'লে কন্দল বাঁধাই।
মুখে বলি আদৌ মোর সে অভ্যাস নাই।।
মিথ্যার না ধারি ধার মিথ্যা যেবা কয়।
মিথ্যা কথা শুনিলেই রাগ বোধ হয়।।
কিন্তু মিথ্যা ছড়াছড়ি মিথ্যা হার গলে।
সভাতেও মিথ্যা কথা বক্তৃতার ছলে।।
তথাপিও সাধু বলে সগর্ব্বিত মন।
তবু আমি ভণ্ড সাধু মধ্যে একজন।।
(কত) ভণ্ড বেটা শিরে জটা বাহির করে জল।
কুল বধু ভুলে দেখি কাণ্ড কুতুহল।।
বিজ্ঞানের বলে কেহ করিয়া অজ্ঞান।
ব্রহ্মের ঝলক বৈলে আলোক দেখান।।

কত বিজ্ঞ অনভিজ্ঞ দৈবজ্ঞ পাইয়া।
ভক্তি ভরে পায় পরে ধরা গড়াইয়া।।
গ্রহ রিষ্ট বহু কষ্ট দেখায়ে সম্মুখে।
জলৌকা রক্তের প্রায় অর্থ নেন সুখে ॥
আপদ লম্বিত গোপ গেরুয়া বসন।
এড়ায় শমন জ্বালা সাধু কত জন ॥
কিন্তু তাতে তৈল দিতে ভুল নাহি হয়।
বর্ত্তমানে সাধু গিরী কি রহস্য ময় ॥
চারিদিকে বসিয়াছে নারী সারী সারী।
মধ্যেতে নন্দের সুত চৌদিকে কিশোরী ॥
এক সাবিত্রীর তেজে ভাত মৃত্য পাত;
কি ভয় যমেরে যথা শতাধিক সতী।।
ভণ্ড যোগী বলে আমি ত্যজেছি সংসার।
ধন রত্ন ত্যজিয়াছি সব পরিবার ॥
আধ্যাত্মিক গানে মাত্র চক্ষে জল ধারা।
দেখিয়া গুরুর ভাব শিষ্য দিশা হারা ॥
আপনি বৈকুণ্ঠেশ্বর কমল লোচন।
রাজসুখে মত্ত হয়ে বিমোহিত হন ।।
সীতার পাতাল গতি লক্ষ্মণ বর্জ্জন।
তথাপি না ঘুচে রামের মায়ার বন্ধন ॥
কাল পুরুষ আসি যবে বলে কাণে কাণে।
মর্ত্ত্যে লীলা ফুরাইল চল মোক্ষধামে ॥

৭—

কাল পুরুষের বাক্য শুনি দয়াময়।
তখন হইল তাঁর চৈতন্য উদয় ॥
শঙ্করাচার্য্যের নাম সকলেই জানে।
কাম শাস্ত্রে হারিলেন কামিনীর সনে ॥
তখন শঙ্করাচার্য্য অভিমান ভরে।
প্রবেশিল মৃত এক রাজ কলেবরে ॥
রাজার চৈতন্য যেন পাইল জীবন।
রাজসুখে পুনঃ তিনি বিমোহিত হন ॥
এমন ইন্দ্রিয়াশক্ত কামিনী বিহার।
পূর্ব্ব দেহে আসিবারে নাহি চায় আর ॥
মোহমুদ্গারের শ্লোক শিষ্য একজন।
দেখায়ে ঘুচাল তাঁর সংসার বন্ধন ॥
যে মায়া খণ্ডাতে নারে শঙ্কর শ্রীরাম।
কত পণ্ড ভণ্ড দলে ত্যজে অবিশ্রাম ॥
মায়ার প্রপঞ্চ এই দেহ যন্ত্র খান।
দেহেতে প্রবেশ মাত্র মায়াতে জড়ান ॥
রাজার আদেশ পালে রাজাও স্বয়ং।
নর দেহে নর মত যদি বা পরম ॥
যেমন পরম ব্রহ্ম রাম দয়াময়।
নর মত নারী শোকে বিমোহিত হয় ॥
যেমন শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
গোপবালা সহ খেলা ঠিক যেন নর ॥

সম্পূর্ণ এই মায়া জাল কাটে নাই কেহ।
শুকদেব কাটিয়াছে প্রহ্লাদ সন্দেহ ॥
নব সাধু দল কলি নব ঋষি শুক।
বৎসরান্তে দেখে কিন্তু নব পুত্র মুখ ॥
তিল তিল রূপে যেন তিলোত্তমা হয়।
তিল তিল বুদ্ধি যোগে উকিল নিশ্চয় ॥
তিল তিল জলে হয় জলধি প্রবল।
তিল তিল তম গুণে ভণ্ড সাধু দল ॥
বাঘ যদি পাছে লাগে গাছে উঠা যায়।
ভণ্ড সাধু আন্দরবাড়ী জাতি বাঁচা দায় ॥
যিনিই প্রকৃত সাধু সাধু ব্যবহার।
জাতি কি অজাতি আমি না করি বিচার ॥
তাঁহার চরণে মম শত প্রণিপাত।
তাঁহার আশীষ যেন পাই দিন রাত ॥
একে বৃদ্ধ বুদ্ধিহীন জরা আক্রমণে।
ক্ষেমেশে করুন ক্ষমা দোষ দরশনে ॥

খল।

একমত লোক আছে দেখি বর্ত্তমান।
কথা চালাচালি করি ঝগড়া বাঁধান ॥
দুই মধ্যে জ্বলে যদি দ্বন্দ্ব হুতাশন।
ঘৃতের আহুতি দেন মধ্যস্থ যেজন ॥

সুকথা হলেও তবু কু-ভাবে বাখানে।
মুখের ভঙ্গিতে কথা কতদিকে টানে॥
ভাগ্যেতে বক্তার যদি বোকা শ্রোতা মিলে।
তুম্বুবা বাজির মত হু হু শব্দে জ্বলে॥
দুয়েতে লাগিলে দ্বন্দ্ব মন্দ গালা গালি।
ভারি খুসী মনে হাসি দেয় করতালি॥
এরূপ খলের সংখ্যা বাড়ে দিন দিন।
ভাই ভাই দূরের কথা পিতা পুত্রে ভিন॥
বিশেষতঃ যাহার বিষয় কর্ম্ম নাই।
এ বাড়ী ঐ বাড়ী করি ফিরে ঠাঁই ঠাঁই॥
আসন না পেলে তবু ভূমিতে আসন।
পাইলে পূঁজের গন্ধ মক্ষিকা যেমন॥
স্বর্গের নারদ ছিল দেবের সভায়।
মর্ত্ত্যের নারদ ঘুরে পাড়ায় পাড়ায়॥
স্বর্গের নারদ হাতে বীণা যন্ত্র ধ্বনি।
মর্ত্ত্যের নারদ গুণ কাণেতে ফুস্‌লানি॥
স্বর্গের নারদ মন্ত্রে স্বর্গবাস হয়।
মর্ত্ত্যের নারদ মন্ত্রে গারদ নিশ্চয়॥
দেশের দুর্দ্দশা হেরি দুঃখে যাই গলি।
সমাজ রহস্য দুঃখ কারে আর বলি॥

শাশুড়ী ও বধূ।

ঝুনু ঝুনু বাজে নববধূ আসে ঘরে।
গৃহ পুলকিত কত শত জয়কারে॥
ক্ষীর মিঠা মুখে কত সুখে গড়াগাড়ি।
আনন্দে নন্দন বন দেখেন শাশুড়ী॥
ভিতর বাড়ী হুলু হুলু ধ্বনি শুনা যায়।
বাহির বাড়ী নানা শব্দে নাগারা বাজায়॥
সারি সারি নারী বসি পানে কাটে ফুল।
ঝল মল রসিকার নাসিকায় দুল॥
গিন্নীর পড়নে শোভে পাছা পে'ড়ে সাড়ী।
হাতে বাজুবন তাহে চলে বাহু ঝাড়ি॥
চিক্ জ্বলে ঝিক্ মিক্ গলে স্বর্ণহার।
সিন্দুরের বিন্দু সীতি অপূর্ব্ব বাহার॥
চাবির ঝুণ্টাটী বান্ধে কাপড়ের কোণে।
পিঠেতে ঝুলান যেন দেখে সর্ব্বজনে॥
গোলাপ ফুলের মত বোলাকের পাত।
সূর্য্যের চমক পৈলে চমকে হঠাৎ॥
অনন্তে অনন্ত শোভা মন শোভা অতি।
কর্ণমূলে কর্ণ বালা স্বর্ণময় জ্যোতিঃ॥
কপালে তিলক তিন চিবুকেতে তিন।
দুইমেঘ মধ্যে হাসি বিদ্যুতের চিন॥

কি চালে চাহেনা চক্ষে চক্ষে দেখ ভাই।
শিব ভয়ে চক্ষে কাম রয়েছে লুকাই॥
ফুলের কেশর মত বেসর দোলায়।
হাত লাড়াচ্ছলে হীরা অঙ্গুরী দেখায়॥
আপনি মোহিত দেখি আপন বাহার।
বধূর শ্বাশুড়ী হব সুখ কিবা আর॥
অন্ন থালা না লইব না করিব পাক।
ভোজন আসন দিয়া বধূ দিবে ডাক॥
লবণালবণ জন্য বধূ হবে দাই।
গরমে চরম সীমা ছাড়াছাড়ি নাই॥
শ্বাশুড়ী কলসী ভাঙ্গে ভাঙ্গা হবে ধান।
বধূতে ভাঙ্গলে কিন্তু সংশয় পরাণ॥
বধূর উপরে যত করে জাকজারী।
এই তো স্বর্গের সুখ ভাবেন শ্বাশুড়ী॥
অসুরী শ্বাশুড়ী গালি যত দিতে পারে।
ভ্রাতার গালিটী বধূ সহিতে না পারে॥
বেগুন কুটীয়া যদি নাহি দেন জল।
বধূর ভ্রাতার তবে হবে অমঙ্গল॥
এই যে অমোঘ বাক্য বলেন শ্বাশুড়ী।
বেগুনেতে দিবে জল সর্ব্বকর্ম্ম ছাড়ি॥
লোহার শলাকা কভু বধূ মার গালে।
বুঝেনা শ্বাশুড়ী কিবা হবে পরকালে॥

নির্ব্বোধ শ্বাশুড়ী তবু জানে না সন্ধান।
বধূরে সেবিলে তবে নিজ পুত্রে পান॥
বিনা দোষে কভু যদি বধূরে প্রহারে।
পুত্র তাহা নিজ গাত্রে অনুভব করে॥
ননদিনী নাগিনী সে বাঘিনীর প্রায়।
দ্বন্দ্ব গালাগালি মন্দ কথায় কথায়॥
কলিকালের মেয়ে বটে নির্লজ্জ মুখর।
কথা না বলিতে দেন অমনি উত্তর॥
পতি পাতে মাংস দিয়া শ্বশুর পাতে হাড়।
এমন কলির বধূ বলি কি বাহার॥
পতির পাতে বিরাজ করে মৎস্য আর ডিম।
শ্বশুরের পাতে বসা বেগুন আর শিম॥
মাটী ফাটি দ্বিধা হও যাই রসাতল।
পুত্রের পাতে দধি ছানা পিতার পাতে জল॥
ভাসুরের মোটা অন্ন মোটা বস্ত্র খান।
দেবরের ভাগ্যে তবু কভু কিছু পান॥
দেখিয়াছি কোন বধূ যাদু মন্ত্র বলে।
শ্বশুরে পৃথক করে পতি কাণে ব'লে॥
পতি হ'তে পারে অতি বুদ্ধি বিচক্ষণ।
নারী কাছে সব মিছে মেস্মেরিজম॥
কেমনে এমন মেয়ে কেমন মার ঝি।
কি করিলি নারী জাতি নামে কালী দি॥

তোমার জাতি সীতা, সাবিত্রী, সত্যবতী।
তোমার জাতি ভগবতী নামে পুণ্য অতি॥
তোমার জাতি সুরধুনী লক্ষ্মী সরস্বতী।
তোমার জাতি নলের নারী দয়মন্তী সতী॥
তব জাতি শুভঙ্করী খনা লীলাবতী।
তব জাতি বিপুলা বাঁচায় মৃত পতি॥
যে করে এমন কাজ লাজ দিমু তাঁরে।
নমি সতী গুণবতী ধন্য সহকারে॥
জায়া ত সামান্য নহে ছায়া স্বরূপিণী।
জায়া ত সামান্য নহে অর্দ্ধাঙ্গ রূপিণী॥
সেই যে অর্দ্ধাঙ্গ নষ্ট হয় যদি কার।
অর্দ্ধাঙ্গ রোগ বলি সেই অভাগার॥
কোন কোন নব্য বাবুর সভ্য ব্যবহার।
ভোজনের আগে চান বিছানা তাঁহার॥
অগ্রেতে আমার কাজ কর সম্পাদন।
পরেতে অপর কাজ যদি থাকে মন॥
অমুজে দমুজ তুল্য নাহি ইতে ভুল।
ভগিনী নাগিনী যেন নয়নের শূল॥
গৃহ আলোকিত আর পুলকিত মন।
শ্যালক শ্যালিকা যবে গৃহে আগমন॥
এইরূপ ব্যবহার হয় যার বাড়ী।
চলি যায় লক্ষ্মী মাতা শত ঝাড়ু মারি॥

ননদিনী দেখে যদি ভগিনী মতন।
হীরক কাঞ্চন যোগে অমূল্য রতন ॥
নিজ মেয়ে পর মেয়ে যে দেখে সমান।
সে শ্বাশুড়ী সুরেশ্বরী স্বর্গের নিশান ॥
বধূটী এনেছি ঘরে কোথা মাতা পিতা।
আমাকে দিয়াছে যবে আমি তার মাতা ॥
বধূটীর হওয়া চাই মধু ব্যবহার।
সকলের প্রিয় পাত্র গৃহ অলঙ্কার ॥
বধূ যদি বুদ্ধিমতী মধু ব্যবহারে।
হেলাতে ভুলাতে পারে শ্বাশুড়ী শ্বশুরে ॥
পতিই পরম গুরু গুরুর গুরু যিনি।
শ্বশুর পরমারাধ্য শ্বাশুড়ী জননী ॥
কলহকারিণী বধূ যদি বা অসৎ।
বিষেতে বিনাশে বিষ মহতের মত ॥
পতির সুমতি যদি বুদ্ধি বিচক্ষণ।
মনে রাখে ভালবাসা মুখেতে শাসন ॥
সুনির্ম্মল শান্তি সুখ আছে যার ঘরে।
ঠেলিয়ে ফেললে লক্ষ্মী নাহি যায় দূরে ॥
স্বর্গ সুখ তুচ্ছ বটে গৃহ সুখ যার।
সমাজ রহস্যে তার সোণার সংসার ॥

পণ্ডিত রহস্য।

উপাধি পণ্ডিত কভু পণ্ডিত না হন।
তিনিই পণ্ডিত যার জ্ঞান বিভূষণ॥
মিষ্টান্ন করিলে পাক মিষ্ট নাহি পায়।
মিষ্টান্ন খাইলে তুষ্ট পুষ্ট হয় কায়॥
তোতার মতন করি বিদ্যা অধ্যয়ন।
কিন্তু তার সারভাগ করিনা গ্রহণ।
উপাধি বিদ্যাতে মাত্র ছাত্র শিক্ষা হয়।
ছাত্রকে করিব সাধু নিজে সাধু নয়॥
মিষ্টান্ন পলান্ন রাঁধে পাচক কেবল।
তাতে তার তুষ্টি পুষ্টি হয় কিহে বল?
মুখেতে খাইনু মাত্র মুখেতে উদ্গার।
উদরে কিঞ্চিৎ মাত্র না রহিল সার॥
পণ্ডিত অগাধ বিদ্যা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যার।
প্রশংসা নাহিক যদি নষ্ট ব্যবহার॥
সরল পণ্ডিত যিনি সত্য আচরণ।
মূর্খ হইলেও পদে শির আকর্ষণ॥
তাহাতে বিদ্বান হলে কিবা শোভা ধরে।
বিষ্ণুকণ্ঠ বিভূষিত যেন পুষ্পহারে॥
মাতৃবৎ পর স্ত্রীতে পরদ্রব্যে মাটী।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতে সে পণ্ডিত খাটী॥

তাহাকে পণ্ডিত বলে সর্ব্বগুণাধার।
সমাজ রহস্যে তিনি শির অলঙ্কার॥
যাহাদের মন বটে অপবিত্র ময়।
তাহাকে পণ্ডিত বলা শাস্ত্রসিদ্ধ নয়॥
পণ্ডা বুদ্ধি কারে বলে করুন বিচার।
অযোগ্য উপাধি দিলে ব্যাধি মাত্র সার॥
মন মাত্র মানবের একমাত্র ধন।
মনে মোক্ষ লাভ, মনে নিরয় গমন॥
ভিতরে পঁচিয়া যদি থাকে নারিকল।
বাহিরে ধুইলে কভু মিষ্ট নহে জল?
লবণ বর্জ্জিত মৎস্য যদি পাক করে।
আস্বাদ করে কি তারে ঘৃতের সম্ভারে॥
উলঙ্গ রমণী যদি পরে অলঙ্কার।
কখন কি শোভা বৃদ্ধি হইবে তাহার?
গঙ্গাতে পড়িলে বৃষ্টি হয় গঙ্গা জল।
মলেতে পড়িলে বৃষ্টি বৃদ্ধি হয় মল॥
অসতের বিদ্যা যেন সাপের মাণিক।
বিদ্যার বৃদ্ধিতে হয় কুবুদ্ধি অধিক॥
কণ্ঠে যার সরস্বতী, শিরে ধর্ম্ম রয়।
সম্রাট সম্রাজ্ঞী তার পদাণত হয়॥
লক্ষ্মীর করুণা কণা ভিক্ষা নাহি করে।
লক্ষ্মী স্বয়ং বরমালা দেন সেই বরে॥

হাতুড়ী বৈদ্য।

ইস্কুলে পড়িনু কিন্তু বিদ্যা নাহি পায়।
আকুল ব্যাকুল এবে কোন পথে যায়॥
নাহি লাগে বিদ্যা বুদ্ধি নাহি লাগে জ্ঞান।
করিতে লাগিনু হেন ব্যবসা সন্ধান॥
সরল সে কবিরাজী সহজ কেবল।
ইহাই করিব সার জীবন সম্বল॥
নাড়ীটী টিপিয়া কভু মহাবাক্য বলি।
নাড়ীটী টিপিয়া কভু পাড়িগো পাঁচালী॥
যবে রোগী শয্যাগত মজ্জাগত প্রাণ।
বৈদ্যকে পাইয়া রোগী হাতে স্বর্গ পান॥
ইষ্টকের চূর্ণ দিয়ে স্বর্ণসিন্দুর কয়।
অনুপান দিল বৈদ্য যাহা মনে লয়॥
বন কাপাসের বীজ মৃগ নাভি হন।
ঝিনুকের ভস্ম হৈল মুকুতা কারণ॥
পাইল উদরী রোগী কফ বলবান।
নাড়ীটী টিপিয়া তবে দিল অনুপান॥
তরমুজের রস লই মিলাইয়া জলে।
চিনির সর্ব্বত করি দিল সন্ধ্যাকালে॥
রাত্রে হয় গাত্র দাহ কফে ঘর ঘর।
রোগী গেল যমের বাড়ী বৈদ্য দিল লড়॥

এমন ব্যবসা আশা করাই নিষ্ফল।
সমাজ রহস্যে সেই মানুষ মারা কল॥

বর্ত্তমান সমাজ।

বিলাত ফেরত যদি ঘটয়ে কাহার।
তার দোষে দোষী হয় সব পরিবার॥
মুক্ত হস্ত হলে কভু মুক্ত লাভ হয়।
রিক্ত হস্ত হলে সদা ত্যক্ত হয়ে রয়॥
ম্লেচ্ছাদি যবন যদি বসে আঙ্গিনায়।
সরায়ে না দিলে জল আনা নাহি যায়॥
সোডা লেবেনেট্ ম্লেচ্ছের পদ ধৌত জল।
আনন্দেতে পান করি হইগো শীতল॥
সন্ধ্যা অন্ধকারে ম্লেচ্ছ হোটেলেতে যাই।
ডিম ভাজা কত মজা তাতে দোষ নাই॥
বালিকা বাপের বাড়ী লভিলে যৌবন।
জাতি কুল বিচারিতে নষ্ট মূলধন॥
আর কত ভণ্ড দল গণ্ডা গণ্ডা ফিরে।
দীক্ষা দিয়া শিক্ষা দেন সাধু করিবারে॥
গুপ্ত ভাবে অনঙ্গ অঙ্গেতে আসে যায়।
বিবাহের পূর্ব্বে দীক্ষা শাস্ত্রটী কোথায়॥
ভ্রূণ রক্ষা করিলেই জাতি নষ্ট হয়।
ভ্রূণ নষ্ট করিলেই শুদ্ধ অতিশয়॥

তণ্ডুলের দোষ কেন দেখি বার মাস।
লবণ বর্জ্জিত পাক তবু জাতি নাশ॥
রাজার ব্যঞ্জন পাক লবণ সংযোগ।
খুসিতে লুচিতে খাই নাই অনুযোগ॥
মুচি হাতে লুচি ভাজা যত দেশে নয়।
বৈদ্য কায়স্থ পানাহার দোষ অতিশয়॥
বৈদ্য কায়স্থ তুরন্থাং জ্ঞাতি হিংসা বেশ।
পাতা নিয়ে হাতা হাতি খেতে রাত্র শেষ॥
দেশে দেশে বিদ্যালয় বহু আড়ম্বরে।
দলাদলি গালাগালি কিছু দিন পরে॥
জাতিগত ব্যক্তিগত ভেদ ক্রমে ক্রমে।
লক্ষ্মীর আবাস ভূমি নাই যেই গ্রামে॥
কর্ম্ম দোষে অভাগার জন্ম ভূমি খান।
সমাজের জ্বালাতনে সদা ম্রিয়মান॥
সমাজের ভয়ে কত পরকাল মাটী।
সমাজ রহস্য দেখে হয়ে গেনু মাটী॥
ব্যক্তিগত লিখিবার নাহি মোর মন।
তাই ক্ষমা করিবেন হে পাঠকগণ॥
এই দোষে স্পর্শ নাহি করে যেই জনে।
তাঁরে ধন্যবাদ মম বিনয় বচনে॥
পুস্তক লিখিত দোষ যদি থাকে কার।
বিশুদ্ধ করিতে চেষ্টা বিনয় আমার॥

রহস্য দিয়াছি এই পুস্তকের নাম।
নিজে বলি মেকি সোণা তাতে কি বদ্‌নাম ॥
অন্ধ চক্ষুহীন বটে লাঠি চক্ষু হীন।
তবু যষ্ঠিভরে অন্ধ চলে রাত দিন ॥
আপনার পৃষ্ঠ ব্রণ না দেখে আপনে।
অন্যেতে আরোগ্য করে ঔষধি লেপনে ॥
আপনার চক্ষে যদি পড়ে ধূলি কণা।
নিজেতে না পারে ভাল করে অন্য জনা ॥
অপ্রিয় বলিতে নাই যদি সত্য হয়।
কিন্তু আমি তাহার করিনু বিপর্য্যয় ॥
নিন্দা করিলাম বটে মনে কিন্তু হিত।
সেজন্য সৌজন্য গুণে মার্জ্জনা উচিত ॥
অবোধ বালকে যবে প্রহারে জননী।
জনকে না করে রাগ গুণ অনুমানি ॥
শিক্ষকে করেন যবে বালকে প্রহার।
রাগ নাই করে ভাবি ভাবি উপকার ॥
অপরে মারিল শিশু শুনিল যখন।
ধৈরজ ধরিতে নারে গরজে তখন ॥
আমি তো শিক্ষক নহে নহেতো জননী।
মনে নাই হিংসা ভবে তাই মাত্র জানি ॥
যেমন কণ্টক দিয়া কণ্টক ঘুচায়।
কণ্টক স্বরূপ লিখি রহস্য কথায় ॥

ভিটা বিক্রী প্রস্তাব করিয়া কার সনে।
অযথা বহুল ব্যথা দিয়াছেন মনে॥
বুঝিলাম সময়ের তারতম্য ফল।
বুঝিলাম কর্ম্মদোষে অমৃত গরল॥

তীর্থ রহস্য।

ব্রহ্মাণ্ডের তীর্থ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেতে আছে।
না হেরে বাহির চক্ষে ঘুরি দেশে দেশে॥
১। বহির্দ্দেশে গঙ্গা ও যমুনা সরস্বতী।
ভিতরে পিঙ্গলা ইড়া সুষুম্না বসতি॥
ত্রিধারা মিলিত হল দ্বিদলেতে যাই।
না জানি সাধনা তত্ত্ব কিরূপেতে পাই॥
বাহিরে ত্রিবেণী যথা হয়েছে মিলন।
প্রয়াগ তাহার নাম পুণ্য নিকেতন॥
দুগ্ধবতী ধেনু যার জানেন দোহন।
ক্ষীর পাওয়া দূরে যাওয়া কষ্ট অকারণ॥
হাতেতে নাইক কড়ি না জানি দোহন।
তীর্থ দেখি হও সুখী যদি থাকে মন॥
২। নাভিতে কস্তুরী রাখি যেন মৃগগণ।
স্থানে স্থানে বনে বনে করে অন্বেষণ॥
সেইরূপ চর্ম্মাবৃত দেহে আপনার।
যোগ বিনা অন্বেষণে নাহি পান তাঁর॥

অত্যন্ত সাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠ যোগ ক্রিয়াবান।
ভেক সাপ হইতে পান ক্রিয়ার সন্ধান॥
ভক্তিতে গলিলে মন শক্তি লাভ হয়।
সেই শক্তি বলে শক্তি লভিবে নিশ্চয়॥
যাহার নাহিক শক্তি অন্তর নয়নে।
শান্তিলাভ বাহিরেতে তীর্থ দরশনে॥
৩। নক্সাতে বুঝিতে নাই অভিজ্ঞতা যার।
সরজমিন দেখে বুঝে অবস্থা তাহার॥
না চিনি স্কেইল কাঁটা না জানি সার্ভে।
নক্সা পরিচিহ্ন করি কে আমারে দে॥
মফঃস্বল যাইয়া পরে সরজমিন চাই।
নক্সার সহিত যেন দেখেন মিলাই॥
শিকারীর লক্ষ্য যেন বন্দুকে কলাই।
ব্রহ্ম লক্ষ স্বীকারীর নাসা অগ্র তাই॥
দ্বিদলেতে মন নাসা অগ্র লক্ষ্য করি।
বিন্ধেন পরম ব্রহ্ম যে যোগী শিকারী॥
গেরুয়া বসন কিবা লম্বা চুল দাঁড়ি।
শিষ্য অন্বেষণে কিবা ফিরি বাড়ী বাড়ী॥
জটাজুট ভস্ম কিবা রুদ্রাক্ষের মাল।
অনাহারি ফলাহারি পরি ব্যাঘ্র ছাল॥
অধ্যাত্মিক গানে কিবা নয়নের জলে।
বিন্ধেনা পরম ব্রহ্ম কৃত্রিম কৌশলে॥

শিশুর মতন মন সরল যেমন।
শিশুর মতন যবে লজ্জা বিসর্জ্জন॥
শিশুর মতন নাই মান অভিমান।
শিশুর মত শত্রু মিত্র সকল সমান॥
কেবল শিশুর লক্ষ্য জননীর স্তন।
তেমন ব্রহ্মের দিকে সাধকের মন॥
(যেমন) দ্রোণ জিজ্ঞাসিল পার্থে পরীক্ষা সময়।
সম্মুখেতে কি কি দেখ ওহে ধনঞ্জয়॥
অর্জ্জুন বলিল আমি কিছুই না দেখি।
দেখিগো পাখীর মাত্র সে দক্ষিণ আঁখি।
আর দেখি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর দিনে॥
মৎস্য চক্ষু লক্ষ্য করি পার্থ বান হানে॥
পঞ্চ পাণ্ডবের রূপী পঞ্চ তত্ত্ব মাঝে।
পরা প্রকৃতির রূপা দ্রৌপদী বিরাজে॥
এইরূপ লক্ষ্যভেদ করিবেন যিনি।
কৃষ্ণা রূপা ব্রহ্ম শক্তি লভিবেন তিনি॥
এমন শিকারী ভাই আছে কয় জন।
অতএব তীর্থ হেরি জুড়াই জীবন॥
৪। ব্রহ্মাণ্ডের বীজ শুক্র ফটোগ্রাফ মত।
ক্ষুদ্র ব'লে তত্ত্ব পাওয়া বুদ্ধি পরাহত॥
এন্‌লার্জে স্থূল দেহ ফটোগ্রাফ হ'তে।
যোগবলে অন্তর্চক্ষে পড়ে দৃষ্টি পথে॥

৫। হারিকেন্ লেম্পে অগ্নি আছে তাহা জানি।
চিম্‌নি খু'লে অগ্নি নিতে কিন্তু নাহি জানি॥
ঠেকাইয়া দেখেছি টিকা আগুণে না লাগে।
ধূমেতে জড়িত চিম্‌নি ঘোর কাল দাগে॥
কিন্তু আমার ধূম্রপান না করিলে নয়।
বাহিরের অগ্নি দিয়া টিকা জ্বালা হয়॥
অন্তরে আছেন ব্রহ্ম তাহা আমি জানি।
পাপেতে জড়িত মম স্থূল দেহ খানি॥
মুদিত রয়েছে আমার অন্তর নয়ন।
কেমনে সে ব্রহ্মরূপ করি দরশন॥
স্থূল চক্ষে স্থূল তীর্থ করি নিরীক্ষণ।
অবশ্য জুরায় ধর্ম্ম পিপাসুর মন॥
৬' সংস্কৃত বিদ্যায় যার আছে অধিকার।
বাল্মীকির রামায়ণে সন্তোষ তাহার॥
না জানে সংস্কৃত নাই বাঙ্গালার লেশ।
কীর্ত্তিবাসে রামায়ণে আনন্দ বিশেষ॥
৭। তীর্থ সমাগমে হয় সাধু দরশন।
সাধু উপদেশে দেহ তত্ত্ব নিরুপণ॥

১। বিন্দু লক্ষ্য শিক্ষা করি যেন সেনাগণ।
ভীষণ রণেতে পরে অগ্রসর হন॥

২। ফল জন্মিবার পূর্ব্বে ফুল ফুটে যায়।
ফলটি জন্মিলে ফুল পতিত ধরায়॥
৩। তামসে খুঁজিতে বস্তু দীপ প্রয়োজন।
বস্তুটী পাইলে দীপ নির্ব্বান তখন॥
৪। আলোকে পুলকে পাই যবে অন্ধকার।
প্রকাশিত জ্ঞান সূর্য্য দীপ কি দরকার॥
৫। বাল্যশিক্ষা শিক্ষা করি বি, এ, অধ্যয়ন।
চাকরী পাইলে পাঠ্যে কিবা প্রয়োজন॥
ব্রহ্মের অভাব নাই মনের অভাব।
খুঁজিতে জানিলে ব্রহ্ম হয় ব্রহ্ম লাভ॥
দেখিলাম ঠেকিলাম লিখি বহুতর।
কিন্তু মন মনোহারি দোকান ভিতর॥
না পেলে মদের গন্ধ মাতাল যেমন।
পলান্ন কি মিষ্ট অন্নে তুষ্ট নহে মন॥
পূর্ব্ব সংস্কার আর দয়া বিধাতার।
প্রক্রিয়া অভাবে মন অবাধ্য সবার॥
প্রকৃত প্রক্রিয়া যদি না পাই সন্ধান।
মনের চাঞ্চল্য হেতু নহে ব্রহ্ম জ্ঞান॥
মাতার স্তনেতে ক্ষীর জীবন সম্বল।
আঙ্গুল চুষিলে ক্ষীর কোথা পাব বল॥
কর্ম্ম তীর্থ প্রক্রিয়াদি অভ্যাসের বলে।
মন স্থিরে ব্রহ্ম পথ অনায়াসে খোলে॥

৬। ধর্ম্ম পিপাসাতে যদি ধর্ম্ম খোঁজ করে।
লুকাতে না পারে ধর্ম্ম বিশ্ব চরাচরে॥
পিপাসা নাহিক বুকে মুখে মাত্র জল।
ব্রহ্ম তৃষ্ণা কবে হবে হৃদয়ে প্রবল?
৭। ধেনু মাঝে দুগ্ধ আছে জানে সর্ব্বজনে।
তাহে ধেনু বলবান নহে কি কারণে॥
বাহিরের দুগ্ধ যদি পক্কাশয়ে পড়ে।
শক্তিরূপে সঞ্চালিত সর্ব্ব কলেবরে॥
সেরূপ প্রত্যেক দেহে আছে ব্রহ্মভাব।
প্রক্রিয়ার অভাবেতে নহে ব্রহ্ম লাভ।
অতএব বাহিরের তীর্থ দরশনে।
অবশ্য কতেক শান্তি পাওয়া যায় মনে॥
না হউক সম্পূর্ণ ফল মম অনুমান।
আসল অভাবে যেন নকল প্রমাণ॥
মূলের অভাবে স্থূল করিবে গ্রহণ।
হীরকের বিনিময়ে প্রবাল যেমন॥
৮। যেন অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি দেখি সুরধুনী।
ভাবিলাম দ্বিদলেতে বিরাজেন তিনি॥
যবে দেখি অন্নপূর্ণা সহ বিশ্বেশ্বর।
বুঝি তথা বিন্দুরূপে গৌরী সহ হর॥
দেখিলাম বহু দেব দেবী কাশী মাঝে।
বুঝিলাম এইরূপ দেহেতে বিরাজে।

গঙ্গাজলে ডুব দিলে সর্ব্ব পাপক্ষয়।
সুষুম্নায় ডুবে পুনর্জ্জন্ম নাহি হয়॥
বুঝিলাম ত্রিকুট উপরে কাশীস্থান।
সুষুম্না পিঙ্গলা ইড়া ত্রিশূল প্রমাণ॥
ব্যাস কাশী দেখিলাম গঙ্গার ওপারে।
দ্বিদলের নীচে বুঝি দেহ অভ্যন্তরে॥
দ্বিদলেতে মুখ্য কাশী মোক্ষের আলয়।
ব্যাস কাশী দৃষ্টি মাত্র পুণ্যের সঞ্চয়॥
সুকৃতি অভাবে যদি ব্যাস কাশী পায়।
না হবে নির্ব্বাণ পুণ্য লভিবে তথায়॥
মরিলে গর্দ্দভ হবে আছে এ প্রবাদ।
মোক্ষ না হইল ব'লে এই অপবাদ॥
দেখিনু কাম্যাখা দেবী ব্রহ্মপুত্র ধারে।
যোগীগণে দেখে যারে দেহ অভ্যন্তরে॥
মূলাধার নামে পদ্ম শোভে চতুর্দ্দলে।
কাম স্বরূপিনী যোগী দেখে যোগ বলে॥
লিঙ্গ অধেঃ গুদ উর্দ্ধে আছে যার স্থান।
সুষুম্না সংযোগ তথা সদা দীপ্তমান॥
দ্বাদশ দলের মাঝে ত্রিকোণ মণ্ডলে।
অষ্ট মূর্ত্তি অষ্ট শক্তি আছে অষ্ট দলে॥
সীতাকুণ্ডে শম্ভুনাথ দেখে হল মনে।
বিরাজে ক্রমদীশ্বর শম্ভু অষ্ট কোণে॥

যেই আদিনাথ শিরে ধরিল রাবণ।
বিশ ভুজে তুলিতে নারিল দশানন॥
রাবণের মূত্র ব'লে মূত্রছরা নাম।
দেখিয়া কতই কথা মনে ভাবিলাম॥
পুলকিত মন দেখি সেই আদিনাথে।
ষোড়শ দলেতে তিনি আছে অনাহতে॥
গয়াধামে বিষ্ণুপদে পিণ্ডে অনুমানি।
দ্বিদলেতে বিষ্ণুপদে যোগ কুণ্ডলিনী।
বাহিরেতে দেখিনু সুন্দর বৃন্দাবন।
গোপীনাথ গোবিন্দজি মদনমোহন।
দেখিনু যমুনা নদী পঞ্চ ক্রোশী বন।
রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন॥
এই চিন্তামণি আছে চিন্তামণি পুরে।
যারে চিন্তা কৈলে ভবচিন্তা যায় দূরে॥
বাঁশী হাতে অনাহতে হৃদি বৃন্দাবনে।
বাঁশরী বাজান কৃষ্ণ ফুৎকার বিহনে॥
শম্ভুনাথ ভজিয়া ভজহ আদিনাথ।
তার পর ব্রহ্মদেশ নয়ন সাক্ষাৎ॥
তদূপরে কৈলাস শেখর মনোহর।
শিব শক্তি যথা বাস অতীব সুন্দর।
অমৃত স্বরূপ কত মহৌষধি তায়।
আলোকে পুলক তথা ঔষধি লতায়॥

শক্তি সহ শিব আছে বহে গঙ্গাধার।
দ্বিদল উপরে শিরে বুঝি সহস্রার।
বহিছে অমৃত ধারা রাধা যার নাম।
খেচুরী মুদ্রাতে মাত্র যোগী করে পান॥
যখন জঠরে জিহ্বা তালু মূলে পশি।
পিয়েছিনু যে অমৃত যোগাসনে বসি॥
বিষয়ের বিষ যবে প্রবেশিল শিরে।
সে অমৃত বিষবৎ হয় ধীরে ধীরে॥
পূতি গন্ধ ব্রণ মুখ মেদ ক্লেদ নারী।
তারে ভজিলাম ত্যজি ভবের কাণ্ডারী॥
যেন কলিকাতা দেশ দেখেছি নয়নে।
চিন্তা করা মাত্র তাহা প'ড়ে যায় মনে॥
এ জীবনে দেখি নাই আমেরীকা দেশ।
মনেতে না আইসে তার লক্ষণ বিশেষ॥
যবে দেখি গোকুল মথুরা বৃন্দাবন।
মনে পড়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিকেতন॥
মাতৃ ফটোগ্রাফ হেরি পিণ্ড দান কর।
মাতৃভাবে রোমাঞ্চিত সর্ব্ব কলেবর॥
সেরূপ বাহিরে যবে দেখি সুরধনি।
সুষুম্না রূপেতে যেন দেহে অনুমানি॥
অবোধ কালেতে যদি জননী নিধন।
মাতৃ ফটোগ্রাফ হেরি অশ্রু বিসর্জ্জন॥

লিখকের পিতামহ শ্রীরাধা চরণ।
সীতাকুণ্ডের মুন্সেফ ছিলেন আজিবন॥
তীর্থ উপলক্ষে কভু যাইয়া তথায়।
খুঁজিলাম ছিল তাঁর বৈঠক কোথায়॥
মোহন্ত বাড়ীতে তাঁর ফসলা পাইয়া।
চক্ষুজলে বক্ষ ভাসে অক্ষর দেখিয়া॥
তীর্থ তীর্থ দেব "এই অক্ষর" আমার।
"এ ফসলা" তীর্থ মম বংশের সবার॥
সেরূপ অযোধ্যা ধাম যবে দেখি আমি।
মনে পড়ে রাম লক্ষ্মণের জন্ম ভূমি॥
অমীয় চরিত সীতা মনে পড়ে পুনঃ।
কনক বরণী সতী জানকীর গুণ॥
বাহিরে হেরিলে আসে অন্তরের বল।
তেঁতুল দেখিলে যেন রসনার জল॥
প্রতিমা দেখিলে যবে ভক্তির উদয়।
ভিতরের ঘাস বাঁশ মনে নাহি হয়॥
মনে সুখ মনে দুঃখ মনে পুণ্য পাপ।
মনের বিশ্বাসে মাত্র হয় ব্রহ্ম লাভ॥
নিশ্বাস টানিতে বায়ু নহে অনটন।
মনেতে খুজিলে ব্রহ্ম মিলে সর্ববক্ষণ॥
এই মন বশীভূত যে জনার হয়।
গৃহবাসী গয়া কাশী সমান উভয়॥

১১। ভিতরেতে কর্ত্তা আছে মন মহাবল।
বাহিরে প্রহরী রূপ ইন্দ্রিয় সকল॥
মনের আছয়ে তিন মন্ত্রী মহাশয়।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ নামে পরিচিত হয়॥
বাহিরে হেরিয়ে তবে কর্ত্তাকে জানায়।
মন্ত্রী তারতম্য মতে কার্য্য করা যায়॥
সেই কার্য্য গুপ্ত রূপে চিত্র হয়ে রয়।
ফনোগ্রাফ মত পুনঃ যবে জন্ম হয়॥
স্থূল চক্ষে স্থূল তীর্থ করি দরশন।
ভিতরে সুষুম্না খুলে দেখে যোগিগণ॥
ছয় বিঘা ব্যাপক যে বটবৃক্ষ খান।
শস্য রূপ সূক্ষ্ম বীজে করে অবস্থান॥
সেইরূপ বাহিরের বিশ্ব চরাচর।
সূক্ষ্মরূপে আছে শুক্র বিন্দুর ভিতর॥
সঙ্গে জাত সুখ দুঃখ জয় পরাজয়।
আম্রের মুকুলে যেন কীট জন্ম হয়॥
বাহিরেতে শুনি যদি রণ বাদ্য ধ্বনি।
অগ্নির স্ফূলিঙ্গ যেন সতেজ ধমনী॥
বাহিরে করুণ রস করিলে শ্রবণ।
ভিতরে প্লাবিত জলে অশ্রু বিসর্জ্জন॥
কামলা রোগেতে নেত্র হরিত যখন।
জগতের যত বস্তু হরিত বরণ॥

সত্ত্ব গুণ যবে হবে হৃদয়ে উদয়।
দেখিব যে ভব খানা বিভু বিশ্বময় ॥
তমো ভাবাপন্ন মন হইবে যখন।
দেখিব এ ধরা খানা সরার মতন ॥
ধরিয়া ধরণী খানা চিৎপটাঙ্গ করি।
আমি হর্ত্তা আমি কর্ত্তা আমি কারে ডরি ?
বাহির দৃশ্যেতে হয় ভিতরের কাজ।
ভিতরে জাগিলে জাগে জগত সমাজ ॥
ভিতরেতে যেই রিপু জাগ্রত যখন।
বাহিরে তৎ প্রীতিকর দ্রব্য অন্বেষণ ॥
বাহিরে ভিতরে তাই একই সমান।
অন্তশ্চক্ষু বহির্চক্ষু মাত্র ব্যবধান।
ব্রহ্ম বৈলে ভিন্ন বস্তু এই পৃথিবীতে।
আছে বৈলে বিশ্বাস না হয় মম চিতে ॥
পৃথিবী ত কিছু নহে ব্রহ্ম পারাবার।
জীবত কিছুই নহে ব্রহ্ম বিম্ব সার ॥
শালগ্রাম বিনিময়ে শীলা খণ্ড খান।
শম্বুক ঝিনুক কিবা মৃত্তিকা পাষাণ ॥
ছাতি ফাটা ব্রহ্ম তৃষ্ণা যবে হয় মনে।
মিলিবে পরম ব্রহ্ম মৃত্তিকা পাষাণে ॥
বশীভূত হয় যার এই ভোলা মন।
তবে আর তীর্থে তার নাই প্রয়োজন ॥

এ অমোঘ মহাজ্ঞান লভিবার তরে।
যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কার্য্য তীর্থ করে নরে॥
(যেমন) হিঙ্গুলে অভিন্নরূপে পারদ সকল।
হিঙ্গুল ভস্মেতে লভে রস নিরমল॥
সেইরূপ মনঃ আছে তম বিজড়িত।
তমঃ বিনাশেতে মন হয় বশীভূত॥

চড়কগাছ রহস্য।

দেখুন চড়ক গাছ কি রহস্যময়।
রশিরূপে ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়॥
ত্রিকোণ অঙ্কিত কল শিরে আছে যার।
নীচেতে দ্বিদল উর্দ্ধে আছে সহস্রার॥
গাছের স্বরূপ মেরুদণ্ড, মূল স্থান।
ক্ষিতিতত্ত্বে মূলাধারে করে অবস্থান॥
গাছরূপী মেরুদণ্ড, তার অভ্যন্তরে।
সুষুম্না নামেতে নাড়ী সতত বিহরে॥
দ্বিদল ভেদিয়া সহস্রারে আগমন।
বিন্দু সনে কুণ্ডলিনী সদা, সম্মিলন॥
ঈড়া রশি ভার করে মানব যে জন।
কেবল জগতে মাত্র ভ্রমণ কারণ॥
কভু স্বর্গ কভু মর্ত্ত্য কভু প্রেতলোক।
চড়কের মত ঘুরে ভূলোক দ্যুলোক॥

তার উর্দ্ধে যাইবার নাই অধিকার।
ভূলোক দ্যুলোক নিজ কার্য্য অনুসার॥
দক্ষিণে পিঙ্গলা রশ্মি যোগ মেরু সনে।
মধ্যেতে সুষুম্না যোগ চিন্তা করে মনে॥
দক্ষিণ রশ্মিতে ভার করিবেন যিনি।
সুষুম্নার যোগে লাভ হবে কুণ্ডলিনী॥
কল অধোভাগে সে দ্বিদল নাম যার।
সাধকের সেই স্থান নাহি লাগে আর॥
শতদল আছেন কলের মধ্য ভাগে।
তাহা সাধকের আর কাজে নাহি লাগে।
উর্দ্ধ অংশে সহস্রারে অধঃযোনি স্থান॥
বিন্দুরূপে ব্রহ্ম তথা করে অবস্থান॥
কেহবা চড়ক বলে কেহবা সন্ন্যাস।
কেহ শিবগাছ, যার যেই অভিলাষ॥
চড়ক মতন ভবে ঘুরি অনিবার।
তে কারণে হৈল নাম চড়ক ইহার॥
সন্ন্যাস ধর্ম্মের মর্ম্ম গুপ্তভাবে স্থিতি।
এ হেতু সন্ন্যাস,গাছ নাম রাখে যতি॥
সুমেরু সন্ন্যাস দণ্ড করিয়া আশ্রয়।
যে করে সাধন তার শিব লাভ হয়॥
পায় জীব সহস্রারে শিবসম্মিলন।
শিব গাছ নাম তার হৈল সে কারণ॥

বাধা অতিক্রম করি সাধক যে জন।
বিন্দুরূপ ব্রহ্ম লভে নির্ব্বান তখন ॥
ভবের ভাবনা ভেবে বিভোর না হবে।
সম্রাট সম্রাজ্ঞী পদ পদেতে ঠেলিবে ॥
ইন্দ্রের অমরাবতী নন্দন কানন।
অবিদ্যার বাণে বিদ্ধ না হইবে মন ॥

লাবণ রহস্য।*

দেখিতে অনন্ত শাস্ত্র সময় কোথায়।
প্রত্যেক বস্তুতে যেন ব্রহ্ম দেখা যায় ॥
বিষুর পর্ব্বের দিনে দেখি ঘরে ঘরে।
লাবণ প্রস্তুত করে বহু আড়ম্বরে ॥
শক্তু দেখি রাশি রাশি গুড়ের কলসী।
লাবণ প্রস্তুত কার্য্য দেখি হৈল হাসি ॥
শক্তু যেন পঞ্চভূত এই দেহ খান।
জীবাত্মা স্বরূপ গুড় তাহাতে মিশান ॥
সাজেতে ফেলিয়া যবে চাপ দেও তায়।
তাহাকে লাবণ বলে গ্রামের ভাষায় ॥
মসলা ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার।
আস্বাদ চরিত্ররূপ পাক অনুসার ॥

---

* চট্টগ্রামে শক্তু ও গুড়ের দ্বারায় একপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত হয়; তাহা লাবণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

এইরূপ সাজ আছে জননী জঠরে।
শক্তূরূপী পঞ্চভূত আত্মা তাতে পড়ে॥
মাতার জরায়ু কোষে পতন উভয়।
লাবণ স্বরূপী তাতে জীব জন্ম হয়॥
কাষ্ঠের সাজেতে হয় সাজের আকার।
জননীর সাজেতে কল্পনা অনুসার॥
লাবণ প্রস্তুত শক্তু গুড় এই দ্বয়।
জীব আত্মা পঞ্চভূত কর্ম্মসূত্র ত্রয়॥

যম রহস্য।

পাপ পুণ্যে যম ভয় অলীক অসার।
পুণ্যে সুখ পাপে দুঃখ দেহ অধিকার॥
যমের তাড়না আর নরক চৌরাশী।
কেবল কথার কথা মনে আসে হাসি॥
মৃত্যুকালে মৃত্যুকন্যা যমদূত ভয়।
শমনের বিভীষিকা প্রহেলিকাময়॥
আত্মা অবিনাশী বটে ক্ষয় নাহি যার।
মন আত্মার অংশ যমের কিবা অধিকার॥
পঞ্চভূতে গঠিত নশ্বর দেহ খান।
এই দেহ দাহে নাই শাস্তির বিধান॥

কারণ শরীর শুক্র দেহ অভ্যন্তরে।
পুড়িয়া হইবে ছাই মরণের পরে॥
তদন্তরে সূক্ষ্ম দেহ জানে যোগি জন।
সুকার্য্য দুষ্কার্য্য ফলে হয় সুপোষণ॥
সুকার্য্যেতে সূক্ষ্ম দেহ সুরঞ্জিত হয়।
কুকার্য্যেতে অনিবার্য্য কালিমা নিশ্চয়॥
মরণের কালে স্থূল দেহ পরিহরি।
পুরাতন ত্যজি পুনঃ নব দেহ ধরি॥
যেরূপ অঙ্কিত পূর্ব্বে আছে প্লেট খান।
ফনোগ্রাফ মত ভবে পুন গাই গান॥
অদৃশ্য বলিয়া কেহ অদৃষ্টও বলে।
সুখ দুঃখ লাভালাভ সেই কর্ম্ম ফলে॥
এমনের দাস রিপু ইন্দ্রিয়াদি দশ।
গৃহস্থ না বশে এলে ভৃত্য কোথা বশ?
শমনে দমন ভাই করিবেন কারে।
আসামী না পেলে ফাঁশী দিবে কার ঘারে॥
লুকো চুরি খেলা খেলে মন খেলোয়ার।
মন দর্পণের ছায়া ধরে সাধ্য কার॥
এমন দুর্ব্বল বটে মানব হৃদয়।
মরণের নামে যেন মুখ শুষ্ক হয়॥
কেহ বলে যম কোকিল ঐ ডাকে গাছে।
কেহ বলে মৃত্যু কন্যা শিয়রেতে নাচে॥

নিম্ পাখী কাল পেঁচা ডাকে ঘন ঘন।
কেহ বলে দড়ি হাতে দাঁড়াল শমন।।
ঐ দেখ ভুত মত যমদূত ধায়।
ঐ শুন গাছে বাঁশে কত মর্মরায়।।
ঐ দেখ চিৎকারিছে অশ্বথের ডালে।
পিশাচের গন্ধ আসে পাছের জঙ্গলে।।
রোগীর নয়ন ঘুরে কুমারের চাক।
যমরাজ মারে দণ্ড কবিরাজ ডাক।।
জীব জন্য যম যদি আসে ঘর কোণে।
যমদূত গণ্ডগোল নহে কেন রণে।।
রাশি রাশি ছাগমুণ্ড মৎস্য রাখি ঘরে।
যমদূতে দেখি কেন লোক নাহি ডরে।।
মরা আধ মরা কত ডাক্তার খানায়।
যমদূত উপদ্রব শুনা নাহি যায়।।
কার্য্য গুণে সূর্য্য লোক প্রেত লোক পায়।
কার্য্য মূলে ভূলোকাদি দ্যুলোক বেড়ায়।।
প্রকৃতি গুণেতে সর্ব্ব কার্য্য সম্পাদন।
যম অমূলক চিন্তা ভীতি উৎপাদন।।
যম অর্থে কাল আনে নিকটে মরণ।
যমের ভীষণ চিত্রে ভীত মূর্খগণ।।
বন বাঘে না খাইতে মন বাঘে খায়।
এরূপ রহস্য কত দেখিছি ধরায়।।

জীবনের কার্য্যাবলি অনিবার্য্য মায়া।
মৃত্যুকালে নেত্র পথে পরে মাত্র ছায়া॥
হর্ষ ও বিষণ্ণ কিবা নয়নের ধার।
নানা মত বিভীষিকা কারণ তাহার॥
দর্পণের ময়লা দূর হয় যেন চুণে।
সূক্ষ্ম দেহ সুনির্ম্মল সুকার্য্যের গুণে॥
দোষী ও নির্দ্দোষী যদি থাকে দাঁড়াইয়া।
দোষীকে পুলিসে চিনে বুকে হাত দিয়া॥
অর্দ্ধ রাত্রি কার বাড়ী হ'লে উপস্থিত।
নির্ভয়ে গমন করি মন হরষিত॥
মনে যদি থাকে কোন কুকার্য্যের আশ।
চলিতে অচল পদ কম্পিত তরাস॥
সুকার্য্য দুষ্কার্য্য দোহের অতীত যেজন।
অনশনে সূক্ষ্ম দেহের বিনাশ সাধন॥
যোগ বলে সূক্ষ্ম দেহ রুক্ষ্ম ও শোষণ।
ভোগ কার্য্যে অনিবার্য্য সে দেহ পোষণ॥
সাত্বিকি কার্য্যেতে যার পুণ্যের সঞ্চয়।
নির্ম্মল পবিত্র সুখ তাতে উপজয়॥
রজগুণ কার্য্যে যার পুণ্য উপার্জ্জন।
ভোগ বিলাসেতে সুখী হবে তার মন॥
তমঃ গুণ হ'তে যিনি পুণ্য লাভ করে।
মদ্য মাংসে সুখী আর স্ত্রৈণ ব্যভিচারে॥

সূক্ষ্ম দেহ কেহ করে বিনাশ সাধন।
হবেনা হবেনা তবে ভবে আগমন॥
কামনা আলয় বটে সূক্ষ্ম দেহ খান।
(যেমন) বাসাটী ভাঙ্গিলে বোল্‌তা নাহি পায় স্থান
তখন হইল তার নির্ব্বাণ কারণ।
জন্ম মৃত্যু কাম ঘুচে ভবের বন্ধন॥
স্থূলও কারণ দেহ সূক্ষ্ম দেহ আর।
এই যে ত্রিপুর যিনি করেন সংহার॥
ক্রমেতে ত্রিপুর যিনি বিনাশে স্বয়ং।
ত্রিপুর অন্তক তিনি নিজে শিবোহং॥
না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম ধর্ম্ম উপদেশ।
তথাপি লিখিতে ইচ্ছা করিল ক্ষেমেশ॥
ইথে যদি দোষদৃষ্ট হে— পাঠকগণ।
ক্ষেমেশে করুন ক্ষমা এই নিবেদন॥

সুলভ সাধন রহস্য।

সুলভে নিষ্পাপী হ'তে যদি আকিঞ্চন,
ঘরে বসি ভাবে কর তীর্থ দরশন।
ভাবে বন্ধ, ভাবে মুক্ত, সুখ দুঃখ ভাব,
ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ভাবে হয় লাভ।
দ্রুতগামী আজ্ঞাবহ মন কর্ম্মচারী।
খাটাতে জানিলে তাকে তবে বাহাদুরী॥

জীবনেতে ব্যয় মাত্র পরে একবার।
মরণ পর্য্যন্ত কিন্তু না লাগিবে আর ॥
প্রভাতে করিয়া পূর্ব্বে মুখ প্রক্ষালন।
আহ্নিক আসনে বসি বশ করি মন ॥
মনে আজ্ঞা কর যেতে শম্ভুনাথ বাড়ী।
দেখুক স্বয়ম্ভূনাথ দ্বি-নয়ন ভরি।
অষ্টমূর্ত্তি অষ্টশক্তি গায় দেও হাত।
অন্তর নয়নে হের এই বিশ্বনাথ ॥
দশানন শিরে ছিল যেই আদিনাথ।
চটুল দক্ষিণ ভাগে দেখহ সাক্ষৎ ॥
তার পর মন তুমি যাও কলিকাতা।
কালীঘাটে চলি যাও জয়কালী যথা ॥
কালীঘাটে দেখ কালী করাল বদনা।
অট্টহাসি মুক্তকেশী বিকট রসনা ॥
অন্তর নয়নে হেরি চিন্তহ দ্বিদলে।
ভক্তি মূলে নেত্র জলে পূজ শত দলে ॥
গাল বাদ্যে গোল করা বাহ্য আড়ম্বর।
হৃদি মাঝে বিঁধে রাখ এই বাক্য ধর ॥
না লাগিবে মেষ মৈষ না লাগে ছাগল।
কড়ি দিয়া হরি চায় সেই সে পাগল ॥
কামরূপ কামাখ্যা যেন হৃদয়েতে জাগে।
দেখ উমানাথ শিব দ্বীপ মধ্য ভাগে ॥

ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান কর ডুব দিয়া।
বশিষ্ট আশ্রম দেখ নয়ন ভরিয়া॥
তারপর মন তুমি যাও কাশীধামে।
পবিত্র হইয়া আস জাহ্নবীর স্নানে॥
বিশ্বনাথ পথে মন সোজামতে যা।
দেখি এস বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা মা॥
তারপর মন তুমি যাও বৃন্দাবন।
দেখহ গোবিন্দ জিউ মদনমোহন॥
গোকুলে দোলায় দোলে দৈবকী দুলাল।
মথুরাতে গোবর্দ্ধন ধরে নন্দলাল॥
কংস বধ অন্তে কৃষ্ণ বিশ্রামের ঘাট।
কালীয় দমন দেখি আস মন ঝাট॥
ত্রিধারা সঙ্গম স্থল ত্রিবেণী যথায়।
তথা ডুব দিয়া মন আসিবে ত্বরায়॥
রাম জন্মস্থান দেখ অযোধ্যা নগরে।
সুখেতে সাঁতার দেও সরযূর নীরে॥
লক্ষ্মণ বর্জ্জন ঘাট ঐ দেখা যায়।
তথা ডুব দিয়ে মন আস হে ত্বরায়॥
তারপর মন তুমি যাও হরিদ্বারে।
ডুব দিয়ে স্নান কর সুরধুনী নীরে॥
ক্ষেত্রে যাত্রা কর মন হের জগন্নাথ।
দৃষ্টি কর বলভদ্র সুভদ্রা সাক্ষাৎ॥

অন্তর নয়নে হেরি হও হরষিত।
অভ্যাসেতে অন্তিমেতে দেখিবে নিশ্চিত ॥
ঐ দেখ দ্বৈপায়ন হ্রদ দেখা যায়।
রণ ভয়ে দুর্য্যোধন লুকাল যথায় ॥
ঐ দেখ সিদ্ধেশ্বর নাম শূলপাণি।
স্বর্ণ চাঁপা দিয়া যথা পূজে কুন্তিরাণী ॥
ঐ দেখ রণ ভুমি বন ভূমি প্রায়।
গীতা উপদেশ কৃষ্ণ দিয়েছে তথায় ॥
তথা বিশ্বরূপ দেখাইলা বিশ্বময়।
তথায় কৃতার্থ হ'ল পার্থমহাশয় ॥
অহ এই কুরুক্ষেত্র কি বর্ণিব হায়!
শর শর্য্যাসনে ভীষ্ম ছিলেন তথায় ॥
তৃষ্ণাতে কাতর যবে শান্তনু তনয়।
পাতাল গঙ্গার জলে তোষে ধনঞ্জয় ॥
তথা উরুভঙ্গে পড়ে কুরুর প্রধান।
বাম পদে ঠেলেছিল ভীম বলবান ॥
তা দেখে রোদন কৈল পাণ্ডব ঈশ্বর।
কি কর কি কর ভীম কি কর কর ॥
পঞ্চেতে মানিলে পঞ্চাইত সেই জন।
একাদশ অক্ষৌহিনী পতি দুর্য্যোধন ॥
জাননা মাননা ধর্ম্ম গর্ব্ব অভিমান।
মানীর সম্মান রক্ষা ধর্ম্মের প্রধান ॥

মানীর সম্মান হরি রাখে চির দিন।
নিজ বক্ষে ধরি হরি ভৃগু পদ চিন॥
ধর্ম্ম ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ সারথী।
দেহ রূপ ধর্ম্ম ক্ষেত্রে কৃষ্ণের বসতি॥
সেই ক্ষেত্র হতে এই ক্ষেত্র পূণ্যবান।
জ্ঞানের সঙ্কেত যবে পাইব সন্ধান॥
আলোক না দিলে গুরু ঘর অন্ধকারে।
লাভতো দূরের কথা ঘাত লাগে শিরে॥
ঐ দেখ নৈমিষারণ্য অরণ্য এখন,
যথা ছিল অশীতিসহস্র তপোধন।
ঐ দেখ গোমতীগঙ্গা বহে খরতর,
ঐ দেখ ব্যাসাসন শান্তির আকর।
কনখলে দেখি আস দক্ষ যজ্ঞ স্থান।
পতি নিন্দা শুনি সতী ত্যজিল পরাণ॥
রামেশ্বর সেতুবন্ধ বহু ব্যবধান।
পূর্ব্বের অদৃশ্য বলে পাবেনা সন্ধান॥
একবার যেইস্থান দেখিয়াছে মন।
পলকে তথায় যাবে ভয় অকারণ॥
অতি সন্নিকট কিন্তু না দেখিবে যারে।
সহস্র চেষ্টাতে তারে দেখিতে না পারে॥
অচিন্ত্য অব্যক্ত ব্রহ্ম সাধনা অতীত।
সাকার রূপেতে হেরি হও হরষিত॥

অতএব তীর্থ দেখা অতি প্রয়োজন।
একবার দেখিলে দেখিবে সর্ব্বক্ষণ॥
পরেতে আহ্নিকে বস মুদিয়া নয়ন।
সাংসারিক চিন্তা আদি ত্যজিয়া তখন॥
জপমালা করমালা দিয়ে বিসর্জ্জন।
অজপা সংযোগে জপ গুরু দত্ত ধন॥
বীজাক্ষর আদি অন্তে ওঙ্কার স্মরণ।
ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে কর বিন্দু দরশন॥
অচল রসনা করি বাসনা বর্জ্জিয়া।
জাগরণে জপ মনে মন মালা দিয়া॥
শুচি কি অশুচি বলে না ডরিও তাই।
সময়ে অশুচি ভয় শমনের নাই॥
রাখিবা নিবৃত্তি মার্গে প্রবৃত্তি ত্যজিয়া।
অভ্যাস রশিতে মন বাঁধিবে কসিয়া॥
খেলা কর মেলা কর কর আলাপন।
অজপাতে যোগ রাখ গুরু দত্ত ধন॥
ঘৃত গাত্রে দিলে নাই জলৌকার ভয়।
অজপাতে বীজ যোগে রিপু বাধ্য হয়॥
তার পর একাধ্যায় গীতা অধ্যয়ন।
ঘুচিবে শমন জ্বালা ভয় কিবে মন॥
অজ্ঞান হৃদয়ে যবে জ্ঞানের উদয়।
তবে তীর্থ ব্যর্থ জান আমি বিস্ময়॥

তীর্থ মহাতীর্থ আদি এই মহীতল।
নখ দর্পণেতে আমি দেখির সকল॥
সত্য সত্য এক সত্য ধ্রুব সত্য বলি।
না হবে বলির ভোগ না ছুইবে কলি॥
এত তীর্থ ভ্রমণেতে কত অর্থ ব্যয়।
মনের প্রসাদে কিন্তু পলকেতে হয়॥
এমন হিতৈষী মন বশে আছে যার।
তার মত ভাগ্যবান ভবে কেবা আর॥
এমনের দাস বটে ইন্দ্রিয় সকল।
এমনের কর্ত্তা বটে প্রবৃত্তি কেবল॥
জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম বটে প্রবৃত্তির গুরু।
নমস্তে কর্ম্মেভ্যো হরি বাঞ্ছা কল্পতরু॥

মন্তব্য।

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কত দেহ আর মনে।
বর্ণনা করিতে হ'ল কৌতুহল মনে॥
যদি কিছু অশ্লীলতা দোষ দেখা যায়।
পাঠক করুন ক্ষমা নিজ মহিমায়॥
পঞ্চভূত দেহ যবে ঘুমে অচেতন।
স্বপ্নে যদি করে মন নারী দরশন॥
মনে দেহে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উভয়।
মন কৃত কার্য্যে দেহে ফল ভাগী হয়।

শরীর দুর্ব্বল আর বায়ু বৃদ্ধি শেষে।
লেপ নীচে দেহ আছে দোষ দিব কিসে ?
মনের কুকার্য্যে যদি দেহের বিপদ।
মনের সুকার্য্যে দেহী লভে ব্রহ্মপদ ॥
হাতে চুরি করে হাতে বেত দেওয়া যায়।
মন উপদেষ্টা বলি মনে কষ্ট পায় ॥
বিদ্যা বুদ্ধি নাই পাই শাস্ত্র উপদেশ।
আপন মনের ভাব লিখিল ক্ষেমেশ ॥
যদি এতে দোষ ঘটে হে পাঠকগণ।
নিজ গুণে ক্ষমিবেন এই নিবেদন ॥

অবিদ্যা রহস্য।

মোহিনী মায়াতে মুগ্ধ অবিদ্যার জাল।
কি ছিলেম কি হলেম হায়রে কপাল ॥
কর্ম্ম দোষে কত জন্ম করেছি ভ্রমণ।
কত জনে করিলাম মাতৃ সম্বোধন ॥
অর্দ্ধ পথে কোথা হ'তে দিয়াছে তাড়াই।
পুনঃ কারে মা ডাকিব স্থিরতর নাই ॥
এমন কর্ম্মের সূত্র বলিহারি যাই।
ঘানির বলদ মত ঘুড়িয়া বেড়াই ॥
পৌরুষ প্রবল ব'লে কেহ কেহ কয়।
মন্ত্রি ব'লে দৈব কাছে কিছুই ত নয় ॥

কৃষ্ণ বাক্য আছে গীতা তৃতীয় অধ্যায়।
সপ্তবিংশ শ্লোক দেখে বেশ বুঝা যায়॥
প্রকৃতি গুণেতে সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন।
অহঙ্কারে আমি কর্ত্তা ভাবে মূর্খগণ॥
অবিদ্যাতে জন্ম ব'লে অবিদ্যা সদায়।
লবণ দ্রবিত জলে মধুর কোথায়॥
তবে যে অবিদ্যা দূর কৈল ঋষিগণ।
লবনাম্বু মেঘ হইলে মধুর যেমন॥
যেমন নীচেতে রৈলে হীন সংজ্ঞা হয়।
আজ্ঞা চক্র নীচে আত্মা মন বৈলে কয়॥
মন আগমন হবে দ্বিদলে যখন।
সেই মন প্রাণ নামে অভিহিত হন॥
দ্বিদল ছাড়িয়া যবে যাবে ঊর্দ্ধদেশে।
ভব রঙ্গ সাঙ্গ তার নির্ব্বাণ বিশেষে॥
নিদ্রা অন্তে যেন পূর্ব্ব কথা মনে পড়ে।
শিশুকালে জানে কিবা ছিল জন্মান্তরে॥
পূর্ব্বের সংস্কার বশে কার্য্য ব্যবহার।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে কারণ ইহার॥
জগতে যতেক কাজ ছায়াবাজি প্রায়।
আলোকেতে বস্ত্র খানা মাত্র দেখা যায়॥
আলোক নিবিলে যবে হয় অন্ধকার।
হাতী ঘোড়া নর নারী বিবিধ আকার॥

গৃহ দাহ দেখি, বৃষ্টি মুষলের ধার।
সমুদ্রের জল রাশি অনন্ত অপার॥
ধীবর ধরিছে মৎস্য বিবিধ সন্ধান।
আলোক জ্বলিলে মাত্র দেখি বস্ত্রখান॥
জ্ঞানের আলোক লোকে হইলে প্রবল।
ছায়াবাজি মত ধরা দেখয়ে কেবল॥
জ্ঞানালোক নির্ব্বাণেতে অবিদ্যা মায়ায়।
অনিত্য অসার বস্তু সজীব দেখায়॥
পুত্র কন্যা ধন জন সুখদ সংসার।
জ্ঞানের অভাবে ভাবি সকলি আমার॥
বাস্তবিক পুত্র কন্যা আমার যদি হয়।
ইচ্ছাতে পত্নীর কেন গর্ভ রক্ষা নয়॥
আমি চাই পুত্র কন্যা করিতে অমর।
কাহার ইচ্ছাতে তারা যায় যম ঘর॥
সম্রাট হইতে চাই রত্ন সিংহাসন।
কাহার ইচ্ছাতে আমি ভিখারী এখন॥
বিচূর্ণ আমার ইচ্ছা যে ইচ্ছায় হয়।
একাগ্র ইচ্ছাতে ডাক সেই ইচ্ছাময়॥
এ জগত রঙ্গমঞ্চ থিয়েটার হল।
অজ্ঞানীর সুখ দুঃখ সংযোগের স্থল॥
এ শুনি কাহার বাড়ী রোদনের ধ্বনি।
শুনিলাম সেই ঘরে মরেছে গৃহিনী॥

শাসাস্তে সে ঘরে দেখি আনন্দের রোল।
নূতন গৃহিনী আসে বাজে ঢাক ঢোল॥
পুরাতন গেছে গেছে পেয়েছে নতুন।
বরের আনন্দ আর বাড়েচতুগু´ণ॥
এ কিরে দাম্পত্য প্রেম একি ভালবাসা।
এ সুখের জন্য কি হে এ জগতে আসা॥
অবিদ্যাতে জন্ম ব'লে মায়া ঘোরে ঘুরি।
বুঝিয়া বুঝিতে নারি মায়ের চাতুরী॥
অবোধ শিশুরে দিয়ে বিচিত্র খেলানা।
গৃহ কাজে রত থাকে দেখে কি দেখনা॥
কিছুরি স্থিরতা নাই এই ধরাতলে।
চন্দ্র সূর্য্য ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবেক কালে॥
এক বাজি দেখাইয়া যেন বাজি কর।
অন্য বাজি দর্শকে দেখান তার পর॥
(যেমন) প্রথম পুকুরে মাত্র জল দেখা পাই।
তার পর ময়লা রূপ ভেসে উঠে কাঁই॥
তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে পানা জন্ম হয়।
ক্রমেতে সেওলা আদি জন্মে সমুদয়॥
শম্বুক ঝিনুক মৎস্য বিবিধ আকার।
বাজিকর প্রকৃতির তামাসা অপার॥
প্যাণিফল উতপল কুমুদিনী কত।
লোহিত হরিত পীত রক্ত নানা মত॥

কেবল সুন্দর নহে সুগন্ধ অধিক।
কেবল সুগন্ধ নহে মধু ততোধিক॥
কার পতি দিবাকর দিবা ভাগে আসে।
কার পতি নিশাপতি দেখে দেখে হাসে॥
একই জলেতে কেলি করে দুই জন।
কার পতি দিনে কার রাত্রে আগমন॥
আমি জানি মনে তাদের মালিন্য বিস্তর।
দুই জন একত্রে না আসে পরস্পর॥
জলের হিল্লোলে যবে নাচে কমলিনী।
মত্ত মনে আলিঙ্গনে ইচ্ছে দিনমণি॥
ইচ্ছাতে আসিতে নারে ইচ্ছাময় ভয়।
হইলে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট কি জানি কি হয়॥
এ সৌর জগত ঘুরে মম আকর্ষণে।
প্রণয়িনী প্রেম ডোরে ঘুরিব কেমনে॥
জাগিল বিভুর ভয় ভাস্করের মনে।
ক্ষান্ত সে নলিনীকান্ত মর্ত্ত্য আগমনে॥
ক্ষেমেশে বিনয়ে কহে ওহে দিনমণি।
কেমন প্রেয়সী তব জানি কমলিনী॥
সম্মুখে সোহাগ কর দেখে শতদল।
পরোক্ষে বধের চেষ্টা শুকাইয়া জল॥
জল শূন্য কমলিনী যদি দেখ কুলে।
শুকাইয়া বধ কর প্রেম কথা ভুলে॥

তোমার দৃষ্টান্ত দেখে বুঝিবারে পারি।
সময়ের বন্ধু তুমি অসময়ের অরি ॥
পিরীতির্ এ রীতি হ'লে পিরীতিরে ধিক্।
মনে মুখে এক হইলে প্রেমিক রসিক ॥
শৌর্য্য বীর্য্যে প্রতাপে প্রখর দিনমণি।
কিন্তু তব কমলিনী ঘোর কলঙ্কিনী ॥
উভয় চরিত্র দোষ একই সমান।
দিবসে ভ্রমর গেলে করে মধু দান ॥
প্রখর ভাস্কর বটে ভ্রমর কুরূপ।
কারে ছাড়ে কারে বরে একি অপরূপ ॥
ভ্রমর কি কর তুমি কি কর কি কর।
দুই নৌকাতে পাও দিয়া কেন ডুবে মর ॥
কভু পদ্ম কভু কর কেতকী গমন।
দেখিনা লম্পট শঠ কপট এমন ॥
কমলিনী মানিনী সে মানে দেব কুলে।
লক্ষ্মী পতি প্রীত অতি হয় যেই ফুলে ॥
তারে ফেলি যাও চলি কেতকীর বন।
কাঁটা বনে পাখা কাটা যাতনা এখন ॥
কি কব হে কেতকী! নিঠুর তুই কত।
মধু পানে মত্ত পতির গাত্র কর ক্ষত ॥
নীচ কুলে জন্ম তব নীচ ব্যবহার।
নীচ সনে মিশামিশি কান কাটা সার ॥

কামের প্রধান সখা ভ্রমর কোকিল।
তারে তুমি ভয় নাহি কর এক তিল॥
বিরহিনী উন্মাদিনী শুনি যার ধ্বনি।
নারী ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া থাকে ধনী॥
সমূলে নির্ম্মূল যদি কর অলিকুল।
তবে বাঁচে বিরহিনীর জাতি ধর্ম্ম কুল॥
পাখা কাটা কান কাটা সমান উভয়।
কামুকের পক্ষে ইহা কিছুই ত নয়॥
কামুকের নাই কভু সম্পর্ক বিচার।
কামুকের নাই কভু সত্য ব্যবহার॥
কামুকের কলঙ্কেতে নিত্য কৌতুহল।
কামুকের মৃত্যু যেন পদ্ম পত্র জল॥
যাহারে কামুক কৈল স্রষ্টা মহীপাল।
তাহার মরণ কৈল অনির্দ্দিষ্ট কাল॥
কার মৃত্যু সর্পদংশে উপদংশে কার।
অপর কামুকে পেলে লগুড় প্রহার॥
সামান্য আঘাতে রাগে অসৎ যে জন।
লাঙ্গুল আঘাতে রাগে ভুজঙ্গ যেমন॥
কুমুদিনী কান্ত বটে শান্ত অতিশয়।
পূর্ণ শশীর মৃদু হাসি প্রাণ কেড়ে লয়॥
কভু সুখী কভু কিন্তু দুঃখে ম্রিয়মান।
জগতে কাহার দিন যায় না সমান॥

নীচেতে রাখিলে কেহ দেখিতে না পারে।
দৃষ্টান্ত স্বরূপ চাঁদ রেখেছে উপরে॥
গৌরবে গদ্ গদ্ পদ অচল যখন।
কৃষ্ণা শশীর রোগা হাসি কর নিরীক্ষণ॥
প্রকৃতি নর্ত্তকী মঞ্চে নানা নাচ করে।
রূপকেতে কত মত শিক্ষা দেন নরে॥
কি আশ্চর্য্য বিধাতার ব্যবস্থা মাধুরী।
বিভুর কল্পনা বিনা কি বলিতে পারি॥
নিন্দিনু কেতকী পদ্ম ভ্রমর ভাস্কর।
রূপকেতে প্রকৃতির খেলা মনোহর॥
প্রকৃতির নব খেলা নব নব সাজে।
ভাবুক ভাবিয়া ভোর যে ভাবে যে বুঝে॥
(যেমন) যোগী আছে যোগাসনে ব্রহ্ম আরাধনে।
চোর ভাবে নিদ্রাতুর রাত্রি জাগরণে॥
কেহ গীতা দেখে বুঝে সমর বিশেষ।
কেহ গীতা দেখে বুঝে যোগ উপদেশ॥
কেহ বুঝে অর্থ মাত্র অনর্থ কারণ।
কেহ বুঝে অর্থে পরমার্থ উপার্জ্জন॥
কেহ বুঝে প্রেমই তো সৃষ্টি মূলাধার।
কেহ বুঝে প্রেম মাত্র নরকের দ্বার॥
কেহ বুঝে কর্ম্ম হইতে ভবের বন্ধন।
কেহ বুঝে কর্ম্ম কালে নির্ব্বাণ কারণ॥

কেহ বুঝে বলিদানে স্বর্গবাস হয়।
কেহ বুঝে বলিদানে অনর্থ নিশ্চয়॥
কেহ বুঝে রবি সনে পদ্মিনী প্রণয়।
কেহ জীবাত্মার সনে আত্মা পরিচয়॥
আমি বুঝি জল যেন নিজে রং হীন।
যেই রং মিশায় সেই রঙ্গের অধীন॥
সেইরূপ মন বটে স্বচ্ছ নিরমল।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন সংযোগের ফল॥
রজঃ তমঃ গুণ মন করিলে বর্জ্জন।
সত্ত্ব গুণ সাথী হ'লে নির্ব্বাণ কারণ॥
এ জগতে কোন কাজ ব্যর্থ নাহি হয়।
ইহ পরকালে কালে ফল উপজয়॥
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিভুর বিন্দু পরিমাণ।
বিন্দুরূপে সেই ব্রহ্ম দেহে অবস্থান॥
লুকোচুরি খেলা খেলে ব্রহ্ম খেলোয়ার।
বুড়ী ছু'লে ভব খেলা খেলিব না আর॥
ধরি ধরি ধরি মত ধরা নাহি যায়।
দর্পণ দেখিয়া শিশু হাতড়াইয়া চায়॥
ধরাতে পতিত যবে মৃত দেহ খান।
বাবা ব'লে উচ্চৈস্বরে কান্দেন সন্তান॥
এই দেহ বাবা কিবা বাবা আত্মা হয়।
দেহ আত্মা কর্ম্ম যোগে বাবাই নিশ্চয়॥

যাবা যদি দেহ হয় দাহ কেন করি।
যাবা যদি আত্মা হয় কেন কেঁদে মরি ॥
দেহ আত্মা সংযোগেতে কর্ম্ম ফল আর।
লাবু তন্তু কাষ্ঠ যোগে যেমন সেতার ॥
সঙ্গেতে জন্মিল বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি মন।
অনল জ্বলিলে ধূম জনমে যেমন ॥
সেইরূপ ডিম্ব নাচে পারদের বলে।
শুক্র জাত দেহ নাচে পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলে ॥
নিজে ধনী মানী বৃথা করি অহঙ্কার।
প্রতিমা সুন্দর হইলে গঠকে বাহার ॥
হইতে অনন্ত কাল শশী দিবাকর।
কালেতে হইবে ধ্বংস শশাঙ্ক ভাস্কর ॥
তথাপি আমরা মোহে মোহিত এমন।
জীবন অক্ষয় যেন বাহু আস্ফালন ॥
এই যে দারুণ মোহ বুঝিবারে পারি।
অবিদ্যাতে জন্ম ব'লে ঘুচাইতে নারি ॥
জ্ঞান খড়্গে কাটি মাতা অবিদ্যার শির।
যে লভিবে ব্রহ্ম পদ সেই মহাবীর ॥
গর্ভেতে কাটিল শুক অবিদ্যা জননী।
তার মত বীর কথা কোথাও না শুনি ॥
মোহের মোহিনী শক্তি অপূর্ব্ব সন্ধান।
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি তবু নহে জ্ঞান ॥

দেখিলাম শক্তি শেলে মরিল লক্ষ্মণ।
হৃদয় বিদারি করি অশ্রু বিসর্জ্জন ॥
দেখিলাম নাট্যশালে রাবণ নিধন।
আনন্দে বিভোর হ'য়ে নেচে উঠে মন ॥
প্রকৃত রাবণ নহে নহে এই রাম।
ছায়া বাজি দেখে যেন মায়া মজিলাম ॥
যবে বসি তাস কিবা পাশা খেলিবারে।
নিশ্চয় জানি যে খেলা ক্ষণেকের তরে ॥
তবু কি কখন খেলা হারিবারে চাই।
বলে ছলে কৌশলেতে জয় হ'য়ে যাই ॥
মারিব পরের গুটি কপট করিয়া।
আনন্দে নাচিয়া উঠি করতালি দিয়া ॥
অপরের চোরা চাল যদি আমি ধরি।
হাঁকা হাঁকি বকা বকি জুতা মারামারি ॥
যেমন জানি যে অর্থ অনর্থ কারণ।
কপর্দ্দি হইলে চুরি রাগে আস্ফালন ॥
অবিদ্যাতে জন্ম ব'লে মায়াবদ্ধ শুধু।
চিত্র পদ্ম হইতে যেন পিতে চাই মধু ॥
মৃত্তিকা প্রস্তুতি আম মেটে নারিকল।
বৃথায় ভাঙ্গিনু দন্ত খেতে তার জল ॥
রূপের বাহার হেরি হ'য়ে গেনু মাটী।
রিপু বশে না চিনিনু মাটী কিবা খাটী ॥

বুলকের আফিস সাহেব একজন।
আমার ঘরেতে গিয়া উপনীত হন ॥
দুর্ব্বাসা ঋষির ছবি আছিল দর্পণে।
সম্মুখেতে শকুন্তলা বিরস বদনে ॥
সাহেব জিজ্ঞাসা মোরে করিল তখন।
রাগান্ধ ভ্রুকুটী বৃদ্ধ ইনি কোন জন ॥
ষোড়শী রূপসী এই বনিতা কাহার।
মন দুঃখে হেঁট মুখে নয়নের ধার।
আমি বলিলাম ইনি বিরহে ব্যাকুলা।
দুষ্মন্ত রাজার পত্নী নাম শকুন্তলা ॥
পতির দুর্ম্মতি দোষে ভুলিলেন সতী।
পতি বিরহেতে ইনি সকাতরা অতি ॥
অভ্যর্থনা না পাইয়া এ দুর্ব্বাসা ঋষি।
ক্রোধান্ধ হইয়া যায় মারিবারে ঘুষি ॥
শুনি সাহেবের যেন কেঁপে উঠে গা।
শূকর বাচ্ছাকা হাম এভি দেখে গা ॥
সজোরে অমনি করে মুষ্টির প্রহার।
ভাঙ্গিল দুর্ব্বাসা ছবি হ'ল চুরমার ॥
ইহাই প্রকৃত মোহ অবিদ্যাতে জাত।
এমোহে মোহিত মোরা আছি দিনরাত ॥
গিরীশ ঘোষের এক থিয়েটার হলে।
–অভিনয় জানকীর বনবাস কালে ॥

কৈকেয়ী মন্থরা দুই হরষিত মনে।
জানকীর অলঙ্কার খোলে দুইজনে॥
বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন তথায়।
সীতার রোদনে তাঁর বদন শুকায়॥
বিদ্যার সাগর যিনি দয়ানিধি প্রায়।
রাগেতে ছুড়িল জুতা মন্থরার গায়॥
তা দেখি গিরীশ ঘোষ হাসিয়া হাসিয়া।
আনন্দে নাচিয়া উঠে করতালি দিয়া॥
ধন্য মোর অভিনেতা অভিনেত্রী দল।
ধন্য মোর অভিনয় থিয়েটার হল॥
বিদ্যাতে অগাধ যিনি সুরগুরু সম।
মিথ্যাকেও সত্য ব'লে হল তার ভ্রম॥
প্রকৃত মন্থরা নহে বুঝাই তো ভুল।
অপূর্ব্ব মোহিনী মায়া মোহ তার মূল॥
মোহেতে মোহিত জীব এই ধরাতলে।
কত যোগী যোগভ্রষ্ট মোহময় জালে॥
অবিদ্যার সুত মোহ, বিদ্যার প্রভায়।
নাশ হয় অচিরাৎ; সদ্‌গুরু কৃপায়॥
যেমন বিদ্যার সাজে সাজে কোতোয়াল।
সুন্দর হইল বন্দী না বুঝিয়া চাল॥
বুঝিব বুঝিব বলি সদা ভাবি মনে।
হঠাৎ করিব মাৎ দারুণ শমনে॥

যেন বনে মধুমঞ্চ নীচে একজন।
প্রত্যেক মধুর ফোটা করিছে গ্রহণ ॥
ব্যাঘ্রেতে করিছে লক্ষ্য নাড়িছে লাঙ্গুল।
অর্জ্জুনে দেখা'ল দিয়ে তর্জ্জনী অঙ্গুল ॥
অপেক্ষা করিল তবু শেষে ফোটা চাই।
বাঘেতে মারিল ঝাপ্টা আর রক্ষা নাই ॥
যেমন লভিতে পুত্র বাসনা বিস্তর।
পুত্র বধূ দেখা চাই কিছু দিন পর ॥
পৌত্রের লাগি আমি মাগি দিন দিন।
যম বাঘ পাছে লাগে ফুরায় যায় দিন ॥
কামিনী কাঞ্চন যদি এত মুগ্ধকর।
কেন রম্ভা রাখিতে নারিল শুকবর ॥
মেদ ক্লেদ পূর্ণ দেহ রাণী পদ্মাবতী।
মোহেতে মোহিত হইল যবন ভূপতি ॥
লক্ষ লক্ষ নারী মরে চিতোর সমরে।
মেদ ক্লেদ নারী কি তার নাহি ছিল ঘরে ॥
জ্ঞানবান পুত্র যার আছে বহুতর।
গর্গ ভার্গবাদি শুক ব্যাস পরাশর ॥
ভুলাইতে নারিবে স্নতে বুদ্ধি বিচক্ষণ।
চতুর্ব্বর্গ ফল দিয়ে তুষিলেন মন ॥
(যেমন) মাকড়া পাতয়ে জাল মক্ষিকার আশে।
ভ্রমরা পড়িলে জাল সমূলে বিনাশে।

শত সাতানব্বই কোটী বৎসর এখন।
কার ভাগ্যে না ঘটিল ব্রহ্ম নিরূপণ ॥
বেদ উপবেদ উপনিষদ প্রভৃতি।
ব্রহ্ম নিরূপণে নহে কাহার শকতি ॥
ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ না ঘটিল কার।
সাংখ্য বল পাতঞ্জল মানিলেন হার ॥
কেহবা লভিল ব্রহ্মের ঝলক কিঞ্চিৎ।
কেহ অগ্রসর হয়ে চরণ স্খলিত ॥
না পেয়ে কিনারা কুল আকুল ভাবিয়া।
নাস্তিক হইল কত পথ হারাইয়া ॥
নাহি জানি শাস্ত্র মর্ম্ম ধর্ম্ম উপদেশ।
অনধিকার চর্চ্চা মাত্র উন্মাদ বিশেষ ॥
গীতার প্রসাদে আর মিতার কৃপায়।
লিখিলাম পংক্তি কয় পাগলের প্রায় ॥
মম মিতা যাত্রামোহন দাস মহামতি।
শিরোধার্য্য করি সদা যাঁর অনুমতি ॥
গীতা পদ্যে অনুবাদ অনুজ্ঞা যাঁহার।
জগৎ রহস্য লিখি অনুমতি তাঁর ॥
তাঁহার তনয় বটে শ্রীমান মহিম।
প্রুফ দেখেছেন মম আশীষ অসীম।
বেঁচে থাক বাছাধন দীর্ঘজীবী হয়ে।
স্বর্ণ থালে অন্ন খাও পুত্র পৌত্র লয়ে ॥

শ্রীযুক্ত জগত বাবু কাকলী প্রণেতা।
তাঁহার চরণে আমি নোয়াইনু মাথা।
যখন যে ভাব মম হৃদয়ে উদয়।
কৃপা করি দূরীভূত করিছে সংশয় ॥
ছোট মুখে বড় কথা শোভে না কখন।
মাকড়ের সাধ যেন সাগর লঙ্ঘন ॥
বিপুল বিনয়ে বলি হে সুধীরগণ।
ক্ষেমেশে করুন ক্ষমা এই নিবেদন ॥
মনেতে কতই কথা উঠে দিন দিন।
বর্ণনা করিতে নারি নিজে বিদ্যাহীন ॥
হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণজ্ঞান নাই মোর হায়!
নাহিক শব্দের পুঁজি খুঁজিব কোথায় ॥
দরিদ্রের মনোরথ মনেতে মিশয়।
তেমনি আমার ভাব অভাবে বিলয় ॥
চাষাদের ভাষা যেন গ্রাম্য ব্যবহার।
সে ভাষাতে পরিপূর্ণ রচনা আমার ॥
ফিল্টারে জল যেন ময়লা কাটি লয়।
সেরূপ গ্রহণ কর গুণী মহোদয় ॥
নাই বুদ্ধি তাতে বৃদ্ধ শরীর দুর্ব্বল।
কেবল ভরসা বিভু দুর্ব্বলের বল ॥
কবির কবিতা আছে এ তিন প্রকার।
নীচেতে দিলাম আমি পরিচয় তার।

১। ভাবের ভঙ্গীতে আর লিখার ইঙ্গিতে।
স্থরস প্রকাশ পায় যেই কবিতাতে ॥
(যেমন) বঙ্গের যুবতী বক্ষে স্থগঠিত স্তন।
সরু বসনেতে ঢাকে তবু হরে মন ॥
২। প্রকাশ্যে অশ্লীল ভাষা যেই কবিতাতে।
রস বিনিময় হয় বিরস সঞ্চার ॥
(যেমন) স্থলম্বিত স্তন যদি অনাবৃত হয়।
দেখিতে সে কদাকার ঘৃণা উপজয় ॥
৩। যেই কবিতার ভাব অতীব কঠিন।
কঠিন ভাষাতে লিখা বুঝা স্থকঠিন ॥
(যেমন) পাহাড়ী যুবতী স্তন যদি মনোহর।
বসনে কষিয়া বাঁধে কে দেখে স্থন্দর ॥
আমি ত প্রকৃত কবি নহি স্থধিগণ।
করিব চরণ চিন্তা করি অনুক্ষণ ॥
ভগ্ন পদ গর্ত্তে পরে নিত্য তাহা জানি।
আমার পক্ষেতে তাহা ঠিক অনুমানি ॥
একে বৃদ্ধ বুদ্ধিহীন বিদ্যা শূন্য তায়।
তাতে ছাপা দোষে ভুল পাতায় পাতায় ॥
পাঠক করিবে ক্ষমা ক্ষেমেশের আশা।
ক্ষমা ভিক্ষা বিনা মম কি আছে ভরশা ॥

(ক্ষীর পানে যেমন ভোজন সমাপন করে, আমিও কবিদিগের যশোগান, মধু-পানস্বরূপ কবি রহস্য লিখিয়া জগত রহস্য সমাপন করিলাম।)

কবি রহস্য।

সুকবি নবীন সেন ধরা পরিহরি।
অমর হইয়া গেলে অমর নগরী॥
হায়রে নবীন দাস কবি-গুণাকর।
নশ্বর দেহের বলে হলেরে অমর॥
অত্যুচ্চ ভাবের কবি ভাব মনোহর।
শশাঙ্কে শশাঙ্কপ্রভ কবিতে ভাস্কর॥
শ্রীযুক্ত জগতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আর।
কবিত্বে উপাধি বিদ্যাবিনোদ যাঁহার॥
যেমন সুবর্ণ ধাতু সুকঠিন কত।
বণিকের হাতে গেলে হয় জল মত॥
দেব ভাষা কি কঠিন জানেন সুধীর।
বিদ্যাবিনোদের মুখে জাহ্নবীর নীর॥
সুধাময় কণ্ঠে তাঁর মধু উচ্চারণ।
বর্ণে বর্ণে কর্ণে যেন মধু বরিষণ॥
বিপিন বাবুর ভাষা সরল সুন্দর।
উপমাতে নিরুপম অতি মনোহর॥
মোহিনী রঞ্জন আর রজনী রঞ্জন।
মধুময় কবিতাতে মুগ্ধ করে মন॥

শ্রীমান জীবেন্দ্র দত্ত মত্ত কবিতায়।
দৈবশক্তি বিনা ইহা পাওয়া নাহি যায়॥
সাহিত্য সেবক মিঞা আবদুল করিম।
সাহিত্য চর্চ্চায় যিনি রত রাত্ দিন॥
চট্টলে বহুল কবি অতীব মহান্।
মানস কুসুমে মম পাইলেন স্থান॥
কত ধনী নির্ধনী হইল কালে কালে।
হয়নি নিষ্প্রভ কবিপ্রভা কোন কালে॥
ভারত বঙ্কিম দাশরথি ভবভূতি।
মাঘ কালিদাস আর ভারবি প্রভৃতি॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি শ্রীমধুসূদন।
যাঁর কবিতার রস বশ করে মন॥
কবীন্দ্র বটেন বাবু রবীন্দ্র ঠাকুর।
বিলাতে খেলাত্ তেঁই পেলেন প্রচুর॥
উপাধিতে "কান্ত কবি" সুকবি রজনী।
যাহার কবিতাপাঠে নাচয়ে ধমনী॥
ভারতীর বড় পুত্র কবি রঙ্গলাল।
সুধাময় কাব্য যার মধুর রসাল॥
সুকবি হাফেজ, কবি সেখ সাদী আর।
রাজকৃষ্ণে কি অপূর্ব্ব কবিতা বাহার॥
কোথায় ঈশ্বরচন্দ্র হেমচন্দ্র হায়।
হায়রে গিরীশ ঘোষ লুকালে কোথায়॥

কুমার সম্ভবে অসম্ভব সুপ্রকাশ।
উপমার নিরূপম কবি কালিদাস॥
নৈষধে কি মহৌষধি অমৃতের ধার।
হর্ষেতে শ্রীহর্ষ পদে নমি বার বার॥
ভারবির কি গৌরব কিরাত অর্জ্জুনে।
হরলীলা প্রকশিলা পাণ্ডিত্যের গুণে॥
তার অনুবাদ করি কবি গুণাকরে।
নিজে মধু পান, দান করেন অপরে।
মাইকেল উপাধি যার শ্রীমধুসূদন।
অমিত অক্ষর ছন্দে রঞ্জিলা ভুবন॥
বিদ্যাপতি পদাবলি যবে যায় কাণে।
ভাবের ফোয়ারা ছুটে বিগলিত প্রাণে॥
চণ্ডিদাস রণ্ডিবাজ কে বলিল হায়।
হরিনামে মত্ত যিনি উন্মত্ত সদায়॥
ভারতচন্দ্রের ভাষা খাসা রসবরা।
রসেতে অবশ হয় অশীতির বুড়া॥
মাঘের মধুর কাব্য সুধার আস্পদ।
অর্থের গৌরব অতি ভারবির পদ॥
ঈশ্বরে ঈশ্বর দয়া দৈবদত্ত ধন।
তরল জলের মত কবিতা চরণ॥
কবির চরিত্র দোষ ছিল যদি কার।
কবিত্ব আলোকে গেছে সব অন্ধকার॥

দিন গেছে কাল গেছে গিয়াছে সকল।
কীর্ত্তি স্তম্ভরূপে আছে কবিতা কেবল॥
অনিত্য দেহেতে যদি নিত্য লাভ করে।
অনিত্যকে হেয় করি কেমন বিচারে॥
বনলতা পাতা দিয়া যদি হয় সোণা।
সে সবে করিবে তুচ্ছ বল কোন জনা॥
বিদ্বান হইয়ে যদি কবি শক্তি পায়।
হীরক কাঞ্চন যোগে অমূল্য ধরায়॥
কবিপতি বিদ্যাপতি নৃপতি আবার।
শ্রীহর্ষ ভূপতি তিন গুণের আধার॥
বিদ্বান কেবল সুখী বিদ্যাতে আপন।
কবির কবিত্বে সুখী হয় জগজ্জন॥
বহুল কবির এবে দিনু পরিচয়।
যাদের পবিত্র নামে পবিত্র হৃদয়॥
স্বর্গগত কবি যাঁরা আছেন অমরে।
পঞ্চম জর্জ্জের জয় দেও এইবারে॥
মোদের সম্রাট বটে মানীর প্রধান।
মানীর সম্মান রক্ষা কর ভগবান॥

পরিশিষ্ট।

(লিখকের আত্ম কথা।)

বিষয় রহস্য।

বিষয়ীর ধন যেন মরা গরু প্রায়।
কুকুরের মত সদা চৌকি দেই তায়॥
শকুনি গৃধিনী তার হেরি চারিভিতে॥
সদা সশঙ্কিত থাকি শান্তি নাই চিতে।
দেখিনু শকুনী এক মাংস ধরি টানে।
ঘেউ ঘেউ করি তার ধাইনু পিছনে॥
এই অবসরে পুনঃ অপর গৃধনী।
মাংস খণ্ড লইয়া করিছে টানাটানি॥
পুনঃ তার পাছে ধাই করি বহু হাঁক।
এই অবসরে পুনঃ পরে চিল্ল কাক॥
শকুনি গৃধনী তাড় ক্ষণে তাড়ি চিল।
আমার অদৃষ্টে সুখ নাই এক তিল॥
শুনিয়া নয়নপুরে হইয়াছে চুরি।
তথায় যাইয়া ধরি সেই কর্ম্মচারী॥
তথায় যাইয়া শু'নে হই আত্মহারা।
নোয়াখালী কর্ম্মচারী পড়িয়াছে ধরা॥
নয়নপুর হ'তে পুনঃ যাই নোয়াখালী।
নাই জানি ভাগ্যে মম কি লিখেছে কালী॥

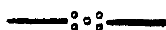
বিষয়ের বিষ যবে প্রবেশিল শিরে।
মনেরে সান্ত্বনা আমি দিনু ধীরে ধীরে ॥
দন্ত থাকিলেই তার দন্তশূল হয়।
দন্তহীন বৃদ্ধের কি আছে শূল ভয় ॥
ধন থাকিলেই ঘরে তস্করের ডর।
তা বৈলে নির্ধনী হতে বাঞ্ছে কি হে নর ?
আমের মুকুলে ডাল হয় অবনত।
ঝরি পড়ি গাছে ফল থাকে ভাই কত ॥
জীবনেতে করিয়াছি কত উপার্জ্জন।
যেয়ে খেয়ে যাহা থাকে তাকে বলি ধন ॥
বিষয় স্বরূপ বিষ তীব্র হলাহল।
অজ্ঞানীর প্রাণ সখা জ্ঞানিদের মল ॥
সুলতান মামুদ সঙ্গে নিয়েছে কি ধন ?
সূঁচ নিতে না পারিব নিধন যখন ॥
অর্থেতে অনর্থ বাড়ে দম্ভ অভিমান।
রজ তম এ দু'য়ের সখাই প্রধান ॥
অজ্ঞান যৌবন আর প্রভুত্ব যাহার।
ধনযোগ হ'লে খোলে নরকের দ্বার ॥
এক চোর জন্য মম এত জ্বালাতন।
ভিতরেতে আছে মম চোর ছয়জন ॥
এ চোরে করিল চুরি ধাতব পদার্থ।
ছয়চোরে হরে আয়ু অর্থ পরমার্থ ॥

এ চোর চক্ষেতে দেখি ধরিনু হেলায়।
ছয় চোরে লুকি জানে ধরা নাহি যায়॥
চারি শত আট ধারা এ চোরা শাসন।
ছয় চোরা দণ্ডবিধি মানেনা কখন॥
দয়া ধৈর্য্য লজ্জা ভয় আছে তেরজন।
তবুও যে ছয় চোরা মানেনা শাসন॥
জ্ঞান খড়্গে কাট মন ছয় চোরা শির।
তবে যে বাপের বেটা তুমি মহাবীর॥
হে মন প্রথম চোরা যবে করে বল। (১)
বেদ উপবেদ উপনিষদ নিস্ফল॥
হে মন দ্বিতীয় চোরা হ'লে উত্তেজিত। (২)
আত্মহত্যা পরহত্যা ঘটে অত্যাহিত॥
হে মন তৃতীয় চোরা যবে দেয় হানা। (৩)
জ্বলয়ে সমরানল মরে বহু জনা॥
হে মন চতুর্থ চোরা যদি বেড়ে যায়। (৪)
মিথ্যাকেও সত্য ব'লে ভ্রান্তি জন্মে তায়॥
হে মন পঞ্চম চোরা যদি অগ্রসর। (৫)
আমি হর্ত্তা আমি কর্ত্তা আমিই ঈশ্বর॥
ওহে মন ষষ্ঠ চোরা হলে বলবান। (৬)
স্বভাব হইয়া পড়ে পশুর সমান॥
সত্ত্ব রজঃ তম গুণে আরো রিপু ছয়ে।
কারারুদ্ধ তুল্য জীব আছে বদ্ধ হয়ে॥

বলে ছলে বাক্যজালে হবেনা ছেদন।
সুকৌশলকর্ম্মযোগ বিনা কদাচন॥
হৃদয় দ্রবিতে নারি নেত্রে বিন্দু নাই।
নির্লজ্জের মত তবু ক্ষমা ভিক্ষা চাই॥
আসামে দেখেছি জল নিঃসরে পাষাণে।
এক পল নাই জল হৃদয় পাষাণে॥
কঠিন শিলার জলে নদীতে মিশায়।
কোমল নয়নে জল না মিলিল হায়॥
অনিত্য ধনের হয় অভাব যখন।
চক্ষুদ্বয় জলময় ধারা বরষণ।
নিত্য ধন অন্বেষণ যবে করা যায়।
নয়নের জল পাপ তাপেতে শুকায়॥
চক্ষু জলে ফোয়ারাতে নাই বিন্দু জল।
বিশ্বনাথ শ্রীনাথ কি দিয়া পূজি বল॥
দাসের নিরাশা মাঝে আশার সম্বল।
দুবৃত্ত সুতের মাতা উপমার স্থল॥
তুমি মন নহে মম এক জন্ম তরে।
তোমাকে পাইব আমি জন্ম জন্মান্তরে॥
বৎস যেন হাম্বারবে ধেনু পাছে ধায়।
সঙ্গে যাবে তবে যবে আসি পুনরায়॥
ইহজন্মে যেই কর্ম্ম কর্ম্ম ব'লে জানি।
পরজন্মে সেই কর্ম্ম দৈব ব'লে মানি॥

দৈব খণ্ডাইতে নারে সাধনা বিহনে।
অতএব কর্ম্মকালে যেন থাকে মনে॥
প্রত্যেক কর্ম্মেতে মন হও সাবধান।
ফল তার পাছে পাছে হবে ধাবমান॥
সুকার্য্য সুগ্রহরূপে দিবে সিংহাসন।
কুকার্য্য কুগ্রহরূপে সংহারে জীবন॥
অন্যায় রূপেতে বালী বধে রঘুমণি।
দ্বাপরেতে ব্যাধ হাতে মরিলেন তিনি॥
অতএব বলি মন বিনয় বচনে।
দম সদা ছয় চোরা ধৈর্য্যের শাসনে॥
এ চোরের জন্য তুমি হ'ওনা ব্যাকুল।
ছয় চোর দমি মন রাখ দুইকুল॥
তবে ত অকুলে পারে গোকুলের হরি।
তবেত হবেনা আর ধনের ভিখারী॥

গীতাচ্ছায়া মানসকুসুম, ভগবতী গীতা সম্বন্ধে মতামত।



বঙ্গবাসী পত্রিকা :— গ্রন্থকার লিখিয়াছেন তাহার সংস্কৃত জ্ঞান কম তবে ভগবতীর কৃপায় তিনি ইহা বাঙ্গালায় পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থ পড়িয়া বুঝিতে হয় গ্রন্থকারের প্রতি মায়ের কৃপা আছে। মায়ের কৃপা হইলে কি না হইতে পারে মুক কথা কয়, মুর্খ কবি হয়। আলোচ্য গ্রন্থের পদ্য বেশ সরল এবং অনুবাদ অনেকটা মূল্যানুসারী।

জোতিঃ পত্রিকা :— বাঙ্গালা পদ্যে অনেকেই গীতার অনুবাদ করিয়াছেন। এও এক খানি। ক্ষেমেশ বাবু স্বর্গীয়-ঈশ্বর গুপ্তের ছান্দে কবিতা লিখিতে পারেন। এই প্রসিদ্ধি অনেক দিন পূর্ব্বেই ঘোষিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় গীতাচ্ছায়ায় তাঁহার সেই শক্তি পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। অতি সামান্য ভাসাজ্ঞানও যাঁহাদের আছে, তাঁহারা ইহা পড়িয়া গীতামাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :— আপনার পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি। এবং দেখিলাম আপনার কৃত বাঙ্গালা পদ্যে গীতার অনুবাদ অতি সরল ও সুন্দর হইয়াছে।

হাইকোর্টের মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র লিখিয়াছেন "গীতাচ্ছায়া" প্রাপ্ত হইয়া অনুগৃহীত জ্ঞান করিতেছি। পদ্যানুবাদ বেশ হইয়াছে। আপনার অনুবাদে সুন্দর ভাষা মূলের সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। যেখানে দার্শনিক বিষয় অধিক সেই খানে অনুবাদও কঠিন; আপনি বোধ হয় সেই কাঠিন্য অনুভব করিতে পারেন নাই।

৺ কাশী ধামের শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র কথক শিরোমণি বলেন:— একদা পুরাণ পাঠ কালে সভাস্থিত মহিলাগণের আলোচনায় জানিলাম ক্ষেমেশ বাবুর অনুবাদিত গীতাচ্ছায়া পাঠ করিলে সহজ ভাবে গীতার জ্ঞান লাভ করা যায়। * * বহিখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। ভাষা গুলি যেমন সরল তেমন সহজবোধ্য। প্রত্যেক শ্লোকের অনুবাদ গুলি অত্যুৎকৃষ্ট ও শ্রুতি মধুর হইয়াছে। আশা করি বহিখানা সাধারণের আদরের সামগ্রী হইবে।

৺ কাশী ধামের শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন বলেন:— আপনার "গীতাচ্ছায়া" নামক গীতার অনুবাদ খানি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। এইরূপ সরল ভাষায় অনুবাদ খুব কম দেখা যায়; সুতরাং সাধারণের বোধগম্য হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের বক্তা শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত সাঙ্খ্যতীর্থ বিদ্যাশাস্ত্রী লিখিয়াছেন আপনার প্রণীত "গীতাচ্ছায়া" উপহার পাঠে পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আপনি স্বীয় স্বভাব সুলভ সুন্দর ও সরল কবিত্বপূর্ণ পদ্য ছন্দে গীতার অনুবাদ করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আপনার কবিত

গুলিতে যথোচিত সরলতার সহিত গূঢ়ভাব ব্যক্ত হইয়াছে বিধায় ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিত্য পাঠ করিয়া অনায়াসে সনাতন নীতিধর্ম্ম ও জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানযুগে এইরূপ সহজ ভাবে ও সরল ভাষায় অধ্যাত্ম শাস্ত্রের বহুল প্রচার আকাঙ্ক্ষনীয়।

কাব্যতীর্থোপাধিক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেবশর্ম্মণ মিউনিসিপাল হাই স্কুল :—উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত ভবদীয় "গীতাচ্ছায়া" নাম্নী পুস্তিকা পাঠ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। একান্ত ধৈর্য্য প্রাণতা সহৃদয়তা, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও সর্ব্বোপরি বিশেষ শক্তি না থাকিলে আপনার ন্যায় লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের মধ্যে কেহই এই বৃদ্ধ বয়সে এরূপ গম্ভীর উদ্দিপ্তকাঠে'র গীতাশাস্ত্রের এবম্বিধ সর্ব্বজনবোধ্য সরল পদ্যানুবাদরূপ কৃচ্ছসাধ্য ব্রতে ব্রতী হইতে ইচ্ছা বা সাহস করেন না। এই আধি ব্যাধি প্রপীড়িত সংসারে পরম শান্তি প্রদ গীতাশাস্ত্রের মর্ম্মার্থ যতই জন সমাজে প্রসার লাভ করে ততই মঙ্গল। আপনার এই "গীতাচ্ছায়া" তাহার পরম সহায়।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ বলেন :— আপনার প্রদত্ত "গীতাচ্ছায়া" পড়িয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। প্রখর-আতপ-তাপিত পথে শ্রমপীড়িত পথিকের পক্ষে বিশাল অশ্বত্থ তরুর ছায়া যেমন আনন্দদায়ক ও শান্তিপ্রদ, ত্রিতাপ তাপিত ভবঘুরে অনন্ত পথের পথিক মানবের পক্ষেও গীতা-চ্ছায়া তদ্রূপ মনোহারিণী ও শান্তি দায়িনী বটে। যাহার সামান্য বাঙ্গালা মাত্র জানা আছে সেও আপনার গীতাচ্ছায়া পড়িয়া শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত গীতামৃত আস্বাদ গ্রহণ করিয়া

তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে। শ্রীহরির চরণ পদ্মে আপনার কিঞ্চিৎ মতি গতি আছে বলিয়াই আপনি সংস্কৃতজ্ঞ না হইয়াও গঙ্গার জলের মতন এমন সরল সুন্দর পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। সাধু সন্ন্যাসী হইতে কুলের কুলবধূ, ধনী হইতে কৃষকগণ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোক গীতাচ্ছায়া স্পর্শে শান্তি অনুভব করিবে। সর্ব্বসাধারণের উপযোগী এমন সহজ সরল পদ্য গীতার বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ভাটীথাইন চতুষ্পাঠী হইতে শ্রীযুক্ত কালীকান্ত স্মৃতিভূষণ লিখিয়াছেন :— আপনি ৺ শ্রীমদ্ভগবত গীতাচ্ছায়া ও ভগবতী গীতার অনুবাদ পড়িয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। উক্ত পুস্তক দুই খানির পদ্যানুবাদ নিতান্ত সরল, সুললিত ও কবিত্ব-পূর্ণ হইয়াছে। এই পুস্তকদ্বয় হিন্দুমাত্রেরই অতীব আদরণীয় খুব সাহস করিয়া বলা যায়।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী এল, এস, এম মহাশয় লিখিয়াছেন :— আপনার গীতাচ্ছায়া অনেক দিন হইল পাইয়াছি। কিন্তু এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি প্রাপ্তি সংবাদ ও ইহার মন্তব্য লিখিতে অনেক গৌণ হইয়াছে তজ্জন্য ক্ষেমেশ নামের যে গুণ তাহা পাইলে সুখী হইব। পদ্যগুলিতে গীতার ভাব অতি সরল ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই; সাধারণে এতদ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবে।

বাজিতপুরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বকুলাল বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়াছেন শ্রীগীতার আলোচনা দেশে যতই হয়, ততই মঙ্গলের কথা এই আমার বিশ্বাস। ইহাতে যে কর্ম্ম যোগ, জ্ঞান যোগ ও ভক্তি যোগের অমূল্য উপদেশ আছে তাহার যে কোন্‌টী গ্রহণ করিলেই

জীব কৃতকৃতার্থ হইবে। আশা করি আপনি সুমহান দানের জন্য বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। গীতার প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহা সকলেই জানেন না, তবে আমরা বহির্মুখী জীব যতটুকু আপন দৃষ্টিতে বুঝি তাহাতে আপনার "ছায়া" আসলের সুন্দর প্রতিরূপ দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

"আমার খেয়াল"
সমালোচনা।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :— পুস্তক খানির কিয়দংশ পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। কবিতাগুলির ভাষা মার্জ্জিত ও অলঙ্কৃত না হইলেও অতি সরল ও সরস এবং তাহাদের ভাব পবিত্র ও অনেক স্থলে প্রকৃত কবিত্বপূর্ণ। এরূপ 'খেয়াল' ঈশ্বর কৃপা ভিন্ন লোকের ভাগ্যে ঘটে না। ইতি—

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু সারদা-চরণ মিত্র :— "আমার খেয়াল" আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। কবিতা লেখার প্রণালী সরল ও স্বাভাবিক; একালের অস্বা-ভাবিক পদবিন্যাস না থাকায় পড়িতে ভাল লাগিয়াছিল। কয়েকটী কবিতাতে কাব্য রসের বেশ পরিচয় আছে।

হাইকোর্টের এটর্ণী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত :— "আমার খেয়ালের" কয়েকটী কবিতা পাঠ করিলাম। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে ধরণে কবিতা লিখিতেন, আপনি সেই ধরণ পুনঃ প্রচলিত করিতেছেন। কয়েকটী কবিতা মুখ-রোচক লাগিল।

ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় বাবু নবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর, বিদ্যাসাগর :— "খেয়াল" পাঠ করিয়া পরম

প্রীতিলাভ করিলাম। গুরুতর সাংসারিক ও ব্যবসাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও আপনি পরমারাধ্যা ভারতীর পদ সেবায় গোপনে মন প্রাণ অর্পণ করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া আমি বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছি। এই পূজায় পুষ্পাঞ্জলী স্বরূপ আপনার "খেয়াল" বঙ্গ সাহিত্যে একটি অপূর্ব্ব রত্ন উপিস্থিত হইয়াছে। আপনার কবিতাগুলি হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে নিঃসৃত হওয়াতে বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। ইহাতে ধর্ম্মের আলো নিগূঢ় তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক জীবনের অব্যর্থ সত্য ও জটিল রহস্য নিহিত রহিয়াছে তাহা পাঠ করিলে আবাল বৃদ্ধ সকলেই কিছু উপকার লাভ করিতে পারিবে। কোন কোন প্রবন্ধ পাঠে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয়। আমি আশাকরি, আপনার প্রাচীন বয়সের ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থখানি আদরণীয় ও প্রচার প্রাপ্ত হইবে।

ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অখিলকুমার চট্টোপাধ্যায়:— "আমার খেয়াল" পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম। অতি সোজা কথায় মনের ভাব এরূপ সুন্দরভাবে আপনি ব্যক্ত করিয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। এখন এরূপ কবিতা বড় লেখা যায় না। প্রায়ই শব্দের বাহার, কিন্তু ভাবের অভাব। আপনাকে আমি "সহজ" কবি অনায়াসে বলিতে পারি।

হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্রলাল খাস্তগিরী :— আপনার "খেয়াল" পুস্তকটী পাইয়া আমি নিতান্ত সুখী হইয়াছি। স্থানে স্থানে আমার নিতান্ত ভাল লাগিয়াছে। সেই সকল পদ্য গুলি ছেলেদের মুখস্থ করিতে দিয়াছি।

উকীল ও সমালোচক শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সরকার :— "আমার খেয়াল" নামক পুস্তক খানি পাঠ করিয়া খুব প্রীত হইলাম। কবিতাগুলি সরল প্রাণের উদার কথা।

চট্টগ্রাম জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ চৌধুরী এমএ, বিএল, :— "খেয়াল" পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। আমি সাহিত্যিক নহি তবে এই মাত্র বলিতে পারি দুই একস্থলে সামান্য রকম দোষ থাকিলেও তাহা আপনার সরলতাগুণে আদরণীয় হইয়াছে। আপনার পুস্তকে কষ্ট কল্পনার চিহ্নমাত্র নাই ইহা নিঃসন্দেহ গৌরবের বিষয়।

কবিবর উকীল শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র নন্দী :— আপনার কবিতাগুলি পাঠ করিয়া প্রাচীন কবিগণের কথাই মনে পড়িল। আপনি সরল শিশুর মত ছন্দ বন্ধের পারিপাট্যে লক্ষ্য না রাখিয়া অতি সরল ভাষায় প্রাণের কথাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে অনেক বিষয় সত্য আছে। আপনার কবিতায় সংসার বৈরাগ্যের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন দাস এম এ, বি এল, :— "আমার খেয়াল" পড়িয়া আমি সর্ব্বদাই প্রীতিলাভ করি। এমন সরল সুন্দর কবিতা সচরাচর দেখা যায় না। ইহা খাঁটী স্বদেশী তাই আমার কাছে ভাল লাগে।

বাজিতপুরের মুন্সেফ সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু বকুলাল বিশ্বাস এম এ. বি এল: —আমার মনে হয় ছন্দোবন্ধে রচনা মানুষের দৈবী সম্পদ তারপর সেই রচনা যদি প্রাঞ্জল ভাবপূর্ণ হৃদয়

গ্রাহী ও জগতের কল্যাণকর হয় তবে তাহা অমূল্য হয়। আপনার "খেয়ালে" স্থানে স্থানে এই সমস্ত গুণ প্রতিফলিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট পেন্সনপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দাস C.I.E. রায় বাহাদুর :— আপনার উপাদেয় গ্রন্থখানি পাইয়া প্রীতি হইয়াছি। আপনি লক্ষ্মীর প্রিয় পুত্র সন্দেহ নাই। আপনি দেবী সরস্বতীরও কম প্রিয় নহেন। তাহার প্রমাণ আপনার "খেয়াল" গ্রন্থখানিতে আছে। লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়ের প্রিয় হওয়া সাধারণ সৌভাগ্যের কথা নহে।

কবিবর উকিল শ্রীযুক্ত বাবু শশাঙ্কমোহন সেন বি এ, বি এল, :—আপনার "আমার" খেয়াল নামক পদ্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। আপনি আত্ম-চিত্তের সংসার ক্লান্ত সুষুপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসগুলি পরম অকপট ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। মনুষ্যের হৃদয় এইরূপ অকপটতাকে চিরকাল শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। সাহিত্যের দিক হইতেও উহার মূল্য কম নহে। অকপট হৃদয়গতি এবং উচ্ছ্বাসবাণী, কৃপার প্রধান নিদর্শন।

কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর কালী :—আপনার প্রণীত "খেয়ালের" অনেকগুলি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিতেছি না। এই বয়সেও আপনার হৃদয়ে এইরূপ ভাবময়ী কবিতার জোয়ার বহিয়াছে বুঝিতে পারি নাই।

জমিদার শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় :— আপনার প্রণীত "খেয়াল" প্রীতির উপহার স্বরূপ পাইয়া অত্যন্ত আহ্লা-

ন্বিত হইলাম। কবিতাগুলি অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। উহার ভাব ও উপমাগুলি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

জ্যোতিঃ পত্রিকা:—"আমার খেয়াল" শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। তাঁহার কবিতাগুলি ঠিক ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার মত। নব্য বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা না থাকিলেও তাঁহার কবিতার গূঢ়ত্ব যে নব্য সমাজে অনুভব করিবে না এমন নহে। "আমার খেয়াল" অতি সরল উক্তি, সরল ভাব—অকপট প্রাণে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের বহু অভিজ্ঞতার কথা সরল ভাষায় কবিতাচ্ছন্দে বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতার বিশেষ একটা গুণ এই যে যেমন খেয়াল হইয়াছে তেমনই লিখিয়াছেন। অনেকগুলি কবিতা নূতন সংসার প্রবিষ্টের কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা উচিত।

আরো অনেক মহাত্মা প্রশংসা পত্র পাঠাইয়াছেন এবং পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে এতদ্‌সঙ্গে ঐ সকল প্রশংসা পত্র সন্নিবেশিত করা হইল না।

চট্টগ্রাম, চন্দ্রশেখর প্রেসে মুদ্রিত।